বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কম্পিউটার জগৎ

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

মে ২০১০ বর্ষ ২০ সংখ্যা ০১

দাম মাত্র ৩০

MAY 2010 YEAR 20 ISSUE 01

কেড়ে নেয়া হচ্ছে বিটিআরসি'র ক্ষমতা

অ্যাপলের নতুন বিস্ময়
আইপ্যাড

আইসিটি খাত ও আগামী বাজেট

পেনড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টলেশন

বিজয়-ইউনিবিজয় নিয়ে সাম্প্রতিক প্রাযুক্তিক বিতর্ক

ওয়েবসাইট ও ডোমেইন হোস্টিং প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

আউটসোর্সিংয়ে আলফা ডিজিটাল টিমের সফলতা

Gartner Report Worldwide PC Shipments Grew 27 Percent in First Quarter of 2010

মাসিক কম্পিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হওয়ার চাঁদার হার (টাকায়)

দেশ/মহাদেশ	১২ সংখ্যা	২৪ সংখ্যা
বাংলাদেশ	৪০০	৮০০
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৩৫০০	৭০০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩৫০০	৭০০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	৪৫০০	৮৫০০
আমেরিকা/কানাডা	৪০০০	৮০০০
অস্ট্রেলিয়া	৪০০০	৮০০০

গ্রাহকের নাম, ঠিকানাসহ টাকা নগদ বা মানি অর্ডার যোগে "কম্পিউটার জগৎ" নামে রুম নং ১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি, রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। চেক গ্রহণযোগ্য নয়।

ফোন : ৮৬১০৪৪৫, ৮৬১৬৭৪৬, ৮৬১৩৩২২, ৮১২৪৮০৭, ০১৭১১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৬৪৭২০
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

comjagat.com
You are LIVE

মাসিক কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
মে ২০১০ বছর ২০ সংখ্যা ০১

সূচীপত্র

১৭ সম্পাদকীয়

১৮ ৩য় মত

২৩ **আইসিটি খাত ও আগামী বাজেট**
১০ জুন জাতীয় সংসদে পেশ হতে যাচ্ছে বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় জাতীয় বাজেট। অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে আইসিটি খাতে কত টাকা বরাদ্দ দেন এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের জন্য আইসিটি খাতের জন্য আইএসপি, বিসিএস ও বেসিসের সুপারিশমালা তুলে ধরে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন লিখেছেন *গোলাপ মুনির*।

২৮ **ইউনিবিজয়-বিজয় নিয়ে সাম্প্রতিক প্রাযুক্তিক বিতর্ক**
ইউনিবিজয় ও বিজয় কীবোর্ড নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত্র ঘটেছে তার ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন *অনিমেষ চন্দ্র বাইন*।

৩৫ **কেড়ে নেয়া হচ্ছে বিটিআরসি'র ক্ষমতা**
স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি'র ক্ষমতা লোপ করার যে পাঁয়তারা চলছে তার সমালোচনা করে লিখেছেন *মইন উদ্দীন মাহমুদ*।

৩৭ **ওয়েবসাইট ও ডোমেইন হোস্টিং প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ**

৩৮ **মাইক্রোসফট-সিএসই কার্নিভাল-২০১০**

৪০ **আউটসোর্সিংয়ে আলফা ডিজিটাল টিমের সফলতা**
বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারদের টিম 'আলফা ডিজিটাল'-এর সফলতার ওপর সাক্ষাতকারধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করেছেন *মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী*।

৪৭ **অ্যাপলের নতুন বিস্ময় আইপ্যাড**
অ্যাপলের বিস্ময়কর উদ্ভাবন আইপ্যাডের প্রাথমিক ধারণা দিয়েছেন *এস. এম. গোলাম রাব্বি*।

৫০ **আসছে থ্রিডি টিভি**
থ্রিডি টিভির উন্নয়ন এবং ব্যাপক ব্যবহারোপযোগী করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা যেভাবে কাজ করছেন তা তুলে ধরেছেন *সুমন ইসলাম*।

৫৫ **ENGLISH SECTION**
* Worldwide PC Shipments Grew 27 Percent in First Quarter of 2010

৫৬ **NEWSWATCH**
* HP Lancos Bangali New Year Promotion Program
* ASUS G51J Gaming Series
* High-end Multimedia Laptop
* IOM Introduces New Toshiba PORTÉGÉ T130
* GIGABYTE first Motherboard with iPad Recharging

৬৩ **গণিতের অলিগলি**
গণিতের অলিগলি শীর্ষক ধারাবাহিক লেখায় গণিতদাদু এবার তুলে ধরেছেন ১১ দিয়ে গুণ করা।

৬৪ **সফটওয়্যারের কারুকাজ**
কারুকাজ বিভাগের টিপগুলো পাঠিয়েছেন *মোঃ শফিকুজ্জামান ফাহিম, মোঃ জাহাঙ্গীর ও পাভেল*।

৬৫ **গুগল ডকস্**
গুগল ডকস্-এর অধীনে ওয়েবভিত্তিক অ্যাপি-কেশনের ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন *এস. এম. গোলাম রাব্বি*।

৬৬ **ল্যাপটপ কুলার**
ল্যাপটপের তাপমাত্রাজনিত সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয় নিয়ে লিখেছেন *তাজবীর উর রহমান*।

৭১ **পেনড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টলেশন**
পেনড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন *সৈয়দ হোসেন মাহমুদ*।

৭৩ **উবুন্তু গোত্রের লিনআক্স জুবুন্তু**
উবুন্তু লিনআক্সের এক্সফেস ভার্সন জুবুন্তু নিয়ে লিখেছেন প্রকৌশলী *মর্তুজা আশীষ আহমেদ*।

৭৪ **উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেম সিকিউরিটি**
উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমে কমপিউটারকে সুরক্ষা দেয়ার কৌশল নিয়ে লিখেছেন *মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান*।

৭৯ **অ্যানিমেটেড ও স্টাইলিশ পাওয়ারপয়েন্টে স্ল-াইড**
পাওয়ারপয়েন্টে অ্যানিমেটেড ও ডিজাইনেবল স্ল-াইড বানানোর কৌশল দেখিয়েছেন *সৈয়দ হাসান মাহমুদ*।

৮০ **ফটোশপে তৈরি করুন মায়াবী চোখ**
ফটোশপে মায়াবী চোখ তৈরির কৌশল দেখিয়েছেন আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী।

৮২ **আগুনের ইফেক্ট তৈরি**
থ্রিডি ম্যাক্সে আগুনের ইফেক্ট তৈরির কৌশল দেখিয়েছেন *টংকু আহমেদ*।

৮৪ **পিসির ক্ষতিকর ৬ উপাদান**
পিসির বিভিন্ন কম্পোনেন্টে ক্ষতিকর ৬ উপাদান সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে লিখেছেন *তাসনীম মাহমুদ*।

৮৫ **কমপিউটার পরিপাটি রাখা**
কমপিউটার সিস্টেমকে যথাযথভাবে পরিপাটি রাখার কৌশল দেখিয়েছেন তাসনুভা মাহমুদ।

৮৬ **একটেল এখন রবি**
একটেল এখন রবি নামে প্রিপেইড গ্রাহকদের যে সুযোগসুবিধা দিচ্ছে তা তুলে ধরেছেন *মর্তুজা মিনহাজ আহমেদ*।

৯১ **কমপিউটার জগতের খবর**

১০৩ **গেমের জগৎ**

Advertisers' INDEX

Aftab IT	77
AlohaIshoppe	31
APC (American Power Conversion)	69
Bangla Lion	75
Bijoy Online	68
Bijoy Online	105
Binary Logic (Intel)	88
Binary Logic (Microsoft)	53
Bitopi Advertising Ltd.	76
BTCL	99
Businessland Ltd (Fox conn)	46
Ciscovalley	48
ComJagat.com	57
Computer Villege	12
Digi Solution	20
DNS	49
Elcra Soft Ltd.	89
Executive Machines Limited (Mac Book)	09
Executive Machines Limited	10
Executive Machines Ltd. (Pen Drive)	43
Executive Technologies Ltd. (Acer)	2nd Cover
Faderal System & Solutions Ltd	87
Flora Limited (Dell)	05
Flora Limited (PC)	03
Flora Limited HP (HP)	04
General Automation Ltd	16
Genuity Systems ((Training)	60
Genuity Systems (Call Center)	61
Globacomm Systems & Solutions	34
Global Brand (Pvt. Ltd. (AData)	32
Global Brand (Pvt.) Ltd. (ASUS)	51
Global Brand (Pvt.) Ltd. (LG)	19
Green Power	45
HP	Back Cover
I.E.B	56
I.O.E (Printer)	100
I.O.E. (Copier)	101
I.O.M (Toshiba)	44
IBCS Primex	116
Integrated Business Systems	117
J.A.N. Associates Ltd.	59
Khan Jahan Ali	114
Khan Jahan Ali	115
Microsoft Bangladesh	90
Multilink Int Co. Ltd.	06
Multilink Int Co. Ltd.	07
Orient Computers	21
Orientel (Hitachi)	113
Orientel (Onfinity)	112
Power Plus (Pte.) Ltd.	11
Rahim Afrooz Distribution Ltd.	78
Sat Com Computers Ltd.	13
Seltex-International	54
SMART Technologies (Twinmos)	119
SMART Technologies (Ricoh Copier)	109
SMART Technologies (Lcd Monitor)	14
SMART Technologies (Gigabyte)	108
SMART Technologies (Samsung Printer)	118
Some Where in	52
Some Where in	70
Spectrum Engineering Consortium Ltd.	102
SPY Security Systems	22
Star Host IT Ltd	107
Subra Systems	33
Tech Domain	39
Tech Valley Networks Ltd.	8
Techno BD	62
Unique Business System (Hitachi)	111
United Computer Center	110
Prompt Computers	67

কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এ কে এম রফিক উদ্দিন
সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী মো: আহসান আরিফ
সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. স. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মালয়েশিয়া

প্রচ্ছদ এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা সমর রঞ্জন মিত্র
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটিস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল খান
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. শারমীন শাহার মাহমুদ
উৎপাদন ও বিতরণ কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেন (আনু)

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৯১১৫৩৮৬১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কম্পিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Edward Apurba Singha
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

বাজেটে যেনো আইসিটি খাত উপেক্ষিত না হয়

সরকার ঘোষণা দিয়েছে, আগামী ১০ জুন জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে ২০১০-১১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। এটি বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় জাতীয় বাজেট এবং 'জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯' ঘোষিত হওয়ার পরবর্তী সময়ের প্রথম জাতীয় বাজেট। স্বভাবতই আশা করা যায়, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রয়াসী এ সরকারের আসন্ন এ বাজেটে জায়মান 'জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯'-এ ঘোষিত রূপকল্প তথা ভিশনের একটি জোরালো প্রতিফলন থাকবে।

উলে-খ্য, আমাদের 'জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯'-এ ঘোষিত রূপকল্প তথা ভিশন হচ্ছে : আইসিটি'র সম্প্রসারণ এবং এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা; দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা বাড়ানো, সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব ও সুলভ জনসেবা নিশ্চিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ ও ত্রিশ বছরের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীত করার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। সে লক্ষ্যেই আইসিটি নীতিমালায় একটিমাত্র রূপকল্প, ১০টি উদ্দেশ্য, ৫৬টি কৌশলগত বিষয়বস্তু ও ৩০৬টি করণীয় বিষয়কে পিরামিড আকারে সাজানো হয়েছে। রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে কৌশলগত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। এর সুফল আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য তিনটি মেয়াদের কথা ভাবা হয়েছে– স্বল্পমেয়াদী : ১৮ মাস বা কম, মধ্যমেয়াদী : ৫ বছর বা কম এবং দীর্ঘমেয়াদী : ১০ বছর বা কম।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আইসিটি নীতিমালা ২০০৯-এর রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে ৩০৬টি করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন পর্যাপ্ত তহবিল। আর এ তহবিল আসার একমাত্র উৎস হচ্ছে আমাদের জাতীয় বাজেট। জাতীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ছাড়া এসবের বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব হতে পারে না। আমাদের জাতীয় আইসিটি নীতিমালায় অর্থমন্ত্রীর জন্য ম্যান্ডেট রয়েছে উন্নয়ন বাজেটের ৫ শতাংশ আইসিটি খাতে বরাদ্দ দেয়ার। এ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ আসন্ন বাজেটে নিশ্চিত হলে আশা করতে পারি আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে নিয়ে পৌঁছানোর একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের আশা, অর্থমন্ত্রী তার আসন্ন বাজেট প্রণয়নে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবেন।

সদ্য প্রণীত 'জাতীয় আইসিটি নীতিমালা-২০০৯' প্রণয়নোত্তর পরিবেশে আসা সরকারের প্রথম জাতীয় বাজেটে আইসিটি খাত যথাযথ গুরুত্ব পাবার অধিকারী। সে বিবেচনা থেকেই এবার আমরা কমপিউটার জগৎ-এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে উপজীব্য করেছি আসন্ন বাজেট ও আইসিটি খাতকে। এর মাধ্যমে আমরা এ খাতের উন্নয়নে বাজেটে বিবেচ্য হওয়ার মতো অনেক বিষয়ের বিস্তারিত উপস্থাপনের প্রয়াসী হয়েছি। পাশাপাশি আসন্ন বাজেট প্রণেতাদের সক্রিয় বিবেচনার জন্য একটি সুপারিশমালাও তুলে ধরেছি। আমাদের আশা, এ সুপারিশমালায় উলি-খিত বিষয়গুলো সুবিবেচনা শেষে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব পাবে। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, এ সুপারিশগুলো আসন্ন জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করলে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাত এগিয়ে যাবে।

সম্প্রতি আমাদের প্রযুক্তি জগতে একটি বিতর্ক বেশ জোরালোভাবে চলছে। ইউনিকোডে বাংলা লেখার ফ্রি সফটওয়্যার অভ্রের বিরুদ্ধে পাইরেসির অভিযোগ এনে সম্প্রতি কপিরাইট অফিসে লিখিত অভিযোগ করেছেন আনন্দ কমপিউটার্সের প্রধান নির্বাহী মোস্তাফা জব্বার। অভ্র সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অমিক্রনল্যাবের প্রধান নির্বাহী মেহদী হাসান খানকে কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়েছে কপিরাইট অফিস। পত্র-পত্রিকায় ইতোমধ্যে এ নিয়ে অভিযোগ পাল্টা-অভিযোগও শুরু হয়েছে জোরেশোরে। আমরা চাই আইনী কিংবা দু'পক্ষের সমঝোতার সূত্র ধরেই এ বিতর্কের একটি সুষ্ঠু সমাধান টানা হোক। আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে আবিষ্কার উদ্ভাবন সুষ্ঠু পথ ধরে এগিয়ে যাক।

চলতি সংখ্যাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা পা রাখলাম কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার ২০তম বছরে। আমাদের সংখ্যাটি নতুন বছরে পা দেয়ার মুহূর্তে আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো আমাদের লেখক, পাঠক, গ্রাহক, অ্যাজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী মহলের প্রতি।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • আলতাফিনা খান • মীর লুৎফুল কবীর সাদী • মো: আবদুল ওয়াজেদ

জেলা তথ্যবাতায়নে অবৈধ সাইবার আক্রমণ এবং তারপর...

এত দিন ক্রেডিট কার্ড হ্যাক করা, গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য আত্মসাত করা, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডারে হ্যাকারদের হামলার প্রভৃতি নানা ধরনের হ্যাকিংয়ের কথা বিভিন্ন পত্রিকায় দেখতাম, আর মনে মনে ভাবতাম আমরা তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছিয়ে থেকে অন্তত এক্ষেত্রে অনেক ভালোই আছি। বিশেষ করে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন খাতের কর্মকাণ্ড, ব্যাংক খাত, বীমা খাত প্রভৃতিসহ বিভিন্ন সংবেদনশীল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হবার মতো তেমন নাজুক অবস্থায় আমরা উপনীত হইনি এত দিন। আমার সেই ধারণা এখন বদলে গেছে পুরোমাত্রায়। উন্নত বিশ্ব বা উন্নয়নশীল দেশের মতো আমাদের আইসিটি খাত যখন-তখন হ্যাকারের শিকার হতে পারে, তা প্রতিরোধে আমাদের প্রস্তুতি মোটেও নেই।

সম্প্রতি দেশের ২৮টি জেলা তথ্যবাতায়ন তথা ওয়েবপোর্টাল ২০ মার্চ মধ্য রাতে অবৈধ সাইবার আক্রমণের শিকার হয়। এ আক্রমণে ১৯টি জেলা তথ্যবাতায়ন সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৬৪ জেলার মধ্যে ১৯ জেলার পোর্টালই হ্যাক করে হ্যাকাররা সংশি-ষ্ট জেলাগুলোর পোর্টালে তাদের একটি আপত্তিকর বার্তাও জুড়ে দেয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ক্ষেত্র হ্যাকারদের হামলার লক্ষ্যস্থল হিসেবে বিবেচিত। আর সে কারণেই নেয়া হয় বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তার পরও হ্যাকারদের সুচতুর কৌশলের কাছে পরাভূত হতে দেখা যায় কখনো কখনো। আর সে কারণেই তারা হ্যাকারদের প্রতিরোধের জন্য নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করে ও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে আপডেট করে।

বাংলাদেশের জেলা তথ্যবাতায়নে আমার জানা মতে এই প্রথম অবৈধ সাইবার হামলা হলো। এই সাইবার আক্রমণে তেমন ক্ষতি না হলেও ভবিষ্যতে যে আবার সাইবার হামলা হবে না, তার নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? সুতরাং সাইবার হামলা প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরো বেশি গুরুত্ব দেবে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ, তা আমাদের সবার প্রত্যাশা। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো রকম আপোসমূলক আচরণ গ্রহণযোগ্য হবে না, গ্রহণযোগ্য হবে না কোনো রকম মিথ্যে অজুহাত। সুতরাং এ দায়িত্বে কারা নিয়োজিত ছিল এবং কাদের গাফিলতিতে সাইবার হামলা হয়েছে তার জন্য গতানুগতিক ধারায় তদন্ত কমিশন গঠনের নামে কালক্ষেপণ না করে সংশি-ষ্ট সব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু তাই নয়, তথ্যবাতায়ন তথা ওয়েবপোর্টালের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সংশি-ষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ের যোগ্যতা, দক্ষতা কেমন এবং এই ওয়েবপোর্টালের উন্নয়নের ধরন প্রভৃতি যাচাই করে দেখতে হবে এর গঠন প্রকৃতি কতটুকু সুদৃঢ়। সুতরাং বিষয়গুলো আইন হিসেবে অনুমোদন দিতে হবে। কারণ এর সাথে সংশি-ষ্ট আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারটি।

মো: কালাম
হজরাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কলসেন্টার ভিলেজ এবং আমাদের কিছু প্রত্যাশা

বাংলাদেশ সরকার কলসেন্টার ভিলেজ বা পল-ী গড়ে তোলার কথা ভাবছে সম্প্রতি এমনই একটি খবর দেখলাম কমপিউটার জগৎ-এর এপ্রিল ২০১০ সংখ্যায়। এ খবরটি আমাদের দেশের তরুণ সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে এক সুখবর। যদিও প্রকাশিত সব খবরের বাস্তবায়ন আমরা অনেক সময় দেখতে পাই না বরং দেখতে পাই এসব প্রকাশিত খবরকে পুঁজি করে কিছু সুবিধাবাদী লোকের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড। অতীতে এমনটি অনেক ঘটেছে। এবারও যে ঘটবে না তার নিশ্চয়তা নেই।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি কলসেন্টার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩০০ কলসেন্টার লাইসেন্স দিয়েছিল কোনো রকম যাচাইবাছাই না করেই। এর ফলে বর্তমানে মাত্র ৫৮টি প্রতিষ্ঠান কলসেন্টারের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু না করায় লাইসেন্স বাতিল করা হয়। অবশ্য এই কলসেন্টার লাইসেন্স বাতিল করা হয় বেশ দেরিতে। ফলে প্রতারণার শিকার হতে হয় অনেককেই।

ভবিষ্যতে অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত হিসেবে কলসেন্টারকে বিকশিত করার যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। কলসেন্টার পল-ীর জন্য ঢাকার কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেছেন মন্ত্রী ও সংশি-ষ্টজনেরা। সুতরাং, কলসেন্টার পল-ী গঠনের লক্ষ্যে বেশ তৎপরতা আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা কলসেন্টার গঠনের লক্ষ্যে কোনো নীতিমালার কথা এখন পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। বলা যেতে পারে কোনো নীতিমালাই প্রণীত হয়নি। যারা প্রশিক্ষণ নেবেন বা যারা প্রশিক্ষণ দেবেন, তাদের যোগ্যতা কেমন হবে? শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক কি না বা বাধ্যতামূলক হলে তার মান যাচাই কে করবে? ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন আমাদের সবারই মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সুতরাং এসব বিষয়ে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শাওন
বাঁশেরপুল, ডেমরা

মুঠোফোন কোম্পানির লোভনীয় অফারের ব্যাপারে সতর্ক হোন

মুঠোফোন কোম্পানি একটেল/রবি, গ্রামীণফোন, ওয়ারিদ, টেলিটক, সিটিসেল ও বাংলালিংক-এর কৌশলী বিজ্ঞাপনে ঠকছে দেশের সোয়া ৫ কোটিরও অধিক মুঠোফোন গ্রাহক।

'সাবস্ক্রিপশন ফি অব টাকা ৭.১৯ হ্যাজ বিন ডিডাকটেড ফর ইওর রবি গুনগুন' 'ডিয়ার সাবস্ক্রাইবার অ্যানজয়' '৫০০ এসএমএস অ্যাট টাকা ১৫ উইথ ৭ ডেজ ভেলিডিটি' 'অ্যানজয় ১৪০ এসএমএস অ্যাট টাকা ৭ উইথ ওয়ান ডেজ ভেলিডিটি' ইত্যাদি নানা ধরনের এসএমএস অফার মোবাইল অপারেটররা গ্রাহকের ইনবক্সে নিয়মিতভাবে সেন্ড করে। গ্রাহকদের প্রশ্ন কিভাবে একজন গ্রাহক ১ দিন মেয়াদে কিংবা ৭ দিন মেয়াদে যথাক্রমে ৭ টাকা ও ১৫ টাকা গচ্চা দিয়ে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কতজন বন্ধুকে মেসেজ পাঠায় বা সংশি-ষ্ট গ্রাহক উক্ত সুযোগগুলো উপভোগ করতে পারে?

মূলত এগুলো মুঠোফোন কোম্পানিগুলোর চালাকি ছাড়া কিছুই নয়। তারা ছলে, বলে ও সুকৌশলে বিভিন্ন নামীয় লোভনীয় প্যাকেজ ও কৌশলী ট্যারিফ পরিবর্তনের ব্যানারে হাতিয়ে নিচ্ছে জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থ। বিভিন্ন লোভনীয় অফার ঘোষণার মাধ্যমে মুঠোফোন কোম্পানিগুলো দেশের গ্রাহকদের অসচেতনতার সুযোগে দৈনিক কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এমনিতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে প্রায় অসহায় এবং অসাধু সিন্ডিকেটের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত আমাদের সরকার ও জনগণ। তার ওপর যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম মুঠোফোন কোম্পানিগুলোর দেশের অগণিত গ্রাহকের ওপর আর্থিক শোষণ ও নির্যাতন যেন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। সুতরাং মুঠোফোনের বিভিন্ন প্যাকেজ সম্পর্কে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের অব্যাহত নজরদারি আমরা প্রত্যাশা করি।

আলমগীর নূর
চট্টগ্রাম

কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত যেকোনো লেখা সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত লিখে পাঠান। আপনার মতামত 'ওয় মত' বিভাগে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মাসিক কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল : jagat@comjagat.com

২০১০-১১ অর্থবছর

আইসিটি খাত ও আগামী বাজেট

গোলাপ মুনীর

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের বহুল আলোচিত এক ব্র্যান্ড। আর বর্তমান সরকারের সরস বা কৌতুকে নাম 'দিন বদলের সরকার'। সরকারের ভেতরে ও বাইরে এ দুটি হচ্ছে বহুল উচ্চারিত দুই পদবাচ্য। কখনো তা উচ্চারিত হচ্ছে ইতিবাচক মনোভাবে নিয়ে, আবার কখনো বা সমালোচনাকর নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে। বর্তমান সময়ে সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে সরকারের সবকিছুতেই 'ডিজিটাল' লেভেল লাগানো হচ্ছে। সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় দিনের আলোর সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা এগিয়ে এনে যে নতুন সময় নির্ধারণ করেছিল, তা এদেশে সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলে দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে সমালোচনাকর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন এ সময় আখ্যায়িত হতে থাকে 'ডিজিটাল টাইম' নামে। তেমনি সরকারি দলের ও এর বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনগুলোর নানা বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে ত্যক্ত-বিরক্ত সংক্ষুব্ধ মানুষ এসব অনৈতিক কাজকে 'ডিজিটাল কর্মকাণ্ড' বলে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকল। ফলে এদেশের মানুষকে শুনতে হয় ডিজিটাল টেন্ডারবাজি, ডিজিটাল চাঁদাবাজি, ডিজিটাল মামলাবাজি, ডিজিটাল হামলাবাজি, ডিজিটাল দলবাজি ইত্যাদি ধরনের নানা পদবাচ্য। এমনকি বিদ্যুৎ ঘাটতির এ সময়ে দুঃসহ লোডশেডিং বর্ণনায় এরা আমদানি করে 'ডিজিটাল ডার্কনেস' নামের পদবাচ্যটিও।

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও এ সরকারের প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নিঃসন্দেহে একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হতে পারে আমাদের দিন বদলের নিয়ামক পরিকল্পনা, ব্র্যান্ড ও স্বপ্ন। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে আমাদের আজকের তরুণ প্রজন্মের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। এরা পেতে পারে সুখী-সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। আমাদের ছেলেমেয়েদের লালিত স্বপ্নসড়ক হয়ে উঠতে পারে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামে স্বপ্নকল্প।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার আসছে ১০ জুন জাতীয় সংসদে পেশ করতে যাচ্ছে তাদের দ্বিতীয় জাতীয় বাজেট। আর কদিন পর জাতি পেতে যাচ্ছে ২০১০-১১ অর্থবছরের সেই জাতীয় বাজেট। বাজেট পেশের এই প্রাক-সময়ে সরকারের গোটা বাজেটকেই অনেকে দেখতে শুরু করেছেন সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এ সরকারের প্রথম বাজেটেও গত বছরের জুনে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটেও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'কে প্রথমবারের মতো বড় মাপের চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়। অর্থমন্ত্রীর সে বাজেট বক্তৃতায় ২০২১ সালের মধ্যে জাতিকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উপহার দেয়ার বিষয়টিকে মূলনীতি হিসেবে উপজীব্য করে তোলা হয়। সে বাজেটে সরকার তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। ২০০৯ সালে সরকার যে জাতীয় আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করে তার আগে এটা ছিল সর্বশেষ বাজেট। বলা যায়, ২০০৯ সালের আইসিটি নীতিমালায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার বিষয়টি বৈষম্যহীন উন্নয়নের একটি একক দৃঢ়প্রত্যয়ীদীপক স্বপ্নকল্পের অ্যাজেন্ডা হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এতে প্রধান প্রধান অর্থ-সামাজিক খাতে ১০টি মূল ▸

আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি

আমরা জানি, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিশ্রুতি দানে জোরালো উচ্চারণের অধিকারী ছিল। 'দিন বদলের সরকার' গড়ায় প্রযুক্তির প্রয়োগকে এরা অগ্রাধিকারের পর্যায়ে রেখেছে। সেই সূত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছে। যার প্রতিফলন জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯-এও রয়েছে। বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় জাতীয় বাজেট প্রণয়নের প্রাক-মুহূর্তে আইসিটি বিষয়ে এ সরকারের দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো স্মরণে আনতে চাই তাদের অভ্যাস :

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গঠিত এবং জোট সরকারের আমলে নিষ্ক্রিয় করা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক টাস্কফোর্স সক্রিয় ও কার্যকর করা হবে। এ ছাড়া নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে :

ক. তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। নিম্ন মাধ্যমিক থেকে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারে রূপান্তর করা হবে এবং সব স্তরের শিক্ষা পদ্ধতিকে ডিজিটাল করা হবে।

খ. দেশের ভেতরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সবক্ষেত্রে (প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে, ব্যাংকিং, গণযোগাযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও গণমাধ্যম ইত্যাদিতে) পরিব্যাপ্ত করে এবং সফটওয়্যারের রফতানি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরির লক্ষ্যে সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কমপিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

গ. কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকিউবেটর ও কমপিউটার ভিলেজ স্থাপন করা হবে।

ঘ. দেশের জন্য আরো একটি আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপন করে সারাদেশে এর সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানো হবে।

ঙ. দেশে ইলেকট্রনিক, ইলেকট্রিক্যাল এবং কমপিউটার ও এর যন্ত্রাংশ তৈরি/সংযোজনকে উৎসাহিত করা হবে।

চ. তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণায় সরকারিভাবে বরাদ্দ দিয়ে তা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

ছ. জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালায় পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবাখাতকে রফতানি সহায়তা দেয়া হবে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এবং আগামী দেড় দশকের মধ্যে অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে পরিণত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করা হবে।

জ. তথ্যপ্রযুক্তিসহ সব মেধাসম্পদ সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেয়া হবে। কপিরাইট আইনের সঠিক প্রয়োগ করা হবে এবং প্যাটেন্ট-ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক যুগোপযোগী করে তা প্রয়োগ করা হবে। ই-কমার্স চালুর জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

ঝ. টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তির আরো সম্প্রসারণ ও সহজলভ্য করা হবে এবং সারাদেশে ইন্টারনেট সহজলভ্য করা হবে।

ঞ. তথ্যপ্রযুক্তিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

স্বাভাবিকভাবেই এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পেছনে সৃষ্ট তহবিল যোগানের বিষয়টি অপরিহার্য। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসব মাথায় না রাখলে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সরকারের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না।

লক্ষ্য, উন্নয়নের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে ৫৬টি কৌশলগত ধারণা চিহ্নিত করা হয়। পাশাপাশি আগামী ১০-১১ বছরের মধ্যে এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৩০৬টি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কথা উলি-খিত হয়েছে। এসব নীতি-নির্দেশিকাকে সম্বল করে অর্থমন্ত্রীই এখন পারেন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামের অ্যাজেন্ডাকে মূলধারায় এনে দাঁড় করাতে। এক্ষেত্রে তার হাতে মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে জাতীয় বাজেট। আইসিটিবিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে অতিপ্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দিয়েই তার পক্ষে সম্ভব আইসিটির উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান সরকারকল্পিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় একটি ঝাঁকুনি সৃষ্টি করতে। সেজন্য ২০১০-১১ অর্থবছরের আসন্ন বাজেট প্রণয়নে 'তথ্যপ্রযুক্তি' এক অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

আইসিটি নীতিমালা ২০০৯-এ সরকার তথা অর্থমন্ত্রীকে ম্যান্ডেট দিয়েছে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-সরকার প্রয়োগ, ব্যবসায়ের মানদন্ডসহ বিধিবিধান, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ইত্যাদিসহ সামগ্রিক আইসিটি উন্নয়ন খাতে উন্নয়ন বাজেটের ৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়ার। যেখানে রাজস্ব বাজেটের ২ শতাংশ বরাদ্দ যেতে পারে পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ মানোন্নয়ন ও চলমান আইটি সার্ভিস কেনার পেছনে। বর্তমান বাজেটীয় পরিসংখ্যানের আলোকে এই দুই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে, বিগত বাজেটে আইসিটিসংশি-ষ্ট সামগ্রিক বরাদ্দ (মন্ত্রণালয়/বিভাগ– বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও তার, তথ্য, মন্ত্রিসভা, সংস্থাপন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) দেয়া হয় ৫০০ কোটি টাকারও কম। এবার দেখার বিষয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে এ খাতে কত টাকার বরাদ্দ দেন।

সরকার তার দ্বিতীয় জাতীয় বাজেট এমন একটি সময়ে পেশ করতে যাচ্ছে যখন বর্তমান সরকারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯ প্রণীত হওয়ার পর এটি আমাদের প্রথম জাতীয় বাজেট। দেশের মানুষ এখন নজর দিতে শুরু করেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার কতটুকু কী করল, আর কতটুকু করল না সে বিষয়ের ওপর। আসন্ন বাজেটে আইসিটি খাতে আইসিটি নীতিমালা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অর্থবছরের শুরুতেই কাজে নেমে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে বিগত বছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থতা ও সাফল্যকে আমলে নিতে হবে। সংশি-ষ্ট সবার জন্য 'ডিজিটাল লক্ষ্যমাত্রা' নির্ধারণ করতে হবে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে। মনে রাখতে হবে ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর লক্ষ্য পূরণে পিছিয়ে আছে সরকারও। তারই আলোকে তৈরি করা প্রয়োজন আগামী অর্থবছরের ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর লক্ষ্য পূরণে পিছিয়ে যখন সরকার

ইতোমধ্যেই জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলো' এক খবরে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর লক্ষ্য পূরণে পিছিয়ে পড়েছে বর্তমান সরকার। আমরা জানি, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের এক বহুল আলোচিত লক্ষ্য। সরকার গঠনের আগেই বিগত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এক উলে-খযোগ্য নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। সে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকার পিছিয়ে রয়েছে। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সূত্র উলে-খ করে এ দৈনিকটি এ তথ্য জানায়।

খবর মতে, গত দেড় বছরে বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কী কী করেছে, সে বিষয়ে সম্পত্তি বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠায়, তা থেকেই বেরিয়ে এসেছে আমাদের এই পিছিয়ে থাকার সত্যটি। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বেশিরভাগ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পিছিয়ে রয়েছে। আর ৩০টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়সহ ১১টি মন্ত্রণালয় কোনো প্রতিবেদনই জমা দেয়নি। এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে এপ্রিলের শেষে কাগজপত্র আবারো জমা দেয়ার কথা বলা হয়। ▸

বিনিয়োগ বাড়াতে কমাতে হবে সিম ট্যাক্স

বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি বিগত দশকে বেশ বেড়েছে। কিন্তু দেশের টেলিফোন অপারেটর কোম্পানিগুলোর প্রত্যাশা ছিল এই টেলিডেনসিটি আরো বেশিমাত্রায় তুলে আনার। কিন্তু তাদের সে প্রত্যাশা যথাযথভাবে পূরণ হয়নি বলে তাদের অভিমত। এ প্রসঙ্গে নেকিয়া ইমার্জিং এশিয়ার জেনারেল ম্যানেজার প্রেমচাঁদের মন্তব্য টেনে আনা যায়। সম্পত্তি তিনি ঢাকা সফরে এসে বাংলাদেশের টেলিকম বাজার প্রসঙ্গে তার অভিজ্ঞতার কথা উলে-খ করেন।

তিনি বলেন, 'এ বাজার প্রসঙ্গে আমাদের উঁচুমাত্রার প্রত্যাশা ছিল। আমরা এ প্রত্যাশার কিছুটা পূরণ করতে পেরেছি মাত্র। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা পূরণের গতিটা কমে গেছে উলে-খযোগ্য মাত্রায়। তবে প্রত্যাশা পূরণে কাঙ্ক্ষিত গতি আনার ব্যাপারটি অসম্ভব কিছু নয়।'

তার মতে, এখানে অ্যাফর্ডেবিলিটি একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ এখনো মোবাইল পেনিট্রেশনের ক্ষেত্রে তালিকার সর্বনিম্ন পাঁচ দেশের মধ্যে একটি। ২০০৬ সালে এসেছিল ১ কোটি ফোনগ্রাহক। গত তিন বছরে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটিতে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি গতি হারানোর কারণ 'অ্যাফর্ডেবিলিটি' নামের বাধাটি। বাংলাদেশের মানুষের প্রতিদিনের জনপ্রতি গড় আয় ১০০ টাকা। অতএব একটি মোবাইল ফোনসেট ও একটি সিমকার্ড কেনা তাদের পক্ষে সহজ কাজ নয়।

তিনি বলেন, সিম ট্যাক্স, মোবাইল ফোনের ওপর আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য করের কারণেই এখানে টেলিফোন পেনিট্রেশনের গতিটা কমে গেছে। সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার। মোবাইল ইন্টারনেট এক্ষেত্রে হতে পারে সর্বোত্তম সমাধান। কারণ, ফিক্সড টেলিফোন এসেশের মানুষের জন্য সহজলভ্য নয়। সেজন্য টেলিফোন পেনিট্রেশন বাড়াতে হলে সিম ট্যাক্স, মোবাইল ফোনসেটের ওপর আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর পর্যালোচনা দরকার।

এদিকে মিসরভিত্তিক টেলিকম অপারেটর ওরাসকম টেলিকম হোল্ডিং (ওটিএইচ) বাংলাদেশে তাদের মালিকানাধীন বাংলালিংকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ আরো বাড়াতে চায়। তবে এর পরিমাণ কত, তা নির্ভর করবে বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের সিম ট্যাক্স কমানোর ওপর। এরা আশা করছে, আগামী বাজেটে সিম ট্যাক্স কমানো হবে। সেক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ও পদ্ধতি নিরূপণের জন্য আগামী ১০ জুনের বাজেট ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে এ কোম্পানি।

গত ১৮ এপ্রিল মিসরের রাজধানী কায়রোতে বাংলাদেশের একটি গণমাধ্যম প্রতিনিধিদলের সাথে আলাপের সময় এমনটিই জানিয়েছেন ওটিএইচ গ্রুপের প্রধান নির্বাহী খালেদ বিশারা। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে মোবাইল ফোন অপারেটরদের যদি ১০০ টাকার মধ্যে ৯০ টাকাই ভর্তুকি দিতে হয়, তাহলে বাকি ১০ টাকায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও সেবার মান বাড়ানোয় নতুন প্রযুক্তি সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সিম ট্যাক্স যত কমবে, নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও সেবার মানোন্নয়নে মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ তত বাড়বে। এতে করে গ্রাহকরা উপকৃত হবেন। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাব।

উলে-খ্য, ওরাসকমের খালেদ বিশারাও নোকিয়ার প্রেমচাঁদের মতোই মনে করেন, বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক বাড়ানোর হার প্রতিবেশী ও অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক কম। সিম ট্যাক্স, মোবাইল ফোনসেটের ওপর ট্যাক্স ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ট্যাক্স এক্ষেত্রে বড় বাধা। খালেদ বিশারা স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন সংযোগ কর তথা সিম ট্যাক্স বাতিল বা না কমালে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে না ওরাসকম। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগের উন্নয়নের স্বার্থে তার পরামর্শ হচ্ছে, সংযোগ কর একেবারে বাতিল না করলেও কমপক্ষে ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা উচিত।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আলোকে এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে ৩০৬টি লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেয় বর্তমান সরকার। ১৮ মাস বা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কথা। এ লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ চলমান বিভিন্ন প্রকল্প থেকে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে আলাদা তহবিল গঠন করে। কিন্তু দেড় বছর পর দেখা গেছে বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা ও ইন্টারনেটের ধীরগতির কারণে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া সরকার ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ডিজিটাল ইনোভেশন ফেয়ারে' সম্প্রতি অভিযোগ করা হয়: ডিজিটাল পদ্ধতি ও মানবনির্ভর পদ্ধতি- এ দুটি একসাথে চলায় আগের চেয়ে ধীরগতিতে কাজ হচ্ছে। আরো অভিযোগ করা হয়, ওয়েবসাইটগুলোতেও তথ্য সব সময় হালনাগাদ করা হয় না। সূত্রমতে, সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করে এমন সব কাজ এখন পর্যন্ত খুব ধীরগতিতে চলছে।

ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া চালুর ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে সীমাহীন ধীরগতি। সারাদেশে দরপত্র নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ও মারামারি চলছে অব্যাহতভাবে। দরপত্র নিয়ে সংঘর্ষ এড়াতে সরকার ই-টেন্ডারিং চালুর কথা বলেছিল। কিন্তু পরিকল্পনামতো সে কাজ এগুচ্ছে না। নির্ধারিত সময়ের ৪ মাস পর এ প্রক্রিয়া চালুর জন্য পরামর্শক হিসেবে জিএসএস আমেরিকা ইনফোটেক লিমিটেড, ইন্ডিয়াকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। অথচ অর্থমন্ত্রী গত বছরের আগস্টে জানিয়েছিলেন, দুই মাসের মধ্যে ই-টেন্ডারিং চালুর কথা।

সরকারের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে সড়ক ও জনপথ, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদফতর, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পল-ী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ৮০০ অফিসের মধ্যে ২০টিতে ই-টেন্ডারিং চালু করা হবে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ই-টেন্ডারিং চালু করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে আছেন সংশি-ষ্ট কর্মকর্তারা।

এদিকে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজও এগোয়নি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ডেমরা অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়। বর্তমান সরকারের স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় মানিকগঞ্জ ও ঢাকায় এ পদ্ধতি চালু করার কথা ছিল। কিন্তু কেরানীগঞ্জ, সাভার, ধামরাই, নারায়ণগঞ্জ ও দোহারে এ বছরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত শুধু দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

শুরু হয়নি বিচারপ্রার্থীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহের কাজ। আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগের ও হাইকোর্ট বিভাগের শুনানির দিন কবে, মামলার অগ্রগতি কেমন ইত্যাদি তথ্য ওয়েব ও মুঠোফোনে সংক্ষিপ্ত বার্তা দিয়ে বিচারপ্রার্থীদের জানানোর কাজ স্বল্পমেয়াদে শেষ হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে সামান্য কাজ হচ্ছে, তবে প্রত্যাশিত পর্যায়ে নয়।

এখনো বাজার নিয়ন্ত্রণে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা যায়নি। কৃষিপণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ নেয়ার কথা থাকলেও কৃষক লাভবান হয়েছেন এমনটি জানা নেই। শুধু শিল্প মন্ত্রণালয় ফরিদপুর ও মোবারকগঞ্জের মিলে আখচাষীদের মুঠোফোনে আখ কেনাবেচার তথ্য দিচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদফতর স্বীকার করেছে, কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দেশের সব বাজারের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ওয়েবসাইটে দেয়ার কথা থাকলেও তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনটি স্বীকার করে এরা মন্ত্রণালয় বরাবরে চিঠিও দিয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সরকারের অন্যতম কাজ হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা। সে ব্যবধান দূর করার কাজটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুরুই করতে পারেনি। স্বল্পমেয়াদে এ মন্ত্রণালয়ের প্রথম লক্ষ্য ছিল শারীরিকভাবে অক্ষম এবং বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে, এমন ব্যক্তিদের কথা বিবেচনায় রেখে বাংলায় সফটওয়্যার উন্নয়নে সুবিধা দেয়া। এ কাজে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগেরও সহায়তা করার কথা ছিল। কিন্তু কাজ শুরুই হয়নি। মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট এসএস আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছেন, স্বল্পমেয়াদে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব না হলেও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে কাজ শেষ হবে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার সরবরাহ, কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ভর্তিপ্রক্রিয়া চালু, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল এসএমএসের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেছে, 'মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো যতই কৃতিত্বের দাবি করুক, আমরা সন্তুষ্ট নই'।

মোবাইল ফোনসেটের আমদানি শুল্ক হোক ১০০ টাকা

বাংলাদেশ মোবাইল ফোন ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে মোবাইল ফোনসেটের ওপর এক স্তরবিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবি জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে এই শুল্ক সেটপ্রতি ১০০ টাকা হওয়া উচিত বলে এরা মনে করছেন। গত ২৫ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনে এরা এ দাবির কথা জানান। অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় এ দাবি তোলেন। তা ছাড়া বাংলাদেশে নোকিয়া, স্যামসাং, সনি এরিকসন, মটোরোলা, এলজিসহ বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির প্রতিনিধি এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায়, এ দাবির প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ভ্রেড ভ্যাটসহ প্রতি মোবাইল ফোনসেটের ওপর ১০০ টাকা হারে কর নির্ধারণ করা উচিত। এর ফলে বাংলাদেশে সব মোবাইল ফোনসেট বৈধপথে আমদানি হবে এবং সরকার প্রচুর রাজস্ব আদায় করতে পারবে। পাশাপাশি এতে করে হুন্ডির মাধ্যমে ৬০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকা পাচার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। উলে-খ্য, বর্তমান ১২ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে, যার ফলে বৈধপথে মোবাইল ফোনসেট আমদানি কমে গেছে। অপরদিকে বেড়ে গেছে অবৈধপথে আমদানি।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ কোটি। ২০১১ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ৭ কোটি উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারের এ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে মোবাইল ফোনসেটপ্রতি ১০০ টাকা হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা উচিত।

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির বাজেট প্রস্তাব

ইতোমধ্যে এদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি তথা বিসিএস আসন্ন ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সামগ্রিক কমপিউটার পণ্যের ওপর পরোক্ষ কর অর্থাৎ আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর আরোপ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করেছে। এ প্রস্তাবে ৫৩ ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যের কথা উলে-খ করে এসব পণ্যের ওপর কর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

লক্ষণীয়, এসব পণ্যের ওপর বর্তমানে শুধু কমপিউটার সাউন্ড কার্ড ছাড়া বাকি সব পণ্যে বিভিন্ন হারে এসআরও ডিউটি কার্যকর রয়েছে। এই শুল্ক ৩ শতাংশ হারে আরোপিত রয়েছে ২৬ ধরনের পণ্যে, ৫ শতাংশ হারে ৪টি পণ্যে, ৭ শতাংশ হারে ১টি পণ্যে, ১০ শতাংশ হারে ৩ ধরনের পণ্যে, ১২ শতাংশ হারে ২টি পণ্যে, ১৫ শতাংশ হারে ৮টি পণ্যে, ২৫ শতাংশ হারে ৫টি পণ্যে এবং ৩০ শতাংশ হারে ১টি পণ্যে কার্যকর রয়েছে। বিসিএস এ শুল্কহার সব পণ্যের ক্ষেত্রেই শূন্যে নামিয়ে আনার প্রস্তাব রেখেছে। একইভাবে বিসিএস এসব পণ্যের ওপর সাপি-মেন্টারি ডিউটি ও ভ্যাট পুরো প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছে। উলে-খ্য, বর্তমানে শুধু সার্জার ব্যাকের ওপর ২০ শতাংশ সাপি-মেন্টারি ডিউটি ছাড়া আর কোনো পণ্যে এ ডিউটি কার্যকর নেই। তবে উলি-খিত ৫৩ ধরনের পণ্যের মধ্যে ৩৫টির মতো পণ্যের কোনো ভ্যাট দিতে হয় না। বাকি পণ্যগুলোর বেশিরভাগ পণ্যেই ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট কার্যকর রয়েছে। বিসিএস তা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে চায়। উলি-খিত সব ধরনের পণ্যে বর্তমানে ১ শতাংশ হারে যে পিএসআই চার্জ বহাল আছে, তা বহাল রাখার প্রস্তাব দিয়েছে বিসিএস।

এছাড়া এসব পণ্যের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্তমানে ১ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে অ্যাডভান্সড ট্রেড ট্যাক্স কার্যকর রয়েছে। অবশিষ্ট ২২টি পণ্যে এ করের বর্তমান হার ২ দশমিক ২৫ শতাংশ। বিসিএসের প্রস্তাব হচ্ছে, ►

কমপিউটার সামগ্রীর সব পণ্যের ওপর ১ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে এই কর আরোপ করা হোক আগামী অর্থবছরের বাজেটে।

বিসিএস তাদের এই বাজেট প্রস্তাবের পক্ষে যে যুক্তি তুলে ধরছে তা হলো– কমপিউটারের নির্দিষ্ট ড্রাইভ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার সম্ভব নয় এবং উলি-খিত পণ্যগুলোর বেশো বহুমুখী ব্যবহার সম্ভব নয়। তাই এগুলোর জন্য শূন্য শুল্ক আরোপ করার অনুরোধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার– অল ইন ওয়ান অর্থাৎ একই মেশিনে প্রিন্টার, স্ক্যানার ও ফ্যাক্স, ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়েবক্যাম, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি এখন পূর্ণমাত্রায় সংযোজিত হয়ে কমপিউটার এক্সেসরিজ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। তাই এসবের ক্ষেত্রেও শূন্য শুল্ক আরোপের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

সিডি-আর/ডিভিডি-আর ব্ল্যাঙ্ক এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর কমপিউটারের এক্সেসরিজ ও পেরিফেরাল হিসেবে ব্যবহার হয়। তাই এসব পণ্যের জন্য অন্যান্য পণ্যের মতো শুল্কায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের মতো ডিজিটাল ক্যামেরার জন্য নির্ধারিত শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করার কারণ, ডিজিটাল ক্যামেরার কার্যক্রম কমপিউটারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বেসিসের বাজেট প্রস্তাব

০১. আইসিটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে সরকার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে পারে।

০২. মেলা, ডিজিটাল ফোরাম এবং বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রধান আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানের সাথে নানাধর্মী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় আইসিটি আউটসোর্সিং ডেস্টিনেশন করে তোলার জন্য বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়কে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। এর ফলে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা বাড়বে।

০৩. যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ডালাস ও লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ডেনমার্ক, সুইডেন ও যুক্তরাজ্যের সম্ভাবনাময় আউটসোর্সিং ডেস্টিনেশনের মতো বিশ্বের কমপক্ষে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে রোড শো আয়োজনের জন্য বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হোক। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ভবিষ্যতের সেবা আউটসোর্সিং ডেস্টিনেশন হওয়ার ক্ষেত্রে এর ভাবমর্যাদার উন্নয়ন ঘটবে।

০৪. IDCOL-এর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফিন্যান্সিং ফান্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করে সর্বোচ্চ সুদহার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। একবার সুদহার কমলে ও বন্ধুসুলভ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি ব্যাংকে এ প্রক্রিয়া পরিচালনা করলে ইতোমধ্যেই সৃষ্ট বেশ চাহিদার এ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন দিনের আলো দেখবে। বর্তমানে এ তহবিল পর্যাপ্ত নয়। অতএব ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফিন্যান্সিং তহবিল ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে।

০৫. বর্তমান বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা নির্ধারণ এবং উন্নত দেশে আমাদের সক্ষমতা পৌঁছানোর উপায় অবলম্বনের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ম্যাকেঞ্জির মতো বৈশ্বিকভাবে সুপরিচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে।

০৬. মহাখালী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের জন্য বরাদ্দ করা জমিটি এখন অনেক অস্থায়ী বস্তির দখলে। এসব বস্তিবাসী পুনর্বাসনের বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুমোদিত এ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও পুনর্বাসনের জন্য ৫০ কোটি টাকা তহবিল বরাদ্দ প্রয়োজন।

০৭. আইসিটি খাতে উৎপাদনশীলতা ও রফতানি বাড়ানোর জন্য চারটি উপযুক্ত স্থানে চারটি সফটওয়্যার টেকনোলজি সেন্টার (এসটিসি) গড়ে তোলার জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য তা প্রয়োজন। এসব এসটিসি-তে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যমান আইসিটি ইনকিউবেটরের মতো এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে আইসিটি মন্ত্রণালয়।

০৮. 'সফটওয়্যার ও আইটিনির্ভর সেবা ক্রয়'-এর মতো একটি আলাদা খরচের খাত বাজেটে সৃষ্টি করা যেতে পারে, যাতে করে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর সুনির্দিষ্ট এ খাতের অধীনে সম্পাদিত সব কেনাকাটা মনিটর করতে পারে। এখন পর্যন্ত সফটওয়্যার ও আইটিনির্ভর সেবা কেনার আলাদা কোনো খরচের খাত নেই। এ খরচের খাত সৃষ্টি করা হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প উদ্যোগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

০৯. ভ্যাট প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে, ভ্যাট আরোপ হয় পণ্য ও সেবা বিক্রির ওপর। সফটওয়্যার ও আইটিইএস-এর বেলায় ভ্যাট প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

১০. দেশীয় সফটওয়্যার শিল্পকে শক্তিশালী করতে ও বাংলাদেশী সফটওয়্যারকে উৎসাহিত করতে বাজেটে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয় করার জন্য বিদেশী সফটওয়্যার পণ্যের ওপর একটা নির্দিষ্ট হারের কর আরোপ করা যেতে পারে। বিশেষ করে কর আরোপ করা দরকার অ্যাপি-কেশন সফটওয়্যারের ওপর। এ ট্যাক্সের হার কমপক্ষে হতে পারে ১৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় কমিয়ে আনা যাবে।

১১. কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিনিয়োগের ওপর ডেপ্রিসিয়েশন রেট বর্তমানের ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ করা দরকার।

১২. আইটিইএস-এর ক্ষেত্রে আয়কর মওকুফ বর্তমানে মাত্র ৬টি ক্ষেত্রে কার্যকর আছে। গ্রাফিক ডিজাইন সার্ভিস এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কারণ, এটি আইটিইএস-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত।

১৩. আইটি সেবা শিল্পের জন্য ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রণোদনা হিসেবে যে আয়কর রেয়াত দেয়া হয়েছে, সে সুযোগ ২০১৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

১৪. কমপিউটার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার পণ্যের ক্ষেত্রে পিএসআই তথা প্রিশিপমেন্ট ইনস্পেকশনের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাহার করতে হবে।

আইএসপি অ্যাসোসিয়েশনের বাজেট প্রস্তাব

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স তথা আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ মনে করে, তথ্যপ্রযুক্তিতে ব্যবহারের যন্ত্রাংশের ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আরোপিত শুল্কহার এখনো অনেক বেশিমাত্রায়। এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তিসংশি-ষ্ট সেবা যোগানদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য হয়ে তাদের গ্রাহকদের উচ্চমূল্যে সেবা দিতে হয়। তাদের মতে, এর ফলে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ভিশন ২০২০-২১' রূপকল্প বাস্তবায়ন গতি হারিয়েছে। তাছাড়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত গতি আসছে না। উপরন্তু তা বাস্তবায়নে অনেকের মনে এক ধরনের সংশয়ের জন্ম নিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ পরিস্থিতিকে আরো উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেট-পূর্ব সময়ের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট বাজেট প্রস্তাব রেখেছে।

প্রস্তাবে ৯টি পণ্যের ওপর শুল্ক ও করের বর্তমান হার পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে আরোপিত শুল্কহার অনুযায়ী ভিওআইপি এটিএ'র জন্য ৩ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক বা কাস্টম ডিউটি হয়। অপটিক্যাল ফাইবারের জন্য আমদানি শুল্ক ৩ শতাংশ, ইউটিপি– কোঅ্যাক্সিয়েল ক্যাবল কানেক্টরের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ; ইউপিএস/আইপিএসের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ; ইন্টারনেট ইন্টারফেস কার্ড, নেটওয়ার্ক সুইচ রাউটার ও হাবের ওপর ৩ শতাংশ; টেলিফোনসেট, ভিডিও ফোন, খুচরো যন্ত্রাংশ ও মিডিয়া কনভার্টার চেসিসের ওপর ২৫ শতাংশ; মিডিয়া কনভার্টার, মিডিয়া কনভার্টার কার্ড ও প্রটোকল কনভার্টারের ওপর ২৫ শতাংশ; হিট শ্রিঙ্ক টিউবের ওপর ১২ শতাংশ এবং কমপিউটার/সার্ভারের ওপর ৩ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক বা কাস্টম ডিউটি দিতে হয়। আইএসপি অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব হচ্ছে– এই নয়টি পণ্যের প্রতিটির ক্ষেত্রে কাস্টম ডিউটির হার ১ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে আসন্ন ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে।

বর্তমানে ভিওআইপি এটিএ, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, ইউপিএস/আইপিএস, ইথারনেট ইন্টারফেস কার্ড, নেটওয়ার্ক সুইচ, রাউটার, হাব, হিট শ্রিঙ্ক টিউব, কমপিউটার/সার্ভার ইত্যাদির ওপর কোনো রেগুলেটরি ডিউটি নেই। আগামী বাজেটে এ সুযোগ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব রেখেছে এ অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি ইউটিপি/কোঅ্যাক্সিয়েল ক্যাবল, কানেক্টর, টেলিফোন সেট, ভিডিও ফোন, যন্ত্রাংশ, মিডিয়া কনভার্টার চেসিস, মিডিয়া কনভার্টার, মিডিয়া কনভার্টার কার্ড, প্রটোকল কনভার্টার ইত্যাদির ওপর বর্তমানে ৫ শতাংশ হারে যে রেগুলেটরি ডিউটি আদায় করা হচ্ছে আগামী বাজেটে এ হার ▸

শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে বলে মনে করে আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন।

উলি-খিত ৯ ধরনের পণ্যে বর্তমানে কোনো সাপি-মেন্টারি ডিউটি দিতে হয় না, এ সুযোগ আগামী বাজেটে অব্যাহত রাখার প্রস্তাব রেখেছে এ অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশন লক্ষ করেছে উলি-খিত ৯ ধরনের মধ্যে ৫ ধরনের পণ্যে ১৫ শতাংশ হারে এখন ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হচ্ছে। এসব পণ্যের মধ্যে আছে : ইউটিপি/কোঅ্যাক্সিয়েল ক্যাবল, কানেক্টরস, ইউপিএস/আইপিএস, টেলিফোন সেট, ভিডিও ফোন, যন্ত্রাংশ, মিডিয়া কনভার্টার চেসিস, মিডিয়া কনভার্টার, মিডিয়া কনভার্টার কার্ড, প্রটোকল কনভার্টার ও হিট শ্রিঙ্ক টিউব। এসব পণ্যের ওপর আরোপিত বর্তমান ১৫ শতাংশ হারের ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার চায় এ অ্যাসোসিয়েশন।

উলি-খিত ৯ ধরনের পণ্যের ৬টিতে অ্যাডভান্সড ইনকাম ট্যাক্স বর্তমানে আদায় করা হয় ৩ শতাংশ হারে। আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন সে হারও শূন্যে নামিয়ে আনার দাবি তুলেছে। এসব পণ্যের মধ্যে আছে : ইউটিপি/কোঅ্যাক্সিয়েল ক্যাবল, কানেক্টর, ইউপিএস/আইপিএস, টেলিফোন সেট, ভিডিও ফোন, যন্ত্রাংশ, মিডিয়া কনভার্টার চেসিস, মিডিয়া কনভার্টার, মিডিয়া কনভার্টার কার্ড, প্রটোকল কনভার্টার, হিট শ্রিঙ্ক টিউব, কমপিউটার/সার্ভার ইত্যাদি।

তবে অ্যাসোসিয়েশন এসব প্রতিটি পণ্যের ওপর বর্তমানে কার্যকর ২ দশমিক ২৫ শতাংশ হারের অ্যাডভান্সড ট্রেড ট্যাক্স তথা এটিভি অব্যাহত রাখার কথা বলেছে। পাশাপাশি এসব পণ্যের ওপর বর্তমান ১ শতাংশ হারের পিএসআই তথা প্রিশিপমেন্ট ইনস্পেকশন কর একইভাবে অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করেছে এ অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশন মনে করে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বার্থে বাজেটে এসব প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা দরকার।

জাতীয় আইসিটি নীতিমালা

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির উন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করে পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৯ সালের ১০ মে জাতীয় আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। পরবর্তী সময়ে বিএনপি সরকারের আমলে ২০০২ সালে প্রণীত হয় জাতীয় আইসিটি নীতিমালা। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২০০৯ সালের ১৭ জুলাই গঠন করে জাতীয় আইসিটি নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি। এ কমিটিই প্রণয়ন করে 'জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯'।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯-এর রূপকল্প (vision) ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে : 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

এই নীতিমালা রাষ্ট্রের সব পরিকল্পনাবিদ ও নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশিকা। পাশাপাশি এটি ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনিয়োগ, এনজিও এবং সুশীল সমাজের জন্য সামাজিক উদ্যোগ ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জনসেবা যোগানোর জন্য একটি সার্বিক নির্দেশনা।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ আইসিটি'র শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে। আমরা এখনো তা পারিনি। সময়ের সাথে আইসিটির গুরুত্ব বেড়েছে। এখন পৃথিবীতে আইসিটি ছাড়া ভবিষ্যৎ কল্পনা অসম্ভব। অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির তুলনায় আইসিটি'র ক্ষেত্রে সম্পদের প্রয়োজন অনেক কম এবং মানব সমাজের ভবিষ্যৎ নিবিড়ভাবে আইসিটি'র সাথে সম্পর্কিত। তাই দেশের কর্মসূচিতে ও জাতীয় বাজেটে এ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন করে বর্তমান পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে হবে। একটি অগ্রসর দেশ তথা বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে আইসিটির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯-এর সারকথা এটিই। এ নীতিমালায় একটিমাত্র রূপকল্প, ১০টি লক্ষ্য, ৫৬টি কৌশলগত বিষয়বস্তু এবং ৩০৬টি করণীয় বিষয়কে পিরামিড আকারে ক্রমবিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

উলি-খিত রূপকল্পের সারকথা হচ্ছে : আইসিটির সম্প্রসারণ এবং বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা; দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা; ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ত্রিশ বছরের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীত করার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে একটি যথার্থ দূরদর্শী বাজেট প্রণয়নের তাগিদটা এসে যায় বৈকি। সেই সাথে উপরে উলি-খিত বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণেও একই তাগিদ সামনে এসে দাঁড়ায়। সে উপলব্ধিকে সামনে রেখে আসন্ন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সচেতন বিবেচনার জন্য কিছু সুপারিশ রাখা হলো। পাশের বক্সে দেখুন।

ফিডব্যাক : jagat@comjagat.com

সুপারিশমালা

০১. জাতীয় আইসিটি নীতিমালায় অর্থমন্ত্রীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন বাজেটের ৫ শতাংশ বরাদ্দের যে ম্যান্ডেট রয়েছে, অর্থমন্ত্রীকে তা বাস্তবায়ন করতে হবে আগামী জাতীয় বাজেটে।

০২. তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে।

০৩. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট বাজেটীয় উদ্যোগ থাকা চাই।

০৪. দেশে টেলিডেনসিটি বাড়ানোর ব্যবস্থা বাজেটে থাকা চাই।

০৫. সিমকার্ডের কর কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে।

০৬. দেশের টেলিফোন অপারেটর কোম্পানিগুলোর দেয়া বাজেট প্রস্তাব বিবেচনায় আনতে হবে।

০৭. আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন, বেসিস ও বিসিএসের দেয়া বাজেট প্রস্তাব সুবিবেচনার দাবি রাখে।

০৮. বন্দর ও অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

০৯. টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সহজলভ্য করার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বাজেটে থাকা চাই।

১০. সর্বব্যাপী দুর্নীতির অবসান ঘটাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আরো পরিব্যপ্ত করতে হবে।

১১. কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

১২. মহাখালী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গড়ে তোলার পদক্ষেপ বাজেটে থাকা প্রয়োজন।

১৩. সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশের পথ খুলতে হবে।

১৪. তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।

১৫. দেশে ইলেকট্রনিক, ইলেকট্রিক্যাল ও কমপিউটারের যন্ত্রাংশ উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

১৬. তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে বাংলাভাষার প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

১৭. প্রশাসনিক কাজে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে বছরব্যাপী সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৮. তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য ও সেবা রফতানির ক্ষেত্রে বাধাগুলো দূর করতে হবে।

১৯. দেশী সফটওয়্যার ব্যবহারে প্রণোদনা/উৎসাহ দিতে হবে।

২০. গতিশীল ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২১. তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারে বিদ্যমান বাধাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করতে হবে।

বিজয়-ইউনিবিজয় নিয়ে সাম্প্রতিক প্রাযুক্তিক বিতর্ক

অনিমেষ চন্দ্র বাইন

বিজয়-অভ্র সফটওয়্যার, বিজয়-ইউনিবিজয় কীবোর্ড নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছুই নয়, অন্তত যারা এ খাতে কাজ করছেন তাদের সবারই এ বিতর্কটি জানা। তবে বিগত এক মাস ধরে বিজয় ও ইউনিবিজয় কীবোর্ড নিয়ে দেশে প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকাগুলো, অনলাইনের বিভিন্ন মিডিয়া, যেমন– কমিউনিটি ব্লগ, সোস্যাল নেটওয়ার্ক ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় জায়গায় বাংলা কীবোর্ড লেআউট, কপিরাইট, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত বাংলা কমপিউটিংয়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, যুক্তি-তর্ক এবং প্রত্যেক পক্ষ তাদের সমর্থনে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে অন্য পক্ষকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে।

দুটি সফটওয়্যারেরই গঠন পদ্ধতিতে রয়েছে কিছু পার্থক্য। একটি আসকি, অন্যটি ইউনিকোডভিত্তিক মুক্ত সফটওয়্যার। আসকিভিত্তিক হওয়ায় বিজয় ইন্টারনেটে বাংলা কমপিউটিংয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। আর বিজয়ের সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে ইন্টারনেট বাংলার সলিউশন নিয়ে আসে মুক্ত সফটওয়্যার অভ্র। তবে একথা অনস্বীকার্য, পাবলিশিংয়ের ক্ষেত্রে এখনো বিজয়ের কোনো বিকল্প নেই। অভ্রও একইভাবে তরুণ প্রজন্মের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে ইন্টারনেটে বাংলার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায়। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে বাংলায় কমিউনিটি ব্লগগুলো ও ফনেটিক কীবোর্ড।

তবে কমপিউটারে বাংলা টাইপিং নিয়ে সমস্যার তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষয়টি ডেস্কটপ পাবলিশিং নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার অধিকারী। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বিজয় সফটওয়্যার তৈরি হওয়ার ফলে এ বিষয়টি অত্যন্ত সহজ হয়েছে আর এখন পর্যন্ত প্রকাশনার সব কাজকর্ম বিজয়েই সম্পন্ন হয়। আশির দশকের শেষদিকে তৈরি হওয়া সলিউশন বাংলা কমপিউটিংয়ের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বলা যায়। একই সাথে ইন্টারনেটে বাংলার পদচারণার জন্য অভ্রের অবদান অনস্বীকার্য।

সে যা-ই হোক, সম্প্রতি ইউনিবিজয় নিয়ে একটি দ্বন্দ্ব চলছে আনন্দ কমপিউটার্সের প্রধান নির্বাহী মোস্তাফা জব্বার ও অভ্র সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অমিক্রনল্যাবের প্রধান নির্বাহী মেহদী হাসান খানের মধ্যে। পত্রপত্রিকায় বিতর্কের ঝড় তোলার পর বিতর্কটিতে এরই মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ইউনিকোডে বাংলা লেখার ফ্রি সফটওয়্যার অভ্রের বিরুদ্ধে পাইরেসির লিখিত অভিযোগ তুলে মোস্তাফা জব্বার কপিরাইট অফিসে চিঠি দিয়েছেন। কপিরাইট অফিস এ ব্যাপারে কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়েছে মেহদী হাসানকে। এ নোটিসের জবাবের অপেক্ষায় কপিরাইট অফিস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দুজন কী বলছেন তাদের স্বপক্ষে। তা জানাতেই এ প্রতিবেদন।

মেহদী হাসান খানের বক্তব্য

ইউনিবিজয় ও বিজয় কীবোর্ড নিয়ে চলমান বিতর্কের বিষয়টি সম্পর্কে মুক্ত সফটওয়্যার অভ্রের নির্মাতা মেহদী হাসান খানের মন্তব্য জানার জন্য আমরা তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি ঢাকার বাইরে থাকায় তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। ফলে বিষয়টি বিস্তারিত উলে-খ করে মেহদী হাসান খানের অভিমত চেয়ে তার কাছে একটি ই-মেইল পাঠানো হয়। জবাবে তার লেখা একটি প্রবন্ধের কপি আমাদের কাছে তিনি পাঠান। তার আলোকে আলোচ্য বিতর্কের প্রশ্নে তার বক্তব্য এখানে উপস্থাপিত হলো।

গত ৪ এপ্রিল, ২০১০-এ 'সাইবার যুদ্ধের যুগে প্রথম পা : একুশ শতক' শিরোনামে মোস্তাফা জব্বার দৈনিক জনকণ্ঠে একটি লেখা ছাপেন, যার মূল বক্তব্য সাম্প্রতিক অনেক সরকারি ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের ঘটনা নিয়ে। কিন্তু সুকৌশলে তিনি এ লেখায় ইউনিবিজয় কীবোর্ড তৈরির ক্ষেত্রে কপিরাইট লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন বিনামূল্যে বাংলা লেখার সফটওয়্যার অভ্র কীবোর্ড, জাতিসংঘের ইউএনডিপি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। এর আগেও তিনি জনকণ্ঠে অভ্রকে সরাসরি 'চুরি করা সফটওয়্যার' বলে অভিহিত করেন। আমরা প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছিলাম, জনকণ্ঠ সেটা ছাপায়নি। বাংলা কমপিউটিং নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য এটা স্বাভাবিক একটা অভিজ্ঞতা। উকিল নোটিস, নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে হয়রানির হুমকি– এসব উপেক্ষা করেই তারা কাজ করেন। আমরাও তাই করে আসছিলাম, তিনি একেকটা মিথ্যাচার প্রচার করেন, আমরা জবাব দিই আমাদের কাজ দিয়ে। জেন নিয়ে পড়ে থাকি বাংলা লেখালেখিকে কিভাবে আরো সহজ করা যায়, আরো ব্যবহারবান্ধব করে তোলা যায় এবং সর্বোপরি সেটা কিভাবে বিনামূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়– এসব নিয়ে। আমরা বিরক্ত হই, নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে দুঃখিত হই, আবার একইসাথে মোস্তাফা জব্বারের প্রতিক্রিয়া দেখে টের পাই, ঠিক পথেই এগুচ্ছি।

কিন্তু এবার একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। আমি দেখলাম, শত শত মানুষ কিভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদে। ব-গ থেকে ব-গে, ফেসবুকে, মেইলে কিভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই প্রতিবাদ। বাংলা কমিউনিটি ব-গগুলো তাদের ব্যানার পরিবর্তন করে অভ্রর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে, ব-গাররা যুক্তি দিয়ে মানুষের বিভ্রান্তি কাটাতে লিখে যাচ্ছেন একের পর এক ব-গ। ফেসবুকে নতুন গ্রুপ খোলা হচ্ছে। বাংলা ফোরামগুলো নতুন নতুন থ্রেড খুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মানুষ এমনকি ব্যক্তিগতভাবে মেইল করে মোস্তাফা জব্বারকে বুঝাতে চেষ্টা করছেন।

বসে বসে সবার লেখা পড়া আর প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা ছাড়া করার কিছুই ছিল না। সে উত্তর খুঁজে পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, সবাই লড়ছেন একটা স্বপ্নের জন্য, যে স্বপ্নে নিজের ভাষায় লিখতে কারো কাছে হাত পাততে হবে না। যে স্বপ্নে বাংলায় লিখলে কেউ খড়্গ হাতে তেড়ে এসে জানতে চাইবে না, লেখার আগে আপনি টাকা দিয়ে লেখার অধিকার কিনেছেন কি না। মুক্ত সফটওয়্যারের ধারণাটি নতুন নয়, কিন্তু বাংলাভাষার জন্য স্বপ্নটি সবাইকে প্রথমবার দেখিয়েছিল এই অভ্র। 'ভাষা হোক উন্মুক্ত' কথাটা শুধু অভ্রের স্লে-গান নয়, এটা একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার আশ্বাস। মোস্তাফা জব্বার যখন জেনেশুনে সেই অধিকারটা কেড়ে নিতে চান, মানুষ কেনো চুপ করে থাকবেন? স্বাধীনতার ডাক বড় খারাপ বিষয়, দাবানলের মতো তা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না।

মোস্তাফা জব্বার তার লেখায় ঢালাওভাবে পুরো অভ্র কীবোর্ডকেই 'পাইরেটেড' হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। অভিযোগটা গুরুতর, একটা জাতীয় দৈনিকে অভিযোগটা কেউ করলে আমরা অবশ্যই ধরে নেব, তিনি যা লিখছেন বুঝেশুনে লিখছেন। মজার ব্যাপার হলো, মানুষ প্রশ্ন তোলে, অভ্র কিভাবে পাইরেটেড? প্রশ্নটা করে তাকে চেপে ধরার পর তিনি বললেন– অভ্র নিয়ে তার আপত্তি নেই, অভ্রতে ইউনিবিজয় নামে যে কীবোর্ড লেআউট আছে ওটা তার বিজয় লেআউট থেকে চুরি করা। আসুন দেখি কী করলে একটা কপিরাইটেড/প্যাটেন্টেড লেআউট অথবা এর প্রয়োগ চুরির অভিযোগ আমরা দিতে পারি।

০১. অবিকল লেআউট স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে : ২০০৩ সালে অভ্র ডেভেলপের পরিকল্পনা করার সময় আমি ফোনে মোস্তাফা জব্বারের কাছে বিজয় লেআউট ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলাম। তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল, সফটওয়্যারটি যেকেউ বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবে। বিজয় তখনও ইউনিকোডে সমর্থন করত না, ইউনিকোড সমর্থন দেয়ার কোনো পরিকল্পনাও তার ছিল না। এই সফটওয়্যারটি ইউনিকোড সমর্থিত হবে, সুতরাং তিনি বিজয় ফন্টের অপব্যবহারের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন, শুধু লেআউট একই। ▸

এ ছাড়া সফটওয়্যার দুটোতে কোনো মিল থাকবে না।

তিনিও তার জবাব জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাকে টাকা না দিলে তিনি অনুমতি দেবেন না। বেশ ভালো কথা, আমিও বিজয় কীবোর্ড অভ্রের সাথে দিইনি।

ইউনিবিজয় আর বিজয় কোনোদিনই এক কীবোর্ড লেআউট ছিল না, এখনো নেই। যেখানে একটা কী-এর মাধ্যমে পার্থক্য একটা আলাদা লেআউটের জন্ম দেয়, ইউনিবিজয়ের সাথে বিজয়ের সেখানে অন্তত ৮টি কী-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

০২. ফিজিক্যাল লেআউট অনুমতি ছাড়া বিতরণ করলে : এ ধরনের বিতরণের প্রশ্নই আসে না। অভ্র কীবোর্ড একটা সফটওয়্যার মাত্র, এর সাথে বিজয় লেআউট ছাপানো কোনো কীবোর্ড আমরা বিতরণ করি না।

০৩. কীবোর্ড ইন্টারফেস প্রোগ্রামের কোড অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে : আবারো বলি, এই যুক্তিও খাটে না। বিজয় ক্লোজড সোর্স, যার সোর্স থেকে অভ্র ডেভেলপ করা সম্ভব নয়।

০৪. ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন করলে : বিজয় শব্দটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। সেটি যাতে লঙ্ঘন করা না হয় এবং ইউনিবিজয় যে স্পষ্টভাবে আলাদা একটা লেআউট সেটা বোঝাতেই এর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা কোনোদিনই অভ্রের সাথে বিজয় নামে কোনো লেআউট ব্যবহার করিনি। উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, 'শ-ইড শো' শব্দটা মাইক্রোসফটের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক অন্য একটা প্রতিষ্ঠান যখন DVD SlideShow Builder (http://www.photo-to-dvd.com/dvd-slideshow-builder.html নামে একটা সফটওয়্যার বানায়, তখন মাইক্রোসফটের লেজে কামড় বসানো হয় না। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, ইউনিবিজয় বা ইউনিজয় লেআউটগুলো বের হয়েছে ২০০৩ সাল বা তারও আগে। ১৯৮৭ সালে ডিজাইন করা হলেও আপনি বিজয়ের প্যাটেন্ট পেয়েছেন ২০০৮/২০০৯ সালে। সেক্ষেত্রে প্যাটেন্টের আগে থেকেই থাকা এই লেআউটগুলো কিভাবে প্যাটেন্টবিরোধী হয়ে গেল আমাদের বোঝাবেন?

অভ্র একটি মুক্ত সফটওয়্যার। মুক্ত সফটওয়্যার এবং মুক্ত সোর্স সফটওয়্যার নিয়ে সাধারণের এই বিভ্রান্তির অবসান হওয়া প্রয়োজন। অভ্রের লিনআক্স সংস্করণের সোর্সকোড ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই গুগলকোডে তুলে দেয়া হয়েছে লাইসেন্স GNU-GP L v2-এর আওতায়। উইন্ডোজ সংস্করণের কোড এখনও উন্মুক্ত করা হয়নি।

কোনো কীবোর্ড লেআউটই আমরা বাণিজ্যিকভিত্তিতে ব্যবহারের চেষ্টা করিনি, তাই প্যাটেন্ট নিয়েও উৎসাহী ছিলাম না। এখনো উৎসাহী নই। অমিক্রনল্যাব কোনোদিন বাণিজ্যিকভিত্তিতে সফটওয়্যার বিতরণ করেনি, করবেও না।

শুধু একটি কী'র মধ্যে পার্থক্য হলেই নতুন লেআউটের জন্ম দেয়।

১৮৭৩-এর নভেম্বরে ক্লাফ-ম্যাকেভ্রির প্যাটেন্ট করা লেআউট

```
 2 3 4 5 6 7 8 9 - ,
? Q W E R T U I O P Y :
? ? A S D F G H J K L M
? & Z C X V B N ? ; . '
```

১৮৭৪-এর এপ্রিলে শোলজের প্যাটেন্ট করা লেআউট

```
 2 3 4 5 6 7 8 9 - ,
? Q W E R T Y U I O P :
? ? A S D F G H J K L M
? & Z C X V B N ? ; ৯
```

১৮৭৮-এর জানুয়ারিতে শোলজের আরেকটি কীবোর্ড

```
 2 3 4 5 6 7 8 9 -
? q w e r t y u i o p
? a s d f g h j k l m
? z c x v b n , ; !
```

১৮৮২-সালে যখন রেমিংটনের কর্ণধার হয়ে দাঁড়ান ওয়াইকফ, সীম্যানস আর বেনেডিক্ট, তখন শোলজের প্যাটেন্টের ঝামেলা এড়ানোর জন্য তারা ব্যবহার করেন নিচের লেআউট

```
? 2 3 4 5 6 7 8 9 -
? q w e r t y u i o p
? a s d f g h j k l ;
? z x c v b n m , !
```

ওয়াইকফদের লেআউটে শোলজের লেআউটের সাথে পার্থক্য শুধু m x c ; এর অবস্থানে। এর মূল কারণ লেআউট প্যাটেন্টের ঝামেলা এড়ানো।

মোস্তাফা জব্বার যা বলেন

বিষয়টি নিয়ে এ প্রতিবেদকের কথা হয় বাংলা সফটওয়্যার ও কীবোর্ড 'বিজয়'-এর নির্মাতা মোস্তাফা জব্বারের সাথে। তিনি আলোচ্য বিতর্ক নিয়ে আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। আমাদের দেয়া প্রশ্নের মোস্তাফা জব্বারের দেয়া জবাবগুলো উপস্থাপিত হলো :

০১. ইউনিবিজয় ও বিজয় কীবোর্ড নিয়ে বর্তমান বিতর্কে আপনার মতামত কী?

ইউনিবিজয় ও বিজয় নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বিতর্ক হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে, যা মীমাংসিত নয়। কিন্তু বিজয়ের বিষয়টি মীমাংসিত। এখন যা হচ্ছে তা এক ধরনের অযৌক্তিক চর্চা। আমি বলেছি, অভ্র নামের একটি সফটওয়্যারে বিজয় কীবোর্ড লেআউটকে ইউনিবিজয় নামে আমার অনুমতি ছাড়া বেআইনীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভ্র অমিক্রন ল্যাব নামের একটি ওয়েবসাইটে বিজয়ের একাধিক হুবহু লেআউটও বিতরণ করা হচ্ছে। আইন বলে, কারো মেধাস্বত্ব তার অনুমতি ছাড়া কোথাও ব্যবহার করা যায় না। বিজয় কীবোর্ড লেআউটের কপিরাইট ও প্যাটেন্ট রয়েছে। বিজয় শব্দটির ট্রেডমার্ক রয়েছে। ফলে যিনি বা যারা বিজয় কীবোর্ড সম্পূর্ণ বা আংশিক অন্তর্ভুক্ত করে কোনো সফটওয়্যার তৈরি করছেন বা যারা বিজয়ের উদ্ভাবককে নকল করছেন কিংবা যারা বিজয়ের ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন করছেন, তারাই পাইরেসির দায়ে অভিযুক্ত। অভ্র বিজয় কীবোর্ডকে অতি নগণ্য হেরফের করে ইউনিবিজয় নামে তাতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের ওয়েবসাইট থেকেও বিজয়ের অবিকল নকল বিতরণ করা হচ্ছে। অভ্র ও অমিক্রনল্যাব ওয়েবসাইট বিজয়ের প্যাটেন্ট অধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং এমনকি ট্রেডমার্কও লঙ্ঘন করেছে। আমি বিজয়ের কপিরাইট লঙ্ঘনকে পাইরেসি বলছি। এজন্য দেশের প্রচলিত কপিরাইট আইন ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত), প্যাটেন্ট আইন ১৯১১ এবং ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ দেখা যেতে পারে। এতে বিতর্কের কিছু নেই। কোনো বিষয়ে মেধাস্বত্ব দাবি করলেই সেটি বিতর্ক হবে কেনো? অভ্র ও আরো অনেক সফটওয়্যারের এ ধরনের লঙ্ঘনকে আমি এর আগেও পাইরেসি বলেছি। ভবিষ্যতেও বলবো।

০২. অভ্র নির্মাতা সাধারণত বলে থাকেন, ইউনিবিজয় কখনো বিজয় কীবোর্ডের অনুরূপ ছিল না, এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

জন্ম থেকেই ইউনিবিজয় বিজয়কে শতকরা ৯৯ ভাগ নকল বলে প্রচার করছে। তারা শুধু কপিরাইট লঙ্ঘন না হবার জন্য কিছু অদলবদল করেছে। এতে কপিরাইট লঙ্ঘন থেকে তারা বাঁচতে পারেনি। আমি এই বিষয়ে আইনগত বিষয়টি এখানে উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত পাঠ করুন অমিক্রন ল্যাব নামের ওয়েবসাইটে ইউনিবিজয় নামের কীবোর্ড লেআউট যে বিতরণ করা হয় সেখানে কী লেখা আছে। তাতে লেখা, Keyboard layouts those are added with the current release are - UniBijoy (99% match with popular Bijoy keyboard layout). ৩ মে ২০১০ অমিক্রন ল্যাবের ওয়েবসাইট থেকে এই লাইনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এরপর কি এই প্রশ্ন থাকে, ইউনিবিজয় বিজয়ের নকল কি না?

অভ্রের নির্মাতা মেহদী হাসান খান লিখেছেন, অভ্র সফটওয়্যারে ইউনিবিজয় লেআউট নামে যে লেআউট যুক্ত করা হয়েছে তাতে নাকি ৮টি পার্থক্য আছে। কেউ যদি ইউনিবিজয় লেআউট দেখেন তবে দেখতে পাবেন যে, তাতে পেটকাটা ব (অন্তঃস্থ ব) ও র (অন্তঃস্থ ব), বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু, খণ্ড ত এমন সব প্রায় অব্যবহৃত বাংলা বর্ণকে বিজয় লেআউটের সাথে ভিন্ন করা হয়েছে। বাংলা মূল বর্ণগুলো যার ব্যবহার শতকরা ৯৯ ভাগ, তার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। এটি এজন্য যে, এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হলে বিজয় কীবোর্ডে অভ্যস্ত ব্যবহারকারীরা এটি ব্যবহার করতে পারবে না।

০৩. বিজয় কর্তৃপক্ষ আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিতর্কিত বিষয়টির সমাধানের পদক্ষেপ নেবে কি না?

আমার পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই কপিরাইট রেজিস্ট্রারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। কপিরাইট রেজিস্ট্রার মেহদী হাসান খানকে আমার অভিযোগের জবাব দেবার জন্য নোটিস দিয়েছে। ৯ মে সেই জবাব দেবার শেষ দিন ছিল। কপিরাইট রেজিস্ট্রারের মতামতের পরে আমি সিদ্ধান্ত নেবো এই বিষয়ে কপিরাইট ►

আইনে কী করা হবে। এছাড়া প্যাটেন্ট ও ট্রেডমার্ক আইনেও আমি ব্যবস্থা নিতে পারি।

০৪. বিজয় ও ইউনিবিজয় দুটি সফটওয়্যারের টাইপিং স্টাইল সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত দিন?

টাইপিং স্টাইল বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেটি আমি বুঝি না। বিজয়ের বাংলা লেখার একটি প্রক্রিয়াকে প্যাটেন্ট করা হয়েছে। ইউনিবিজয় সেই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াটিকেই নকল করেছে। অভ্র কেন, অন্য কোনো কীবোর্ডে কি করেছে সেটি আমার দেখার বিষয় নয়।

০৫. বিজয়ের লিনআক্স ভার্সন ছাড়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না এবং এর ইউনিকোড ভার্সনটি বিজয় বায়ান্নোর মতো কম দামে ছাড়ার পরিকল্পনা আছে কি না?

বিজয়ের লিনআক্স সংস্করণ ছাড়া হতে পারে। তবে আমরা যেহেতু বাণিজ্যিক সফটওয়্যার তৈরি করি, সেহেতু বাজারটিই আমাদের কাছে অনেক বড়। এখনও লিনআক্সের ব্যবহারকারীর সংখ্যা আমাদের বাংলা সফটওয়্যারের বাজারকে প্রভাবিত করার পর্যায়ে পৌঁছেনি। তবে আমরা কোনো অপারেটিং সিস্টেমকেই বিজয়ের আওতার বাইরে রাখতে চাই না। আমাদের একটি দল লিনআক্স নিয়ে কাজ করছে।

বিজয়ের সব সংস্করণই ইউনিকোড সাপোর্ট করে। ২০০৪ সাল থেকে বিজয় ইউনিকোড সমর্থন করে। বিজয় বায়ান্নোও ইউনিকোড সাপোর্ট করে। ফলে নতুন কোনো সংস্করণ ছাড়ার প্রয়োজন হবে না।

০৭. বিজয় ১৯৮৭ সালে ডিজাইন করা হলেও বিজয়ের প্যাটেন্ট হয়েছে ২০০৮-২০০৯ সালে। সে ক্ষেত্রে প্যাটেন্ট হওয়ার আগে থেকেই থাকা এই লেআউটগুলো কিভাবে প্যাটেন্টবিরোধী হয়?

বিজয়ের প্যাটেন্ট হবার আগে বা পরে বিজয় ছাড়া অন্য কোনো লেআউট জন্ম নিয়ে থাকলে সেই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। বিষয়টি শুধু প্যাটেন্টসংশ্লিষ্টও নয়–এর সাথে কপিরাইট বিষয়টি জড়িত। বিজয় প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। কোনো মেধাস্বত্বের প্রকাশকালই কপিরাইটের সূচনাকাল বলে গণ্য করা হয়। ফলে বিজয়ের কপিরাইট চ্যালেঞ্জ করতে হলে ১৯৮৮ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগে প্রকাশিত ও নিবন্ধিত কোনো মেধাস্বত্বের কথা বলতে হবে। মনে রাখুন, নিবন্ধনটি বাড়তি সুবিধা মাত্র। ফলে বিজয়ের কপিরাইট ১৯৮৮ সাল থেকে। এর কপিরাইট নিবন্ধন হয়েছে ১৯৮৯ সালে। ফলে কেউ ওই সময়ের পরে কোনো পণ্য তৈরি করলে বিজয় আগে প্রকাশিত হবার অগ্রাধিকার পাবে। তাছাড়া বিজয়ের কপিরাইট, প্যাটেন্ট বা ট্রেডমার্ক যথাসময়ে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি বা আপত্তি উত্থাপন করেনি। এখন বিষয়টি চূড়ান্ত। ফলে এখানে বিজয়কে চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নেই।

আইন কী বলে?

অভ্র কীবোর্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা মূল বর্ণ ৫০টির মাঝে শুধু ৎ, ঃ ও চন্দ্রবিন্দুর স্থান বদল করা হয়েছে। দেখার বিষয় হচ্ছে, আইনে কি একে গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন বলে মনে করা হয়। আইন বলে কপিরাইটের হুবহু বা অংশবিশেষ পুনরুৎপাদন বা ব্যবহার করলে তা কপিরাইটের লঙ্ঘন হবে।

ক, কপিরাইট : কপিরাইট আইন ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) অনুসারে, ধারা ২(৮)(ঙ)তে কপিরাইট লঙ্ঘনকারী অনুলিপির এই সংজ্ঞায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কোনো কমপিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সেই প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পুনরায় উৎপাদন করলে বা ব্যবহার করলে সেটি কপিরাইট লঙ্ঘনকারী অনুলিপি হবে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, বিজয় কীবোর্ড কমপিউটার প্রোগ্রাম কি না। এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, বিজয়ের কপিরাইট। বিজয়ের প্রায় সব সংস্করণের কপিরাইট আছে এবং তার অনেকেই অভ্র জন্ম নেবার আগের। ফলে বিজয় সফটওয়্যারের অংশ হিসেবে বিজয় কীবোর্ড একটি কমপিউটার প্রোগ্রাম। এক্ষেত্রে অভ্র বিজয়ের অংশবিশেষ পুনরুৎপাদন করছে এবং নির্বাচন কমিশনসহ যারা অভ্র ব্যবহার করছে, তারা কপিরাইট লঙ্ঘন করছে। আইনে কমপিউটার প্রোগ্রামের সংজ্ঞাও দেয়া আছে। এতে বলা আছে, কমপিউটার প্রোগ্রাম অর্থ পাঠযোগ্য মাধ্যমে যন্ত্রসহ, শব্দ, সঙ্কেত, পরিলেখ অথবা অন্য কোনো আকারে প্রকাশিত নির্দেশাবলী, যা দিয়ে কমপিউটারকে কোনো বিশেষ কাজ করানো বা বাস্তবে ফলদায়ক করানো যায়।

খুব সঙ্গত কারণেই আইনানুগভাবে বিজয় কীবোর্ডকে ইউনিবিজয় নামে অভ্র সফটওয়্যারে ব্যবহার করা আইনসঙ্গত নয়।

যেহেতু বিজয়ের কীবোর্ড ও সফটওয়্যার নিবন্ধিত, সেহেতু এটি আদালতের সাক্ষ্য হিসেবেও গণ্য হবে। আইনের ধারায় এভাবে তা বলা আছে। 'ধারা ৬০(২) কোন কর্মের কপিরাইটের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট উক্ত কর্মের কপিরাইট থাকার বিষয়ে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং সার্টিফিকেটে যে ব্যক্তিকে কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী হিসাবে দেখানো হইয়াছে তিনি ঐরূপ কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী।'

অন্যদিকে অভ্র ছাড়া আর যেসব সফটওয়্যার যেমন লেখনী, প্রশিকা, প্রবর্তন, ফাল্গুন ইত্যাদি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই বিজয় কীবোর্ড সরাসরি ব্যবহার করেছে।

আইনে কমপিউটার প্রোগ্রামের কপিরাইট লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান এভাবে দেয়া আছে, 'ধারা ৮৪, যদি কোন ব্যক্তি (ক) কোন কমপিউটার প্রোগ্রাম-এর লংঘিত কপি অনুলিপি করিয়া যে কোন মাধ্যমে প্রকাশ, বিক্রয় বা একাধিক কপি বিতরণ করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ডে এবং অনূর্ধ্ব চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। (খ) কমপিউটারে কোন লংঘিত কপি ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।' প্রথমোক্ত দফায় যদি অভ্রকে অভিযুক্ত করা যায় তবে দ্বিতীয় দফায় অভিযুক্ত করা যায় ইলেকশন কমিশনকে। আরো একটি দফা আছে, যাতে ইউএনডিপিকে অভিযুক্ত করা যায়।

খ, প্যাটেন্ট : বিজয়ের বাংলা লিখন পদ্ধতির প্যাটেন্ট রয়েছে। এই প্যাটেন্ট অনুসারে বিজয় দিয়ে যেভাবে বাংলা লেখা হয়, সেটি নতুন আবিষ্কার হিসেবে গণ্য হয়েছে। ১৯১১ সালের প্যাটেন্ট ও ডিজাইন আইন মতে বিজয়ে ব্যবহৃত বাংলা লেখনপদ্ধতি অভ্র ব্যবহার করতে পারে না। যেহেতু অভ্রতে ব্যবহৃত ইউনিবিজয় কীবোর্ড লেআউটটে সেই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে সেহেতু এটি প্যাটেন্ট আইনেরও লঙ্ঘন। বাজারে আগে উল্লিখিত যেসব বাংলা সফটওয়্যার রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও প্যাটেন্ট আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগ করা সম্ভব। কারণ, এরা শুধু যে লেআউটে নকল করেছে তা নয়, এরা বিজয়ের বাংলা লেখার পদ্ধতিও নকল করেছে।

এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার, আইনে প্যাটেন্ট বলবৎ হওয়ার বিষয়েও বিধান আছে।

এ আইন মতে যেদিন বিজয়ের প্যাটেন্ট অধিকার চাওয়া হয়েছে সেদিন থেকেই প্যাটেন্ট অধিকার রয়েছে। ফলে ২০০৭-০৮ সালের কথা বলে পার পাবার কোনো উপায় নেই।

গ, ট্রেডমার্ক : বিজয় একটি ট্রেডমার্ক করা শব্দ। এই সম্পর্কে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার বক্তব্য হচ্ছে : Trademark owners have right to prevent others from using the same or confusingly similar mark but cannot prevent others from making or selling the same good (obviously not yet patented) under a non confusing mark.

এখানে ইউনিবিজয় একটি বিভ্রান্তিকর শব্দ, যা দিয়ে বিজয়ের কপিরাইট ও প্যাটেন্ট লঙ্ঘন করার পাশাপাশি ট্রেডমার্কও লঙ্ঘন করা হয়েছে। অন্য সফটওয়্যার নির্মাতারা তো বিভ্রান্তিকর নয়, সরাসরি ট্রেডমার্ক আইন লঙ্ঘন করেছে।

কপিরাইট অফিসের বক্তব্য

বিজয় ও ইউনিবিজয় কীবোর্ড নিয়ে চলমান বিতর্কের বিষয়ে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট মোঃ মজলুরুর রহমান কমপিউটার পণ্যের বিষয়টি কপিরাইট আইনের কোন ধারায় কি কি বিষয় উল্লি-খিত আছে তার উলে-খ করে বলেন, বাংলাদেশে প্রচলিত কপিরাইট আইনেই বিজয় ও ইউনিবিজয় নিয়ে চলমান বিতর্কের সমাধান হবে বলে আমি মনে করি।

বিজয় ও ইউনিবিজয় দু'টি কীবোর্ডে শুধু ৮টি কী-র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এতে কপিরাইটের কতটা লঙ্ঘিত বা মেনে চলা হয়েছে, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কতটুকু মেনে চলা হয়েছে বা হয়নি সেদিকে যাব না। তবে কপিরাইট আইনে যে কথাটি উলে-খ আছে, 'কমপিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো কমপিউটার প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের পুনরুৎপাদন বা ব্যবহার করাই হচ্ছে পাইরেসি'।

(বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

করা।' (ই) 'ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট ও সনদ-এর নবায়ন, হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ'-এর ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনে শুধু 'বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য' শব্দগুলো যুক্ত করা হয়েছে। তবে ব্রিকোয়েলি বরাদ্দ করার বিষয়ের কোনো ক্ষেত্রেই 'সরকার' শব্দটি যুক্ত করা হয়নি। পাশাপাশি ২০০১ সালের আইনের ধারা ৩১-এর (২) উপধারা (১)-এ (ঙ)-তে উলে-খ ছিল– 'টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যাপারে ট্যারিফ, কলচার্জ এবং অন্যান্য পরিচালনাকারী কর্তৃক উহা নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ।' এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনে 'সরকারি কাজে সুপারিশ প্রদানসহ সরকারকে সহায়তা প্রদান' শব্দগুলো যুক্ত করা হয়েছে।

২০০১ সালের আইনের সাথে প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার তুলনামূলক চিত্রে আরো দেখা যায় ৩১(১)-এ আইনত 'পরিধি' শব্দের সাথে 'বিধি' শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে। ধারা ২(ক) 'কমিশন'-এর পরিবর্তে 'সরকার' বা 'কমিশন' শব্দ দুটি যুক্ত করার মাধ্যমে দ্বৈত কর্তৃত্ব আনা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীর ধারা ৩৪-এর (ঊ)-এ বলা হয়েছে, 'এই আইনের ৩১ ধারায় কমিশনকে প্রদত্ত ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।' মূলত এই উপধারাটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় বিটিআরসি এবং দেশের টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তাদের সর্বশেষ আঘাতটি করে। ইতোপূর্বে বিটিআরসি ও সরকারের দ্বৈত অংশগ্রহণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিটিআরসি'র কিছু ক্ষমতা দেয়া হলেও এ উপধারার মাধ্যমে তা রহিত করার একটি সুস্পষ্ট সুযোগ রাখা হয়েছে। এর পরের উপধারা (ঠ)-তে বলা হয়েছে, এ ধারার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 'সরকার' বলতে 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়'কে বুঝাবে এবং 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এই ধারার বিধান প্রয়োগযোগ্য হবে।' মূলত এভাবেই টেলিযোগাযোগ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীন টেলিকম সেক্টরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের হাতে নেয়া হচ্ছে এবং স্বাধীন কমিশন ও এ সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বিটিআরসি'র হাতে কিছু ক্ষমতা দেয়ার মাধ্যমে এটাকে সরকারের সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩৫ ধারায় অর্থে জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করা ছিল ১০ লাখ। এখন তা বাড়িয়ে ৩০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

সংশোধিত ৩৬ ধারায় লাইসেন্স দেয়ার পর এখতিয়ার সরকারের এবং লাইসেন্সের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

ধারা ৩৯-এ সবকিছু বিচার করে কমিশন প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে লাইসেন্স শর্তাবলি, প্রতিস্থাপন, সংযোজন, বাতিলকরণ বা সংশোধন করার কথা ছিল। এখন তা সরকার করবে বলা হয়েছে।

৪৬ ধারা সংশোধন করে প্রশাসনিক আদেশে লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করার ক্ষমতাও সরকারকে দেয়া হয়েছে।

৪৬-এর ৩ উপধারায় নতুন সংযোজন (চ)-এ বলা হয়েছে, সরকার কোনো লাইসেন্স স্থগিত করলে, লাইসেন্সের অধীনে সেবাদান অব্যাহত রাখা, উন্নয়ন ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রশাসক বা রিসিভার নিয়োগ করতে পারবে। তবে গৃহীত ব্যবস্থার কারণে কোনো ধরনের ক্ষতির জন্য লাইসেন্সকারী কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারবে না।

টেলিকম খাতকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে জাতীয় টেলিকম পলিসি প্রণয়ন করে। পরে এই সরকারের পরিকল্পনা থেকেই ২০০১ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি গঠন করা হয়। যার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে টেলিযোগাযোগসংশি-ষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স দেয়া, নবায়ন, স্থগিত ও বাতিল, লাইসেন্স ফি ও টারিফ নির্ধারণ, জরিমানা, শাস্তি এবং এসবের জন্য নীতিমালা তৈরি করা। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধিত) আইন ২০১০ পাস হলে টেলিকম খাতের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাবে বিটিআরসি। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে টেলিকম খাতকে এগিয়ে নেয়ার যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে, তা অনেকাংশে ব্যাহত হবে বিটিআরসি-কে সরকারের সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করা হলে।

শেষ কথা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সংস্কৃতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিগত সরকারের যাবতীয় পরিকল্পনা, কর্মকাণ্ড তা প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় বা জনহিতকর– যাই হোক না কেনো সরকার বদলের সাথে সাথে তার অপমৃত্যু ঘটা নিশ্চিত এবং আইন সংশোধনের মাধ্যমে তা আবার নতুন নামে বা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নতুন করে শুরু করা। এতে শুধু যে উন্নয়নের কাজে বাধাগ্রস্ত হয় তাই নয়, বরং বিপুল অঙ্কের অর্থের অপচয় ঘটে। হয়তো এমনটিই ঘটতে যাচ্ছে বিটিআরসি'র ক্ষেত্রে। বিটিআরসি প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে দক্ষ জনবলের অভাবে তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে না পারলেও পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কিছু ঘুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়, এর মধ্যে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, টেরিস্ট্রিয়াল ক্যাবল স্থাপন, ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়া অন্যতম। স্বল্প সময়ের মধ্যে এত কাজ করতে পেরেছিল শুধু স্বাধীন কমিশনের কারণে। এতে হয়তো কেউ কেউ অখুশি হলেও কিছু কাজ তো হয়েছে, যা সরকার নিয়ন্ত্রিত কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলে হয়তো হতো না। দেশের মানুষ চায়, তাদের সুযোগ-সুবিধা, উন্নয়নমূলক কাজ যা স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে সম্ভব, কেননা এখানে আমলাতন্ত্রের জটিলতা তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং স্বাধীন কমিশন তথা বিটিআরসি'র যেন অকাল মৃত্যু না ঘটে। প্রয়োজনে এ কমিশনকে শক্তিশালী করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আরো এগিয়ে যাবে। দলমত নির্বিশেষে সবকিছু ভুলে গিয়ে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেবে– কোন সরকার বা দলের উদ্যোগ সেটা বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়, এটা আমাদের সবার প্রত্যাশা।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yhaoo.com

ইউনিবিজয়-বিজয় নিয়ে সাম্প্রতিক প্রাযুক্তিক বিতর্ক

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

২০০০ সালের যে কপিরাইট আইন রয়েছে তা সংশোধন হয়েছে ২০০৫-এ এবং এ আইনের ২ (৮) (ঙ) অনুচ্ছেদে উলে-খ আছে যে, 'কমপিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে, কোনো কমপিউটার প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের পুনরুৎপাদন বা ব্যবহার কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন।'

এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কারণ, লিখিতভাবে মোস্তাফা জব্বার একটি অভিযোগ করেছেন। এখন যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কাছে কারণ জানতে চাইবো। কারণ জানার পর সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে শুনানি হবে। আশা করি, এরপর একটা সমাধানে আসা যাবে।

বিসিসির বক্তব্য

বিসিসির সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট তারেক বরকতউল-াহ, যিনি জাতীয় কীবোর্ডের লেআউট ও বিজয় কীবোর্ড বিতর্ক নিরসনের জন্য কাজ করছেন, তিনি বিজয় ও ইউনিবিজয় কীবোর্ড নিয়ে চলমান বিতর্ক সম্পর্কে একটি সুসংবদ্ধ ধারণা দেন। জাতীয় কীবোর্ডের সাথে বিজয়ের যে বিতর্ক রয়েছে এবং এটি কিভাবে সমাধান হচ্ছে, সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উলে-খ করেন।

তিনি বলেন, কমপিউটারে বাংলাভাষা ব্যবহার প্রমিত করার জন্য জাতীয় কমিটি আছে। বিভিন্ন কীবোর্ড নিয়ে চলা সম্প্রতি যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, কপিরাইট বিষয়ে এ ধরনের সমস্যা মীমাংসার জন্য এ কমিটির অধীনে এ বিষয়ক একটি সাব-কমিটি করা আছে। সেখানে এসবের সঠিক সমাধানের বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মোঃ মনজুরুর রহমান, ব্যারিস্টার তানজিবুল ইসলাম, মোঃ নূরুল হুদা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই কপিরাইট নিয়ে বিরোধ হয় এবং তা সঠিকভাবে নিরসনও হয়। আমি আশা করি, আমাদের দেশে চলমান বিতর্কের একটা সঠিক সমাধান হবে। আর এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন, তাদের সিদ্ধান্তই আমরা মেনে নেবো।

শেষ কথা

মোস্তাফা জব্বারের অভিযোগের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট মোঃ মনজুরুর রহমানের সই করা একটি চিঠিতে মেহদী হাসান খানকে উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে। একই সাথে কেন তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে না, সেটিও উলে-খ করা হয়েছে। মেহদী হাসান খানও আইনজীবীর মাধ্যমে যথাযথ জবাব দেবেন বলে জানা গেছে।

ফিডব্যাক : animesh@lethbd.com

কেড়ে নেয়া হচ্ছে বিটিআরসি'র ক্ষমতা

মইন উদ্দীন মাহমুদ

দেশের সাধারণ মানুষ কী ধরনের টেলিযোগাযোগ সুবিধা পাবে, ব্যয়ের আকার কেমন হবে, যে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রাহক টেলিযোগাযোগ সুবিধা নেবে, তার মান খারাপ হলে করণীয় কী, দেশের বেতার তরঙ্গ বরাদ্দ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সব ধরনের সেবা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ২০০১ সালের ৮ জুলাই এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১' চালু হয়। এই আইন চালুর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি নামে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠা পায়। ২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারি বিটিআরসি কাজ শুরু করে। এ সময় টেলিযোগাযোগ আইন প্রয়োগ বেশ গতি পায় এবং এতে অনেক ক্ষমতা দেয়া হয় ঠিকই, তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার মতো দক্ষতা ছিল না তখনকার বিটিআরসি'র। কিন্তু ২০০১ সালের টেলিযোগাযোগ আইন সংশোধন করে এসব ক্ষমতা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হাতে নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যে সংশোধিত আইনের খসড়া মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে।

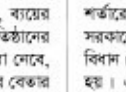

সাধারণত দেখা গেছে, স্বাধীন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের কাজের গতি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি স্বচ্ছ ও গতিময় হয়। ফলে কাজের আউটপুট যেমন বেশি হয়, তেমনি সর্বসাধারণ এসব স্বাধীন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হয় বেশি। আর সে কারণে সারাবিশ্বে এখন স্বাধীন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। এমনকি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রবণতাও বেড়ে গেছে যথেষ্ট মাত্রায়। আর সে কারণেই বলা যায়, উন্নত বিশ্ব এবং বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে মোবাইল সেক্টরের সাবলীল বিকাশের পেছনে কাজ করে একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান। মোবাইল টেলিকমসহ আইসিটি খাতের বিকাশে একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা গড়ে উঠা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তবে সম্প্রতি কিছু অদূরদর্শী লোকের কোপানলে পড়ে সরকার হাঁটতে যাচ্ছে উল্টোপথে। দুর্নীতি দমন কমিশনের মতোই বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে আমলাতন্ত্রের লালফিতায় বাঁধার যাবতীয় আয়োজন শেষ করেছে সরকার। জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে টেলিযোগাযোগ আইন পাস হলেই বিটিআরসি ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হবে। অর্থাৎ বিটিআরসি আগামীতেও থাকবে, তবে টেলিকম সেক্টর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে।

সংসদে পাস হওয়ার অপেক্ষায় আছে সংশোধিত এই টেলিযোগাযোগ আইন। এ নিয়ে মোবাইল অপারেটরদের মধ্যেও এক আতঙ্ক কাজ করছে। কেননা নতুন সিম বিক্রিতেও কড়াকড়ি শর্তারোপ করা হচ্ছে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষের দিকে উচ্চহারের জরিমানার বিধান রেখে টেলিযোগাযোগ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এখন সংশোধিত যে আইনটি পাস হতে যাচ্ছে, তাতে আপিলের সুযোগও রাখা হয়নি। এছাড়া রয়েছে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অপরাধের কারণে ৩০০ কোটি টাকা দণ্ডের বিধান যা বাংলাদেশ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার কোথাও নেই।

টেলিকম সেক্টরের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন তথা বিটিআরসি'র কিছু কর্মকাণ্ডে সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের তেমন প্রাধান্য ছিল না অর্থাৎ বিটিআরসি'র কর্মকাণ্ডে তেমন খবরদারির ক্ষমতা ছিল না। বিগত কয়েক বছরে বিটিআরসি দেশের টেলিকম মার্কেটে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন লাইসেন্স ইস্যু করে দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আগ্রহী করে তুলেছে। এসব খাত থেকে বিটিআরসি সরকারকে প্রচুর রাজস্বও যোগাড় করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, টেরিস্ট্রিয়াল ক্যাবল স্থাপন, ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়া, তৃতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তিসহ বেশকিছু লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে বিটিআরসি অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করেছে। এতে মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিজেদের অবহেলিত বা গুরুত্বহীন মনে করেন ও অসন্তুষ্ট হন। তাদের অসন্তুষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১-এর সংশোধনীর প্রস্তাবনায়। এর ফলে দেশের টেলিকম সেক্টরে বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থার লাইসেন্স দেয়া, নবায়ন, অনুমোদন হস্তান্তর, নিয়ন্ত্রণ, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণসহ ট্যারিফ বা কলচার্জ নির্ধারণ এবং বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা জারিসহ গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হাতে। এতে বিটিআরসি'র ক্ষমতা খর্ব হয়ে যাবে। নতুন নিয়মে বিটিআরসি'র হাতে তেমন কোনো ক্ষমতা রাখা হয়নি। বিটিআরসি'র হাতে কোনো ক্ষমতা না রেখে শুধু রাখা হয়েছে বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স ইস্যু ও নিয়ন্ত্রণ, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ করা ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা, মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা আইনের বিধানাবলী পালন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন আদেশ জারি করা, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায় এবং টেলিকম সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কাজে সহায়তা দানের মতো কাজ।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এবং প্রস্তাবিত খসড়া সংশোধনীর আইন ২০১০-এর তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিটিআরসি-কে টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ থেকে বিরত রেখে শুধু মন্ত্রণালয়ের আজ্ঞাবহ একটি পঙ্গু কমিশনে পরিণত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনী আইনের প্রস্তাবনা অংশে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কিছু ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়িত্ব কমিশনের কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এ সংশোধনী আইনের ধারা ২(২১)-এ টেলিযোগাযোগ সেবার 'পারমিট' দানের ক্ষেত্রে 'সরকার বা সরকার কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত হইয়া কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স' এবং ২(২৯)-এ 'লাইসেন্স অর্থ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স' উল্লে-খ করার মাধ্যমে বিটিআরসি'র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এ ছাড়াও ২০০১ সালের আইনের ধারা ২৮-এর সংশোধনে বিটিআরসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল 'মন্ত্রীর নিকট পেশ' করার পরিবর্তে 'মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এবং ধারা ৩০-এর (১)-তে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিয়ন্ত্রণ'-এর সাথে 'নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কাজে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তবে এসব কিছুর চেয়ে কমিশনের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনের ৩১ ধারার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে দেশের টেলিকম সেক্টরের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি'র ক্ষমতা প্রায় সবটুকুই রদ করা হয়েছে। যদিও এই আইনের বিধানাবলী পালন করার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন (এনফোর্সমেন্ট) আদেশ জারি করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায় করার ক্ষেত্রে বিটিআরসি-কে একক কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। এ ধারার (২) উপধারা (১)-এ বিটিআরসি ও সরকারের সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১-এর এই স্থানে (ক) উল্লে-খ ছিল 'কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে-(অ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, স্থাপন, পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স এবং যথাযথ ক্ষেত্রে পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যু করা।' এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বলা হয়েছে (ক) সরকার বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে শুধুমাত্র 'বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স এবং যথাযথ ক্ষেত্রে পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্য সনদ ইস্যু ▸

করা।' (ই) 'ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট ও সনদ-এর নবায়ন, হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ'-এর ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনে শুধু 'বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য' শব্দগুলো যুক্ত করা হয়েছে। তবে ব্রিকোয়েলি বরাদ্দ করার বিষয়ের কোনো ক্ষেত্রেই 'সরকার' শব্দটি যুক্ত করা হয়নি। পাশাপাশি ২০০১ সালের আইনের ধারা ৩১-এর (২) উপধারা (১)-এ (ঙ)-তে উলে-খ ছিল– 'টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যাপারে ট্যারিফ, কলচার্জ এবং অন্যান্য পরিচালনাকারী কর্তৃক উহা নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ।' এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনে 'সরকারি কাজে সুপারিশ প্রদানসহ সরকারকে সহায়তা প্রদান' শব্দগুলো যুক্ত করা হয়েছে।

২০০১ সালের আইনের সাথে প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার তুলনামূলক চিত্রে আরো দেখা যায় ৩১(১)-এ আইনত 'পরিধি' শব্দের সাথে 'বিধি' শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে। ধারা ২(ক) 'কমিশন'-এর পরিবর্তে 'সরকার' বা 'কমিশন' শব্দ দুটি যুক্ত করার মাধ্যমে দ্বৈত কর্তৃত্ব আনা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীর ধারা ৩৪-এর (ঊ)-এ বলা হয়েছে, 'এই আইনের ৩১ ধারায় কমিশনকে প্রদত্ত ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।' মূলত এই উপধারাটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় বিটিআরসি এবং দেশের টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তাদের সর্বশেষ আঘাতটি করে। ইতোপূর্বে বিটিআরসি ও সরকারের দ্বৈত অংশগ্রহণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিটিআরসি'র কিছু ক্ষমতা দেয়া হলেও এ উপধারার মাধ্যমে তা রহিত করার একটি সুস্পষ্ট সুযোগ রাখা হয়েছে। এর পরের উপধারা (ঠ)-তে বলা হয়েছে, এ ধারার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 'সরকার' বলতে 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়'কে বুঝাবে এবং 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এই ধারার বিধান প্রয়োগযোগ্য হবে।' মূলত এভাবেই টেলিযোগাযোগ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীন টেলিকম সেক্টরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের হাতে নেয়া হচ্ছে এবং স্বাধীন কমিশন ও এ সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বিটিআরসি'র হাতে কিছু ক্ষমতা দেয়ার মাধ্যমে এটাকে সরকারের সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩৫ ধারায় অর্থে জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করা ছিল ১০ লাখ। এখন তা বাড়িয়ে ৩০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

সংশোধিত ৩৬ ধারায় লাইসেন্স দেয়ার পর এখতিয়ার সরকারের এবং লাইসেন্সের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

ধারা ৩৯-এ সবকিছু বিচার করে কমিশন প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে লাইসেন্স শর্তাবলি, প্রতিস্থাপন, সংযোজন, বাতিলকরণ বা সংশোধন করার কথা ছিল। এখন তা সরকার করবে বলা হয়েছে।

৪৬ ধারা সংশোধন করে প্রশাসনিক আদেশে লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করার ক্ষমতাও সরকারকে দেয়া হয়েছে।

৪৬-এর ৩ উপধারায় নতুন সংযোজন (চ)-এ বলা হয়েছে, সরকার কোনো লাইসেন্স স্থগিত করলে, লাইসেন্সের অধীনে সেবাদান অব্যাহত রাখা, উন্নয়ন ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রশাসক বা রিসিভার নিয়োগ করতে পারবে। তবে গৃহীত ব্যবস্থার কারণে কোনো ধরনের ক্ষতির জন্য লাইসেন্সকারী কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারবে না।

টেলিকম খাতকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে জাতীয় টেলিকম পলিসি প্রণয়ন করে। পরে এই সরকারের পরিকল্পনা থেকেই ২০০১ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি গঠন করা হয়। যার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে টেলিযোগাযোগসংশি-ষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স দেয়া, নবায়ন, স্থগিত ও বাতিল, লাইসেন্স ফি ও টারিফ নির্ধারণ, জরিমানা, শাস্তি এবং এসবের জন্য নীতিমালা তৈরি করা। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধিত) আইন ২০১০ পাস হলে টেলিকম খাতের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাবে বিটিআরসি। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে টেলিকম খাতকে এগিয়ে নেয়ার যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে, তা অনেকাংশে ব্যাহত হবে বিটিআরসি-কে সরকারের সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করা হলে।

শেষ কথা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সংস্কৃতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিগত সরকারের যাবতীয় পরিকল্পনা, কর্মকাণ্ড তা প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় বা জনহিতকর– যাই হোক না কেনো সরকার বদলের সাথে সাথে তার অপমৃত্যু ঘটা নিশ্চিত এবং আইন সংশোধনের মাধ্যমে তা আবার নতুন নামে বা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নতুন করে শুরু করা। এতে শুধু যে উন্নয়নের কাজে বাধাগ্রস্ত হয় তাই নয়, বরং বিপুল অঙ্কের অর্থের অপচয় ঘটে। হয়তো এমনটিই ঘটতে যাচ্ছে বিটিআরসি'র ক্ষেত্রে। বিটিআরসি প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে দক্ষ জনবলের অভাবে তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে না পারলেও পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কিছু ঘুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়, এর মধ্যে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, টেরিস্ট্রিয়াল ক্যাবল স্থাপন, ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়া অন্যতম। স্বল্প সময়ের মধ্যে এত কাজ করতে পেরেছিল শুধু স্বাধীন কমিশনের কারণে। এতে হয়তো কেউ কেউ অখুশি হলেও কিছু কাজ তো হয়েছে, যা সরকার নিয়ন্ত্রিত কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলে হয়তো হতো না। দেশের মানুষ চায়, তাদের সুযোগ-সুবিধা, উন্নয়নমূলক কাজ যা স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে সম্ভব, কেননা এখানে আমলাতন্ত্রের জটিলতা তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং স্বাধীন কমিশন তথা বিটিআরসি'র যেন অকাল মৃত্যু না ঘটে। প্রয়োজনে এ কমিশনকে শক্তিশালী করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আরো এগিয়ে যাবে। দলমত নির্বিশেষে সবকিছু ভুলে গিয়ে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেবে– কোন সরকার বা দলের উদ্যোগ সেটা বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়, এটা আমাদের সবার প্রত্যাশা।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yhaoo.com

ইউনিবিজয়-বিজয় নিয়ে সাম্প্রতিক প্রাযুক্তিক বিতর্ক

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

২০০০ সালের যে কপিরাইট আইন রয়েছে তা সংশোধন হয়েছে ২০০৫-এ এবং এ আইনের ২ (৮) (ঙ) অনুচ্ছেদে উলে-খ আছে যে, 'কমপিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে, কোনো কমপিউটার প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের পুনরুৎপাদন বা ব্যবহার কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন।'

এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কারণ, লিখিতভাবে মোস্তাফা জব্বার একটি অভিযোগ করেছেন। এখন যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কাছে কারণ জানতে চাইবো। কারণ জানার পর সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে শুনানি হবে। আশা করি, এরপর একটা সমাধানে আসা যাবে।

বিসিসির বক্তব্য

বিসিসির সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট তারেক বরকতউল-াহ, যিনি জাতীয় কীবোর্ডের লেআউট ও বিজয় কীবোর্ড বিতর্ক নিরসনের জন্য কাজ করছেন, তিনি বিজয় ও ইউনিবিজয় কীবোর্ড নিয়ে চলমান বিতর্ক সম্পর্কে একটি সুসংবদ্ধ ধারণা দেন। জাতীয় কীবোর্ডের সাথে বিজয়ের যে বিতর্ক রয়েছে এবং এটি কিভাবে সমাধান হচ্ছে, সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উলে-খ করেন।

তিনি বলেন, কমপিউটারে বাংলাভাষা ব্যবহার প্রমিত করার জন্য জাতীয় কমিটি আছে। বিভিন্ন কীবোর্ড নিয়ে চলা সম্প্রতি যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, কপিরাইট বিষয়ে এ ধরনের সমস্যা মীমাংসার জন্য এ কমিটির অধীনে এ বিষয়ক একটি সাব-কমিটি করা আছে। সেখানে এসবের সঠিক সমাধানের বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মোঃ মনজুরুর রহমান, ব্যারিস্টার তানজিবুল ইসলাম, মোঃ নূরুল হুদা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই কপিরাইট নিয়ে বিরোধ হয় এবং তা সঠিকভাবে নিরসনও হয়। আমি আশা করি, আমাদের দেশে চলমান বিতর্কের একটা সঠিক সমাধান হবে। আর এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন, তাদের সিদ্ধান্তই আমরা মেনে নেবো।

শেষ কথা

মোস্তাফা জব্বারের অভিযোগের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট মোঃ মনজুরুর রহমানের সই করা একটি চিঠিতে মেহদী হাসান খানকে উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে। একই সাথে কেন তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে না, সেটিও উলে-খ করা হয়েছে। মেহদী হাসান খানও আইনজীবীর মাধ্যমে যথাযথ জবাব দেবেন বলে জানা গেছে।

ফিডব্যাক : animesh@lethbd.com

ওয়েবসাইট ও ডোমেইন হোস্টিং
প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

আরিফুল হাসান অপু

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে বিশ্বের একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটের ব্যাপক ব্যবহার এখন শুধু ব্যবসায় বাণিজ্য আর তথ্য দেয়া-নেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মাধ্যমে সারাবিশ্বের মানুষ একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। জ্ঞানের বিনিময় মুহূর্তেই সব খবর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের দেশেও ওয়েবসাইট ওয়েব পোর্টাল বা ওয়েব সলিউশনের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও ওয়েবসাইটের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট চলে আসার সাথে সাথে এর ব্যবহারও ব্যাপক হারে বাড়ছে। বর্তমানে অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল অনলাইন/ওয়েবসাইটে দেয়ার ফলে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এর ব্যাপক কদর রয়েছে।

কিন্তু ওয়েবসাইট ও ডোমেইন হোস্টিং জরিপ প্রতিষ্ঠান ওয়েব হোস্টিং (webhosting.info)- এর তথ্যমতে, বাংলাদেশে ৩৫-৪৫ শতাংশ ওয়েবসাইট চালু হওয়ার পর নবায়ন না হবার কারণে পরের বছরেই অথবা বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এই ওয়েবসাইটে প্রতি সপ্তাহে কী পরিমাণ নতুন ডোমেইন তৈরি হলো আর কী পরিমাণ বন্ধ হয়ে গেলো তার পরিসংখ্যান দেয়া হয়। এছাড়াও ডোমেইন ও হোস্টিংবিষয়ক খুঁটিনাটি অনেক তথ্য-উপাত্ত এখানে পাওয়া যাবে।

যেসব কারণে ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যায়

০১. সঠিক বা রেজিস্টার্ড কোম্পানি থেকে ডোমেইন না কিনলে। এক হিসেবে দেখা গেছে, বেশির ভাগ ডোমেইন নবায়ন না হওয়ার পেছনে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে গ্রাহক ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সঠিক কোম্পানি সিলেকশন করতে পারে না এবং ডোমেইন নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে না নেয়ার কারণে ওই কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নিজের ডোমেইন/ওয়েবসাইটটি বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কোম্পানির বড় অংশ থাকে। প্রতিষ্ঠিত কোনো কোম্পানি থেকে না নিয়ে পার্সোনাল ডোমেইন কিনলে এ ধরনের সমস্যা বেশি হচ্ছে।

০২. দ্বিতীয় বছর ফি ইচ্ছেমতো বাড়ানোর ফলে। অনেকেই বর্তমানে এ ধরনের সমস্যার শিকার হচ্ছেন। ১ম বছর কম টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলেও ২য় বছর দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ চার্জ দাবি করে। ফলে ভোক্তা আর নবায়নে আগ্রহী হয় না।

০৩. ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান না হলে, তখন গ্রাহক নবায়নে আগ্রহী হয় না। অথচ একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া যায়।

০৪. আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়েবসাইট কোম্পানি ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের কাজ পরবর্তী লেনদেন ঠিকমতো না হওয়ার ফলেও অনেক ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যায়।

এ বিষয়ে আমরা অনেক কোম্পানি ও ব্যক্তির সাথে কথা বলে জানতে পারি কিভাবে ওয়েবসাইট নিয়ে বিপদে পড়ছে।

নজরুল ইসলাম হাজারি। পেশায় একজন কমপিউটার ব্যবসায়ী। ৪ বছর আগে থেকে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আসছেন, কিন্তু অনেক বলা সত্ত্বেও রেজিস্টার্ড কোম্পানি থেকে ডোমেইন ও হোস্টিংয়ের পাসওয়ার্ড ও কন্ট্রোল প্যানেল পাননি এবং অনেকবার অনুরোধ করেও প্রয়োজনীয় সার্ভিস না পেয়ে হতাশ হয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট আর নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

Rank	TLD	Total Domains	Market Share	Net Gain/Loss
1	COM	14,889	75.170 %	108
2	NET	1,951	9.851 %	9
3	ORG	1,837	9.2754 %	5
4	INFO	939	4.7412 %	8
5	BIZ	184	0.9291 %	[illegible]

ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আনিসুল হক। দীর্ঘ ৭ বছর আগে থেকে কলেজের নামে ওয়েবসাইট ও ই-মেইল সার্ভিস নিয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে নবায়ন করার জন্য সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করলে দেখা যায়, ওই কোম্পানি বর্তমানে এ ব্যবসায় ছেড়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। নিজের কাছে প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল প্যানেল না থাকার কারণে পড়েছেন চরম বিপদে। ওয়েবসাইটভিত্তিক সেবা থেকে বঞ্চিত ও প্রতারিত হবার পর দেখা যায় ওই ব্যক্তি তথ্যপ্রযুক্তির অন্যান্য সেবার ব্যাপারে আগ্রহী হননি। এ জন্য দেশীয় বাজারে সফটওয়্যারের ও আইটিনির্ভর সেবার প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে হোঁচট খাচ্ছে।

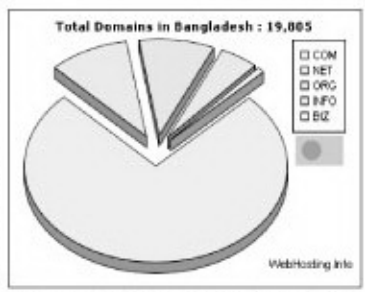

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিসের সেক্রেটারি জেনারেল মাহিন আহমেদ বলেন, 'বেসিসে এ ধরনের সমস্যা সমাধানে অথবা অভিযোগ দায়েরের কোনো ধরনের সিস্টেম নেই, তবে বেসিসের সদস্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে বেসিস সমাধানে সহযোগিতা করবে। তবে গ্রাহকদের এ ব্যাপারে আরো সচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছেন। ডোমেইন হোস্টিং অথবা ওয়েবসাইট তৈরি করার আগে ওই কোম্পানি কতটুকু স্থিতিশীল, তা দেখে নিতে হবে। এ ধরনের ঝামেলা এড়াতে গ্রাহকদের সচেতন হতে হবে। শুধু দামের দিকে না তাকিয়ে কোম্পানির সেবা সম্পর্কে আগে জানতে হবে। তবে এ ধরনের সমস্যা অনেক কমে আসবে।

ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন ও ওয়েব হোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে সব সময় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি পছন্দ করা দরকার, ডোমেইন ভালোভাবে চেক করে ও এর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিক দলিলপত্র করে নিতে হবে। যেখানে উভয় পক্ষের সব ধরনের সার্ভিস সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে। গ্রাহকের যদি কমপিউটার তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকে তবে এ সম্পর্কে যার ভালো জ্ঞান আছে, তার পরামর্শ নেয়া দরকার।

গ্রাহকদেরও মনে রাখতে হবে, একটি ওয়েবসাইট বানালেই ব্যবসায় সম্প্রসারণ হবে। এ জন্য ওয়েবসাইট তৈরির আগে এ সাইটের রিডার কারা এ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ভাষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশের রিডারদের জন্য বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইট আদর্শ হতে পারে। এখানে প্রয়োজনীয় তথ্য খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে। সাথে প্রয়োজনীয় সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে আপনার তথ্য যাতে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামিং করতে হবে। এখানে একটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, ভোক্তা কখনো আপনার ডোমেইন নেম দিয়ে সার্চ দেবে না। সার্চ দেবে আপনার সার্ভিসগুলো দিয়ে। এছাড়াও অনেকভাবে ওয়েবসাইটকে ভোক্তার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়া সম্ভব। আর এভাবেই একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে ওয়েব সলিউশনে কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকার কারণে অনেকে প্রতারিত হলেও প্রতারক কোম্পানি/ব্যক্তির নামে অভিযোগ করার কোনো জায়গা নেই। এ ব্যাপারে নীতিমালা তৈরির সাথে সাথে গ্রাহককেও সচেতন হতে হবে।

ফিডব্যাক : info@ahopu.com

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো

মাইক্রোসফট-সিএসই কার্নিভাল-২০১০

মোঃ মাহফুজুর রহমান

গত ৮ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো মাইক্রোসফট-সিএসই কার্নিভাল-২০১০। তিন দিনব্যাপী এ আয়োজনে ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সফটওয়্যার প্রদর্শনী, জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা 'এনসিপিসি', ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমসের সিলেট রাউন্ডের বাছাই পর্ব, ল্যাপটপ ফেয়ার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোঃ সালেহ উদ্দিন, কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মাইক্রোসফটের পাবলিক সেক্টর ম্যানেজার কে.এম. ইমরান আল আমিন, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেটের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রধান রোমেল এম এস রহমান পাঁর এবং দৈনিক উত্তরপূর্বের সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী।

প্রধান অতিথি জাতীয় উন্নয়নের একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তিকে উলে-খ করে বলেন, 'বর্তমান সরকার তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বিশ্বাসী এবং সর্বদা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মডেল হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশাবাদী এর সফল বাস্তবায়ন আমার সময়েই দেখতে পাব।'

কার্নিভালের আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, 'সিএসই কার্নিভাল আয়োজন করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমি চাই সবার উপস্থিতি ও সহযোগিতায় কার্নিভালের পরিবেশ আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।'

প্রথমদিন থেকেই শুরু হয় সফটওয়্যার প্রদর্শনী। এ প্রতিযোগিতায় ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রভাষক ড. রেজা সেলিম ও মোঃ খায়রুল-হ, গ্রামীণফোনের প্রতিনিধি সনৎ পাল চৌধুরী এবং ওয়েবক্রাফটের জাকারিয়া চৌধুরী। সফটওয়্যার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিউদ্দিন। যেকোনো ইমার্জেন্সি নিউজ জেনারেশন ও মোবাইল বেইজড ইনফরমেশন শেয়ারিংয়ের সুবিধা রয়েছে এ সফটওয়্যারে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন দেবজ্যোতি আইচ। তার 'শুভচর' নামের সফটওয়্যারে বাংলা লিখে দিলে উচ্চারণ করতে পারবে। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিব্বির আহমেদ, 'e-campus' সফটওয়্যারের জন্য। এই সফটওয়্যারটি কার্নিভালে ব্যবহার করা হয় NCPC-তে সেট করা ক্যামেরায় ভিডিও ব্রডকাস্টিংয়ের মাধ্যমে আপডেট ফল গ্রহণের জন্য। বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা এমআর মুকিত তার 'অ্যাকাউন্টিং কিট' সফটওয়্যারের জন্য। 'Online campus radio' সফটওয়্যারটির জন্যও বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন সিলেট প্রকৌশল কলেজের পার্থ সারথী কর। এ সফটওয়্যারটির সাহায্যে ওয়েবসাইটে রেডিও শোনা যাবে।

মেলায় ইন্টেলের স্টলে দর্শকদের ভিড়

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের মূল আকর্ষণ ছিল ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমসের দশ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠিত গেমিং কনটেস্ট ফিফা-১০-এর সিলেট রাউন্ডের বাছাই পর্ব। নক আউট ভিত্তিতে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন শতাধিক প্রতিযোগী। ফিফা-১০ ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করেন মুনতাসীর মাহতাব প্রিয়ম (ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মোঃ সাদাত হোসেন খান (সিলেট প্রকৌশল কলেজ) এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মোঃ রাশেদুল হাসান (শাবিপ্রবি)। গেমিং কনটেস্টের স্পন্সর ছিল ইন্টেল করপোরেশন, স্যামসাং, গিগাবাইট, স্মার্ট টেকনোলজিস এবং এফ ওয়ান আইটি।

কার্নিভালের তৃতীয় দিনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা তথা এনসিপিসি। এ প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। ৮৮টি দল অংশ নেয় এ প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতায় মোট ৯টি সমস্যার জন্য ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ ছিল সব প্রতিযোগীর জন্য। এবারের এনসিপিসিতে শীর্ষস্থান অর্জন করে বুয়েট। ছয়টি সমস্যার সমাধান করে বুয়েটের চ্যাম্পিয়ন দল শিল্পাঙ্গী। এ শীর্ষ দশে থাকা দলগুলো হলো : প্রথম- বুয়েটের শিল্পাঙ্গী, দ্বিতীয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিইউ রেজোনেন্স, তৃতীয়-বুয়েট অ্যাভেঞ্জার্স, চতুর্থ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমপালস, পঞ্চম- সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাতসুকি, ষষ্ঠ- বুয়েটের যাচ্ছেতাই, সপ্তম- শাবিপ্রবির মেসেঞ্জার্স, অষ্টম- শাবিপ্রবির বিদ্রোহী, নবম- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির ট্রিপল হেফি ও দশম- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইমস।

কার্নিভালের তৃতীয় দিনের অন্য একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল ওয়ার্ল্ড সাইবার গেমসের এনএফএস মোস্ট ওয়ান্টেড এবং কাউন্টার স্ট্রাইকের গেমিং কনটেস্ট। এনএফএস মোস্ট ওয়ান্টেডে বিজয়ী হয়েছেন আহছানউল-হ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আলিফ রহমান চৌধুরী। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছেন বাংলাদেশ লিবারেল আর্টস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা সাবরিন আল আজাদ এবং তৃতীয় হয়েছেন মোঃ শাহীন হাসেম। অন্যদিকে ৫ জনের দল করে অংশ নিতে আসা কাউন্টার স্ট্রাইক গেমে তন্ময়-এর দল প্রথম স্থান অধিকার করে এবং রানারআপ হয় প্রিয়ম-এর দল।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোঃ সালেহ উদ্দিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের সচিব এনামুল কবির, কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, আইবল কানাডার সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ সাহাদাত হোসেন, লিডিং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য কবির হোসেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম. কায়কোবাদ, টেলিটক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক মুনির হাসান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

সর্বশেষে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় তিনদিনের এ বর্ণাঢ্য আয়োজন। কবিতা আবৃত্তি, গান, নাচ সবকিছু মিলিয়েই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আরও একটি সফল কার্নিভালের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

কার্নিভালের টাইটেল স্পন্সর ছিল মাইক্রোসফট। স্পন্সর হিসেবে আরো ছিল টেলিটক, কালের কণ্ঠ, দৈনিক উত্তরপূর্ব ও লিডিং ইউনিভার্সিটি। মিডিয়া পার্টনার ছিল চ্যানেল আই, কালের কণ্ঠ, কমপিউটার জগৎ, দৈনিক উত্তরপূর্ব, বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডট কম এবং রেডিটাইমসবিডি ডট কম। সার্বিক সহায়তায় ছিল সিএসই সোসাইটি, বিডিওএসএন এবং গে-বাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.।

আউটসোর্সিংয়ে আলফা ডিজিটাল টিমের সফলতা

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী

বর্তমানে ওডেস্ক (www.oDesk.com) মার্কেটপে-সে বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারদের অবস্থান বেশ সন্তোষজনক। ওডেস্কে যেসব ফ্রিল্যান্সার টিম সফলতার সাথে কাজ করছে, তাদের মধ্য অন্যতম হচ্ছে 'আলফা ডিজিটাল' নামের একটি টিম। বর্তমানে এ টিমের সদস্য সংখ্যা ৫০-এর কাছাকাছি। কয়েক মাস আগেও এ গ্রুপটি ওডেস্কের শীর্ষ দশের মধ্যে সপ্তম স্থানে অবস্থান করছিল। গত বছরের এপ্রিলে গঠিত হয়ে মাত্র এক বছরে এরা এ পর্যন্ত ৩১৮ প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং মোট ১৩ হাজার ঘন্টার বেশি কাজ করেছে। এ মুহূর্তে এরা একসাথে ৭৫ প্রকল্পে কাজ করছে। এ টিমের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হচ্ছেন মামুনুর রশিদ নামের একজন ফ্রিল্যান্সার। ওডেস্কের এ সফলতা নিয়ে কথা বলেছিলাম তার সাথে। তিনি জানিয়েছেন এই সফলতার পেছনের সব কথা।

মামুনুর রশিদ পড়াশোনা করেছেন ঢাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার প্রকৌশল বিভাগে। জন্মসূত্রে বরিশালের ছেলে। বাবার চাকরির সুবাদে এখন খুলনায় বসবাস করছেন। সেখানে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে এত বড় একটা টিম পরিচালনা করছেন। মামুনুর রশিদের কমপিউটারের সাথে পরিচয় ২০০১ সালে, এসএসসি পরীক্ষার পর নিজের আগ্রহ এবং বাবার উৎসাহে কমপিউটার প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। পড়াশোনা শেষ করে ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠানে এবং পরে খুলনায় একটি আঞ্চলিক পত্রিকায় কিছুদিন কাজও করেছেন।

ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং সম্পর্কে প্রথম জানতে পারেন একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ফিচার থেকে। এরপর www.odesk.com, www.freelancer.com এবং www.rentacoder.com-এ অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় অনেক বিড (Bid) করার পরও কাজ না পাবার কারণে ফ্রিল্যান্সিং আর করা হয়নি। বছর দেড়েক পরে 'কর্মপিউটার জগৎ' ম্যাগাজিনে ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে একটা লেখা পড়ে এ বিষয়ে আবারো আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এবারে নিজের একটি ভালো প্রোফাইল তৈরি করেন এবং এলোমেলোভাবে বিড না করে প্রতিটি প্রজেক্ট ভালোভাবে বুঝে বিড করা শুরু করেন। ৪ দিন পর এক সাথে দুটি প্রজেক্ট পেয়ে যান। প্রথম প্রথম ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু করেছিলেন। বর্তমানে Project Manager, Wordpress, Magento Shopping Cart, X-Cart Shopping Cart, Zen Cart Shopping Cart-এর কাজগুলো করে থাকেন। কাজ করার সময় সততা, কাজের গুণগত মান এবং ডেডলাইনের দিকে যথাসম্ভব সতর্ক থাকেন।

ওডেস্কে টিম তৈরির কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওডেস্কে কাজ শুরু করার মাত্র ২ মাস পর প্রচুর পরিমাণ কাজ পেতে শুরু করেন, যা একার পক্ষে সম্পন্ন করা অসম্ভব। প্রথম দিকে ক্লায়েন্টদের ফিরিয়ে দিতেন, কিন্তু পরে টিম করার কথা ভাবলেন।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, টিমের সদস্যদের সবাইকে অনলাইন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চ্যাট করার জন্য ইয়াহু এবং স্কাইপ সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকেন। আর সদস্যদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য সিটিসেল ব্যবহার করে থাকেন। প্রজেক্টের নির্দেশাবলী বোঝানোর জন্য টিম ভিউয়ার সফটওয়্যার ব্যবহার করেন। সব সদস্য ও সব প্রজেক্ট পরিচালনা করার জন্য টিমে একজন ম্যানেজার এবং চারজন সুপারভাইজার রয়েছেন। অনলাইন থেকে নতুন অদক্ষ সদস্য সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হয়। অবশ্য এর জন্য তাদের কাছ থেকে কোনো টাকা নেয়া হয় না। বর্তমানে 'আলফা ডিজিটাল' টিম ২৫-৩০ জন ক্লায়েন্টের সাথে নিয়মিত কাজ করছে। কাজের মধ্যে রয়েছে Data Entry, Personal Assistant, Web Research, Email Response Handling, Advertising, Email Marketing, Social Media Marketing, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, Market Research And Surveys, Web Design এবং Wordpress।

বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফোনে কথা বলেছিলাম মামুনুর রশিদের সাথে। এই কথোপকথন নিচে উপস্থাপন করা হলো :

জাকারিয়া : প্রথমে আমাকে ওডেস্কের টিম তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু বলুন। যে কোনো ব্যবহারকারী কি আপনাদের মতো এধরনের একটি টিম গঠন করে কাজ করতে পারবে?

মামুন : ওডেস্কে দুইভাবে কাজ করা যায়। একটি হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে এবং অপরটি হচ্ছে কোম্পানি তৈরির মাধ্যমে। ওডেস্কে স্বতন্ত্রভাবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পর কোম্পানি তৈরির জন্য একটা অপশন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কোম্পানির একটি নাম এবং আইডি দিতে হয়, যা কখনও পরিবর্তন করা যায় না। কোম্পানির অধীনে আবার বেশ কয়েকটি টিম তৈরি করা যায়। আমাদের 'আলফা ডিজিটাল' কোম্পানির কয়েকটি টিম রয়েছে। যেমন– আলফা ডাটা, আলফা ওয়েব, আলফা ডিজাইন, আলফা এসইও ইত্যাদি।

জাকারিয়া : টিমের সদস্যের ম্যানেজ করার জন্য কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়?

মামুন : ওডেস্ককে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা বলতে পারেন, অনেকটা অফিস ম্যানেজমেন্ট করার মতো। আমাদের কাজ করার জন্য 'ওডেস্ক টিম সফটওয়্যার' নামের নির্দিষ্ট একটা সফটওয়্যার চালু করে কাজ করতে হয়। সফটওয়্যারের আকার খুবই ছোট, ৪২২ কিলোবাইটের মতো।

জাকারিয়া : ওডেস্কে টিমের জন্য বিড কিভাবে করতে হয়? টিমের পক্ষ থেকে এটা কী আপনি করে থাকেন, না সদস্যরা নিজেরাই বিড ▸

করে থাকে?

মামুন : যখন একজন নতুন সদস্য আমার টিমে যোগ দেয়, তখন তাদের আইডির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমার কাছে চলে আসে। তাদের কাছে নিয়ন্ত্রণ থাকে শুধু বিড করা আর কাজ করা। এমনকি কাজের মূল্য পর্যন্ত আমার ওপর নির্ভর করে। তাদের ব্যালেন্সও আমার কাছে আসে। কাজ করার জন্য একজন সদস্য নিজেও বিড করতে পারে এবং আমিও তাদের জন্য বিড করতে পারি।

জাকারিয়া : যখন একটা নতুন কাজ পেলেন, তখন সেই কাজটা কি তারা নিজেরাই শুরু করে দিতে পারে?

মামুন : যখন কোনো সদস্য একটা কাজ পায় তখন সে নিজেই বায়ারকে ই-মেইল করে কাজের বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করে। ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যখন উত্তর আসে, তখন সে নিজে বুঝতে চেষ্টা করে। বুঝতে পারলে কাজ শুরু করে দেয়, আর না পারলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এরপর আমি তাকে কাজটি বুঝিয়ে দেই।

জাকারিয়া : টিমের ব্যবস্থাপনা কি শুধু আপনি একাই করছেন?

মামুন : টিমের ব্যবস্থাপনা করার জন্য আমাদের একজন ম্যানেজার এবং চারজন সুপারভাইজার রয়েছেন। টিমের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমি ইচ্ছে করলে কাউকে ম্যানেজার করে দিতে পারি। আমাদের টিমের ম্যানেজারের হাতে অ্যাকাউন্ট অংশটা ছাড়া একজন ফ্রিল্যান্সারকে নিয়োগ দেয়া থেকে শুরু করে সব ক্ষমতাই আছে।

জাকারিয়া : এবার কী কী কাজ করছেন সে সম্পর্কে একটু ধারণা দিন, যেমন কোন ধরনের ডাটা এন্ট্রি কাজ করে থাকেন?

মামুন : আমরা এই মুহূর্তে একটি ই-কমার্স সাইটের কাজ করছি। এদের সাথে প্রায় ছয়মাসের মতো কাজ করছি। আমাদের ১২ জন সদস্য এ প্রজেক্টে কাজ করছে। আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্টের নাম, ছবি, মূল্য, বর্ণনা ইত্যাদি সাইটের Admin Panel-এ যোগ করে দেই। ডাটা এন্ট্রি কাজের রেট কখনও ঘন্টায় ১ থেকে ১.৫ ডলারের বেশি পাওয়া যায় না।

আরেক ধরনের কাজ ওয়েব রিসার্চ। এ ক্ষেত্রে ২ থেকে ৪ ডলার প্রতি ঘন্টায় পাওয়া যায়। মনে করুন, আপনি হোস্টিং ব্যবসায় করবেন। এক্ষেত্রে আপনি হয়ত অন্যান্য হোস্টিং কোম্পানির বিভিন্ন প-ানের মূল্য জানতে চাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারনেটে এই রিসার্চটা করে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির মূল্য বের করে দিই।

আমরা ই-মেইল মার্কেটিংয়ের কাজও করে থাকি। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সফটওয়্যার কিনে ব্যবহার করতে হয়। এটা সবার কাছে থাকে না বলে তারা এই কাজগুলো করতে পারে না। ই-মেইল মার্কেটিংয়ের পাশাপাশি SEO Optimization, SEO Marketing, Personal Assistance-এর কাজও করে থাকি। এ কাজের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র নেই। এক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট যা বলে তাই করতে হয়।

জাকারিয়া : টিমের সদস্যদেরকে কতটুকু অর্থ দেয়া হয়? আপনারা কি কোনো কমিশন রাখেন?

মামুন : হ্যাঁ, আমরা এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ কমিশন রাখি। মূলত একজন সদস্য যখন আমাদের এখানে যোগ দেয়, তখন তাকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে নিই। প্রশিক্ষণটা বিনামূল্যে দিয়ে থাকি। এরপর সে যখন ওডেস্কে একটা কাজ করে, তখন সেখান থেকে ১৫% কমিশন রেখে বাকিটা তাকে দিয়ে দেয়া হয়।

জাকারিয়া : সদস্যরা প্রতিমাসে গড়ে কত টাকা আয় করে?

মামুন : এটা কাজের ওপর নির্ভর করে। কেউ কেউ হয়ত মাসে মাত্র ৫৫ টাকা আয় করে, আর কারো কারো ক্ষেত্রে মাসে বাইশ-তেইশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যায়। যে প্রতিদিন ৬ ঘন্টা করে কাজ করে, তার আয় ৮-১০ হাজারের মতো হয়ে যায়। আর যার কাজের রেট প্রতি ঘন্টায় ২ ডলার, তার জন্য অনায়াসে ২০ হাজার টাকা চলে আসে। আমাদের টিমের প্রতি সপ্তাহে আয় থাকে প্রায় ৫০০ ডলার এবং মাসে আমরা কমপক্ষে ২,০০০ ডলার আয় করি।

জাকারিয়া : পেমেন্টের হিসেব নিকাশ কি সব আপনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে?

মামুন : একজন সদস্য কত রেটে কাজ করছে বা কত আয় করছে, তা দেখতে পারে না। আসলে তাদের দিক থেকে এটা অনেকটা একটা কোম্পানিতে কাজ করার মতো হয়ে থাকে। কোম্পানিতে কাজ করলে, নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন পাবে। কিন্তু আমি যেটা করি, টিমের স্বচ্ছতা থাকার জন্য প্রতিমাসে বিলের যে PDF ফাইল পাই, তা মেইল করে সবাইকে পাঠিয়ে দেই। তখন সবাই দেখতে পারে, কে কত ঘন্টা কাজ করেছে, কত রেটে কাজ করেছে, মোট কত আয় করেছে ইত্যাদি। তবে ওডেস্ক এটা করতে কখনও অনুমতি দেয় না।

জাকারিয়া : আপনাদের গ্রুপে যোগ দিতে হলে ন্যূনতম কী কী জানতে হবে?

মামুন : কমপিউটারের বেসিক কাজগুলো এবং ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারলেই যথেষ্ট। আসলে আমরা যেসব সদস্য নেই, তারা Notepad কী তাই অনেক সময় জানে না। একজনকে আমি বলেছিলাম আপনি Notepad চালু করেন। সে বলল, ভাই আমার কমপিউটারে Notepad ইনস্টল করা নেই। সে পরে আমাদের সুপারভাইজার পদে নিয়োগ পেয়েছে। তাকে সেভাবে দক্ষ করে নেয়া হয়েছে।

আমার টিমে যোগ দেয়ার কয়েকটা শর্ত রয়েছে : ০১. ডাচ বাংলা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। কারণ মাসের ৭-১০ তারিখ ডাচ বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে সদস্যদের টাকা দেয়া হয়, ০২. সিটিসেল মোবাইল সংযোগ থাকতে হবে, কম খরচে কথা বলার জন্য। আমাদের দেশে ইন্টারনেটের স্পিড যদি আরেকটু বেশি থাকত, তাহলে আমরা অনায়াসেই ভয়েস কনফারেন্স করতে পারতাম এবং ০৩. যেকোনো আদেশ বিনা বাক্যে পালন করতে হবে।

জাকারিয়া : প্রশিক্ষণটা কিভাবে দিয়ে থাকেন?

মামুন : আমাদের বেশিরভাগ প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে ভিডিও টিউটরিয়ালের মাধ্যমে। আমাদের কয়েকটি ভিডিও টিউটরিয়াল আছে, যাতে কিভাবে বিড করতে হবে, কিভাবে প্রোফাইল সাজাতে হবে ইত্যাদি বর্ণনা করা আছে। বিড করার পর বায়ারের সাথে যোগাযোগের ওপর কয়েকটা টিউটরিয়াল রয়েছে। টিউটরিয়ালগুলো আমাদের নিজস্ব সার্ভারে আপলোড করা আছে, আমরা তাদেরকে লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই। টিউটরিয়ালগুলো বাংলায় আমি নিজেই তৈরি করেছি। নতুন কাজের ক্ষেত্রে টিউটরিয়াল তৈরি করা হয় না, সেক্ষেত্রে ফোনে তাদেরকে বুঝিয়ে দিই। সাথে টিম ভিউয়ার সফটওয়্যার দিয়ে দেখিয়ে দিই কোথায় কোথায় ক্লিক করে কাজ করতে হবে।

মামুনুর রশিদ

জাকারিয়া : ইংরেজি কতটুকু জানতে হয় বা না জানলে হয় কি না?

মামুন : আসলে সদস্যদের ইংরেজি না জানলেও চলে। টিমের মাধ্যমে কাজ করার সুবিধা হচ্ছে এটি নির্দেশনা বোঝার কোনো ঝামেলা হয় না। ক্লায়েন্ট ই-মেইল পাবার পর আমাকে ফোন করলে আমি সাথে সাথে তা বুঝিয়ে দিই। আর বিড করার জন্য তাদেরকে একটা কভার লেটার তৈরি করে দিই।

জাকারিয়া : আপনাদের টিমে মেয়েদের কাজের পারফরমেন্স কেমন?

মামুন : বর্তমানে ৪ জন মেয়ে আমাদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা খুব বিশ্বস্ততার সাথে এখানে কাজ করেন।

জাকারিয়া : টিমের অন্য সদস্যদের সম্পর্কে একটু বলুন।

মামুন : টিমে বেশিরভাগ ফ্রিল্যান্সারই শিক্ষার্থী। ফলে পরীক্ষা চলার সময় আমাদেরকে কম প্রজেক্টে কাজ করতে হয়। তখন প্রায় মাসখানেকের মতো বিড করা বন্ধ করে দিই। টিমে ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন পাঁচজন, যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজ করেন।

জাকারিয়া : এত বড় টিমে নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য কোনো ফোরাম কি আছে?

মামুন : এজন্য গুগল গ্রুপে আলফা ডিজিটাল প্রজেক্ট নামে আমাদের একটা গ্রুপ আছে। এটি ▸

একটি প্রাইভেট গ্রুপ, যেখানে যেকেউ যোগ দিতে পারে না। প্রজেক্টগুলো আমরা এই গ্রুপের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করে থাকি।

জাকারিয়া : টিম পরিচালনার পাশাপাশি আপনি কি অন্য কোনো কাজ করছেন?

মামুন : না, না, এসব কাজ করেই আর সময় পাই না।

জাকারিয়া : টিমের মাধ্যমে কাজ করার সময় কোনো ধরনের সমস্যা হয় কি?

মামুন : আমরা সাধারণত অদক্ষ লোক নিয়ে কাজ করি। এদের মধ্যে অনেকেই দক্ষ হয়ে নিজেরাই আলাদাভাবে কাজ করা শুরু করে। ফলে টিমটা আর বড় হয় না। সবার মধ্যে একতা থাকলে শীর্ষ অবস্থানটা অনায়াসে ধরে রাখা যেত। কিছুদিন টাকা জমা রাখার সুবিধা নেই। এটা নতুনদের খেয়াল রাখা উচিৎ।

জাকারিয়া : টিমে কাজ করার ক্ষেত্রে মজা কেমন?

মামুন : মজা তো অনেক। আসলে এই লাইনে কাজ করতে এসে অনেক অনেক সম্মান পেয়েছি, যেটা আমি আমার চাকরি জীবনে পাইনি। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া, টাকা পয়সা পাই বা না পাই। আমাদের সম্পন্ন করা সব প্রজেক্টের মধ্যে সেরা এবং আনন্দদায়ক প্রজেক্ট হলো- 'টেলিকমিউনিকেশন সার্ভে'। এই প্রজেক্টে আমরা নরওয়ের এক বায়ারের হয়ে বাংলাদেশের সব মোবাইল কোম্পানির ওপর সার্ভে করেছিলাম। গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, ওয়ারিদ, সিটিসেল, একটেল এবং টেলিটক

আগেও আমরা ওডেস্কের শীর্ষ দশে ছিলাম, এখন আমাদের স্কোর অনেক কমে গেছে। টিমে সবাইতো আর সততার সাথে কাজ করে না। যেমন একটা প্রজেক্টে বায়ার বলেছিল আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে, তার সার্ভারে একটা কাজ চলছে। তখন টিমের একজন ওডেস্কের টিম সফটওয়্যারটি প্রায় ৫ ঘন্টা চালিয়ে রেখে বায়ারকে বলেছিল সে কাজ করেছে এবং সে অনুযায়ী বিল করে দেয়। আসলে তখন সে কোনো কাজই করেনি। ওই কাজে ১২ জন সদস্য কাজ করত, বায়ার তখন সবাইকে ৫-এর মধ্যে ১ ফিডব্যাক দিয়ে দেয়। এখন চিন্তা করেন ১২ জনের ফিডব্যাক যদি ১ করে পড়ে তাহলে কোম্পানির প্রোফাইল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তখন আমাদের গড় ফিডব্যাক ২-এর কাছাকাছি চলে আসে। এরপর দীর্ঘ ৩ মাস কাজ করতে করতে এখন ৩.৭৮-এ উঠে এসেছে।

ওডেস্কে দুই ধরনের কাজ পাওয়া যায়- Fixed এবং Hourly Job। ওডেস্কে কাজের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এখানে Fixed Job প্রজেক্টে টাকা পাবার গ্যারান্টি পাওয়া যায় না। অনেক বায়ার আছে যারা মধুর মধুর কথা বলে Fixed Job প্রজেক্টগুলো করায়। কাজ শেষে আর টাকা দেয় না। গত মাসে এভাবে আমি ৭৫০ ডলার লোকসান করেছি। ওডেস্কে Fixed Job কাজ না করে শুধু Hourly Jobগুলো করা উচিৎ। এই সাইটে অন্যান্য সাইটের মতো Escrow-তে কোম্পানির মধ্যে কার কল রেট কেমন, কে কী কী সুবিধা দিচ্ছে, কে কে ইন্টারনেট সুবিধা দেয়, কোন কোম্পানির শতকরা গ্রাহক কত, কার কভারেজ কেমন- এসব বিষয়ের ওপর আমরা রিপোর্ট করি। এই প্রজেক্টে আমরা ৪ মাসের অধিক সময় কাজ করি। সেই বায়ার বাংলাদেশে অনেক বড় একটা ব্যবসায় শুরু করতে চেয়েছিল। এখন তারা ফিলিপাইনে কাজ করছে।

জাকারিয়া : ওডেস্কে টিম নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

মামুন : এই টিমকে আমি অনেক বড় করব। ওডেস্কে একটা টিম আছে, যারা প্রায় ১১ লাখ ঘন্টা কাজ করে ফেলেছে। সেখানে আমরা মাত্র ১৩ হাজার ঘন্টা কাজ করেছি। ওরা অবশ্য ২০০১ সাল থেকে ওডেস্কে কাজ করছে। আমরা এক বছরে এই অবস্থানে এসেছি। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে আমরাও এরকম একটা পর্যায়ে যাব, ওডেস্কের মধ্যে শক্ত একটা অবস্থান তৈরি করবো।

'আলফা ডিজিটাল' টিমের ওডেস্ক প্রোফাইলের ঠিকানা হচ্ছে www.alphadigital.tk। বর্তমানে তাদের একটি ওয়েবসাইট (www.alphadigitalgroup.com) নির্মাণাধীন রয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে সব ধরনের আউটসোর্সিংয়ের কাজ পাওয়া যায়। ই-মেইল : mamunur_rasid@yahoo.com

ফিডব্যাক : *zakaria.cse@gmail.com*

কমপিউটার পরিপাটি রাখা

(৬৫ পৃষ্ঠার পর)

কোন ফাইলটি রয়ে গেছে রিমুভ করার জন্য। ডিস্ক ক্লিনআপের মাধ্যমে অ্যানালাইজ হবার পর Temporary files অপশনে টিক দিয়ে ওকে করুন।

উইন্ডোজ ভিসতায় ডিস্ক ক্লিনার রান করানোর জন্য Start-এ ক্লিক করে টাইপ করুন 'Clean' এবং আবির্ভূত লিস্কে ক্লিক করুন। যখন Disk Cleaning Options উইন্ডো আবির্ভূত হবে।

ডিফ্র্যাগমেন্টেশন

অপ্রয়োজনীয় ফাইল বা প্রোগ্রাম দূর করার সাথে সাথে সিস্টেমকে ভাইরাসমুক্ত রাখলেই যে সিস্টেম পরিপাটি হয় তা নয়। উপরোল্লি-খিত কাজ শেষে সিস্টেমের বাকি ফাইলগুলো সুবিন্যস্ত করা দরকার। এজন্য উইন্ডোজের ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট টুল ব্যবহার করে ডিস্কের ফাইলসমূহ সুবিন্যস্ত করা যায়। উইন্ডোজ এক্সপিতে Start→Programs→Accessories → System Tools-এ ক্লিক করে সবশেষে Disk Defragmenter বেছে নিন। এরপর যে ড্রাইভকে পরিপাটি করতে হবে তা সিলেক্ট করে Defragment বাটনে ক্লিক করলেই ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভিসতায় এ কাজটি করার জন্য Start-এ ক্লিক করে Defrag টাইপ করতে হবে। এবার প্রোগ্রাম লিস্কে ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করতে হবে যেকোনো User Account Control মেসেজে। ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার উইন্ডোতে আনসিলেক্ট করতে হবে Run on a schedule অপশন এবং সবশেষে Defragment now বাটনে ক্লিক করতে হবে।

এরপর সিস্টেমকে ভাইরাস ও স্পাইওয়্যারমুক্ত করতে হবে। ফলে সব অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ফাইল হার্ডডিস্ক থেকে অপসারিত হয়ে সিস্টেমে নতুন সাজে সজ্জিত হবে। হবে অপটিমাম স্পিডসমন্বিত।

সবশেষে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম স্টার্টআপের সময় যাতে লোড হতে না পারে, তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। এ কাজটি করার জন্য পিসির স্টার্টআপ প্রসেস সম্পন্ন হবার পর নোটিফিকেশন এরিয়ার প্রোগ্রামগুলোর দিকে খেয়াল করে দেখুন। তবে অবশ্যই ম্যানুয়ালি কোনো অ্যাপ্লি-কেশন ওপেন করার আগে। প্রতিটিতে ডান ক্লিক করলে একটি কনটেক্সট মেনু আবির্ভূত হবে যেখানে থাকবে পুরো প্রোগ্রাম ওপেন বা রিস্টোর করার অপশন।

Options বা Preferences মেনু লোকেট করার জন্য ব্যবহার করুন Toolbar মেনু। এটি সাধারণত সফটওয়্যার অন্তর্গত Edit বা Tools মেনুতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এক্সপিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উইন্ডোজ মেসেঞ্জার স্টার্ট হওয়াকে বন্ধ করা যায়। এজন্য Notification Area-র আইকনে ডান ক্লিক করুন এবং মেনু থেকে Open-এ ক্লিক করুন। এরপর মেনু থেকে Tools-এ ক্লিক করুন এবং Preferences ট্যাবে সুইচ করে Run Windows Messenger When Windows starts অপশন আনটিক করুন যাতে লোড হতে না পারে।

ফিডব্যাক : *mahmood_sw@yahoo.com*

অ্যাপলের নতুন বিস্ময় আইপ্যাড

এস. এম. গোলাম রাব্বি

এমন একটি দৃশ্যের কথা কল্পনা করুন যেখানে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে আপনাকে কষ্ট করে দরজায় গিয়ে খবরের কাগজটি আনতে হবে না; ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে একটি উচ্চপ্রযুক্তির কোনো ডিভাইসে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। এক সময় এমন দৃশ্য কল্পনাতে সীমাবদ্ধ থাকলেও আজ তা খুবই বাস্তব। আপনার ডেস্কটপ কমপিউটার, মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই দেখতে পাবেন প্রতিদিনের খবরের কাগজের সর্বশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ। আসলে খবরের কাগজ একটি উদাহরণ মাত্র! এরকম নানাবিধ কাজে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন কমপিউটিং ডিভাইস ব্যবহার করি। সম্প্রতি পোর্টেবল পার্সোনাল কমপিউটিং এবং ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অ্যাপল বিশাল ঝড় তুলেছে। আর বিশ্বব্যাপী এ আলোড়নটি সৃষ্টি হয়েছে অ্যাপলের বহুল প্রতীক্ষিত আইপ্যাডের (iPad) মাধ্যমে। অ্যাপলের অন্যান্য পণ্যের মতো আইপ্যাডের ডেভেলপমেন্টের বিষয়টি পর্দার আড়ালে রাখা হয়েছিল। পর্দাটি উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল আইপ্যাড আসলে স্মার্টফোন এবং কমপিউটারের মাঝামাঝি একটি ডিভাইস।

আইপ্যাড দেখতে আইফোন কিংবা আইপড (iPod) টাচের মতো মনে হলেও আসলে এটি এগুলোর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু নোটবুক কমপিউটারের চেয়ে ছোট। এটা অনেকের কাছেই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার, আসলেই আইপ্যাডটা কী? উত্তর হলো, এটা একটা ডিজিটাল মিডিয়া ট্যাবলেট। আপনার কাছে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট না হলে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এ লেখাটিতে আমরা আইপ্যাড সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করবো।

আইপ্যাড ডিজাইন : আইপ্যাড মূলত একটি হ্যান্ডহেল্ড মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস। আইফোন এবং আইপড টাচের মধ্যে আছে এ ধরনের অনেক বৈশিষ্ট্যই রয়েছে এ ডিভাইসটিতে। আইপ্যাডের গঠন আইফোন এবং অ্যালুমিনিয়াম বেষ্টিত ম্যাকবুকের মাঝামাঝি রকমের। আকার-আকৃতি এবং কারিগরি দিক– উভয় দিক দিয়েই এর ৯.৭ ইঞ্চি স্ক্রিনটি আইফোন এবং ম্যাকবুকের স্ক্রিনের মাঝামাঝি রকমের। ১নং ছকে আইপ্যাড, আইফোন, আইপড টাচ এবং ম্যাকবুক প্রো'র তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে।

লক্ষ করে দেখুন, আইপ্যাডের ডিসপ্লে বৈশিষ্ট্যে আইফোন/আইপ্যাড টাচ এবং ম্যাকবুক প্রো'র ডিসপ্লে বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। আইপ্যাডের স্ক্রিন আইপড টাচ এবং আইফোনের মতো মাল্টিটাচ টেকনোলজি অনুসরণ করে।

আইপিএস বা ইন-প্লে-ইন সুইচিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে আইপ্যাড। আইপিএসের ডিসপ্লে খুব উন্নতমানের। এর স্ক্রিন নোটবুক কমপিউটারের মনিটর কিংবা ফ্লাট-প্যানেল মনিটরের মতো। আইপিএস ডিসপ্লে খুবই স্বচ্ছ। এটি অনেক বড় ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৭৮ ডিগ্রি ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল থেকে আইপ্যাডের স্ক্রিন বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে (LCD) তৈরিতে যেভাবে আলো চলাচল করে, আইপিএস টেকনোলজিতেও সেভাবে আলো চলাচল করে।

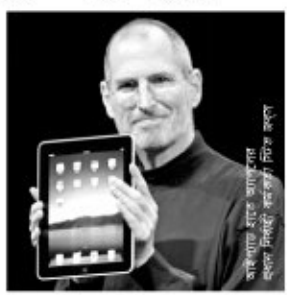

আইপ্যাডের বৈশিষ্ট্য : এতক্ষণ আইপ্যাডের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার এ ডিভাইসটির বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

আইফোন, আইপড টাচ এবং আইপ্যাড–এ তিনটি ডিভাইসই তিন অক্ষবিশিষ্ট অ্যাকসেলারোমিটার ঘুরানোর মাধ্যমে পিকচার অরিয়েন্টেশন পরিবর্তন করে। কিন্তু আইপ্যাডের স্ক্রিনে রোটেশন লকের মাধ্যমে এর স্ক্রিন অরিন্টেশন পোর্ট্রেইট (উলম্ব) অথবা ল্যান্ডস্কেপ (অনুভূমিক) অবস্থায় আটকে দেয়া যায়।

আইফোন এবং আইপড টাচের মতো আইপ্যাডের একটি সম্পূর্ণ কোয়ার্টি অন-স্ক্রিন কীবোর্ড রয়েছে। যখন ডিভাইসটি ল্যান্ডস্কেপ মোডে চলে, তখন এর কীবোর্ডটি অনেকটা আইম্যাক (iMac) সিস্টেমের কীবোর্ডের মতো দেখায়।

অ্যাপলের মতে, বর্তমানে আইফোন এবং আইপ্যাড টাচের ব্যবহার হওয়া ১ লাখ ৫০ হাজার অ্যাপ্লিকেশনের বেশিরভাগ চলবে আইপ্যাডে। সাফারি ব্রাউজার এবং নতুনভাবে ডিজাইন করা মেইল অ্যাপ্লিকেশনসহ ১২টি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাল্টিটাচ অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে প্রাথমিকভাবে অ্যাইপ্যাড লোড করা থাকে। এর মধ্যে ইউটিউব, ম্যাপস্, অ্যাপস্টোর, নোট, ক্যালেন্ডার, কন্টাক্ট ও আইবুকসহ আইপড এবং আইটিউনের অ্যাপ্লিকেশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কিছু কারিগরি তথ্য : দু'ধরনের স্টোরেজ কনফিগারেশনের আইপ্যাড কিনতে পারেন। একটি শুধু ওয়াইফাই, অন্যটি ওয়াইফাই প্লাস থ্রিজি। ছক-২-এ এই দুই কনফিগারেশনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো– ▶

ছক নং-১	ওয়াইফাই	ওয়াইফাই প-াস থ্রিজি
০১. প্রস্থ	৭.৪৭ ইঞ্চি (১৯ সে.মি.)	৭.৪৭ ইঞ্চি (১৯ সে.মি.)
০২. গভীরতা	০.৫ ইঞ্চি (১.৩ সে.মি.)	০.৫ ইঞ্চি (১.৩ সে.মি.)
০৩. ভর	১.৫ পাউন্ড (০.৭ কিলোগ্রাম)	১.৫ পাউন্ড (০.৭ কিলোগ্রাম)
০৪. স্টোরেজ ক্যাপাসিটি	১৬ গি.বা., ৩২ গি.বা., ৬৪ গি.বা.	১৬ গি.বা., ৩২ গি.বা., ৬৪ গি.বা.
০৫. স্টোরেজ লাইপ	সলিড স্টেট	সলিড স্টেট
০৬. দাম	৪৯৯ ডলার, ৫৯৯ ডলার, ৬৯৯ ডলার	৬২৯ ডলার, ৭২৯ ডলার, ৮২৯ ডলার
০৭. প্রসেসর	১ গিগাহার্টজ অ্যাপল এ৪	১ গিগাহার্টজ অ্যাপল এ৪
০৮. ব্যাটারির চার্জের স্থায়িত্ব	১০ ঘণ্টা	১০ ঘণ্টা
০৯. ব্যাটারির আয়ু	১০০০+ চার্জ	১০০০+ চার্জ
১০. ডিফল্ট অ্যাপি-কেশন সংখ্যা	১২	১২
১১. কেস	রিসাইকেলড অ্যালুমিনিয়াম	রিসাইকেলড অ্যালুমিনিয়াম
১২. ওয়াইফাই	৮০২.১১ এ/বি/জি/এন	৮০২.১১ এ/বি/জি/এন
১৩. ব-ুটুথ	২.১+ ইডিআর টেকনোলজি	২.১+ ইডিআর টেকনোলজি
১৪. থ্রিজি	নেই	আছে
১৫. ভিডিও	৩০ ফ্রেম/সেকেন্ড	৩০ ফ্রেম/সেকেন্ড
১৬. মাইক্রো সিমকার্ড স্লট	নেই	১টি

স্বাধীনতা আছে।

ডিজিটাল রিডার হিসেবে আইপ্যাড : একটি ডিজিটাল ই-রিডারের চেয়েও বেশি কাজ করবে আইপ্যাড। অ্যাপল আশা করছে এরা ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল মিডিয়ার বাজারটি দখল করবে যা বর্তমানে আমাজন নিয়ন্ত্রিত। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আইপ্যাড একটি বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ডিজিটাল মিডিয়া ডিভাইস।

আমাজনের কিন্ডেল খুবই জনপ্রিয় একটি ই-রিডার। কিন্তু এটি শুধু ইলেকট্রনিক বই পড়ার কাজে ব্যবহার করা যায়। অ্যাপলের আইপ্যাডের চেয়েও বেশি কাজে ব্যবহার হয়। অ্যাপলের মতে, আইপ্যাড এমন একটি ই-রিডার যা কিন্ডেলকে অতিক্রম করতে সমর্থ হবে।

শেষ কথা : প্রযুক্তি জগতে অ্যাপল কিছু দিন পর পরই এক একটি নতুন পণ্যের মাধ্যমে ভোক্তাদের মধ্যে এক বিশাল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অ্যাপলের সর্বশেষ আবিষ্কার অ্যাপল আইপ্যাড সে বিস্ময়ের মূল্যায়ন করে রাখতে পারবে বলে আশা করছে প্রযুক্তিবান্ধব মানুষেরা।

ফিডব্যাক : rabbi1982@yahoo.com

ছক নং-২	আইপ্যাড	আইফোন	আইপড টাচ	ম্যাকবুক প্রো
ডিসপে- সাইজ	৯.৭ ইঞ্চি (২৪.৬ সেন্টিমিটার)	৩.৫ ইঞ্চি (৮.৯ সেন্টিমিটার)	৩.৫ ইঞ্চি (৮.৯ সেন্টিমিটার)	১৩.৩, ১৫.৪, ১৭ ইঞ্চি (৩৩.৮, ৩৯.১, ৪৩.২ সেন্টিমিটার)
ওরিয়েন্টেশন	৪:৩ অ্যাসপেক্ট রেশিও	ওয়াইড স্ক্রিন ডায়াগোনাল	ওয়াইড স্ক্রিন ডায়াগোনাল	১৬:১০ অ্যাসপেক্ট রেশিও
ইন্টারফেস	মাল্টিটাচ ডবি-উ/আইপিএস	মাল্টিটাচ	মাল্টিটাচ	–
রেজ্যুলেশন	১০২৪x৭৬৮ পিক্সেল	৪৮০x৩২০ পিক্সেল	৪৮০x৩২০ পিক্সেল	১৯২০x১২০০ পিক্সেল
সেন্সর	অ্যামবিয়েন্ট লাইট	অ্যামবিয়েন্ট লাইট	–	–
ম্যাটেরিয়াল	ফিঙ্গারপ্রিন্ট রোধক	ফিঙ্গারপ্রিন্ট রোধক	মার্কারি, আর্সেনিকমুক্ত গ-াস	
	ওলিওফোবিক বেষ্টিত গ-াস	ওলিওফোবিক বেষ্টিত গ-াস		
এলইডি-ব্যাকলিট	হ্যাঁ	না	না	হ্যাঁ

২ নং ছকের তথ্য অনুযায়ী দু'টি মডেলের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। কিন্তু থ্রিজি সামর্থ্যসহ কয়েকটি বিষয় এদেরকে আলাদা করেছে।

ওয়াইফাই মডেল অনেকটা নোটবুক কিংবা নোটবুক কমপিউটারের মতো কাজ করে। এই তিনটি ডিভাইসই বিল্ট-ইন ওয়াইফাইর মাধ্যমে ওয়্যারলেস ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হয়। নোটবুক কমপিউটারের মতো আইপ্যাড মডেলে হটস্পট সীমাবদ্ধতা আছে। থ্রিজিসহ ওয়াইফাই মডেলের আইপ্যাডে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং ই-মেইল চেকিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক

comjagat.com
You are LIVE

A Mandatory Skill to Step into today's Enterprise Networking
CCNA - Cisco Certified Network Associate
Largest State-of-Art Lab in Bangladesh with
12 CISCO Routers & 5 CISCO Switches
Job hunting made easy with the world's most Powerful Certification programs
CISCO SYSTEMS
EMPOWERING THE INTERNET GENERATION
CISCOVALLEY
www.ciscovalley.com
House # 519/A 1st Floor, (East side of BEL TOWER)
Road # 1, Dhanmondi, Dhaka- 1205.
Phone: 8629362, 0167 2203636
E-mail: ciscovalley@live.com
Facilities:
World class learning environment with largest Cisco State-of-Art lab in Bangladesh
Managed by experienced & trained personnel from US & Canada
Unbeaten Combination of best faculty & best programs
Pioneer and specialized in Networking Training
Give you the guarantee of certification

আসছে থ্রিডি টিভি

সুমন ইসলাম

প্রতিদ্বন্দ্বী এলজি, প্যানাসনিক এবং সনিকে তাক লাগিয়ে গত মাসের শেষ দিকে হঠাৎ করেই বাজারে হাজির স্যামসাংয়ের থ্রিডি টিভি। ৯০ দশকের শেষ দিক থেকেই প্রকৌশলীরা থ্রিডি টিভি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। বিশেষ চশমা ব্যবহার করে থ্রিডি মুভি দেখা বা গেমস আগে থেকেই খেলা যাচ্ছিল। এখন চশমা ছাড়াই ঘরে বসে থ্রিডি টিভিতে দেখা যাবে মজার মজার সব মুভি।

দক্ষিণ কোরিয়ার ইলেকট্রনিক্স পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং তার সি৭০০০ মডেলের থ্রিডি টিভি বিক্রি করছে ১ হাজার ৮০০ পাউন্ডে। এই টিভি জনপ্রিয় করতে এর বিজ্ঞাপনী বাজেট ৮০ লাখ পাউন্ড। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দোকানে প্রথম এই ৪০ ইঞ্চি টিভি বিক্রি শুরু হয়। পরে অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যাবে। কোনো টেলিভিশন কেন্দ্র এখনো থ্রিডি অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু না করায় ক্রেতাদের থ্রিডি টিভি পাশাপাশি ৩৪৯ পাউন্ড দিয়ে একটি ব্লু-রে পে-য়ার কিনতে হবে। যারা এ দুটিই কিনবেন তারা পাচ্ছেন দুই জোড়া বিশেষ চশমা এবং থ্রিডি ডিভিডি 'মনস্টার ভার্সেস এলিয়েন' ছবিটি।

থ্রিডি টিভি হচ্ছে অসম্ভব চাঞ্চল্যকর একটি প্রযুক্তি। স্যামসাং কর্তৃপক্ষ জানায়, একবার কেউ যদি এই টেলিভিশনে অনুষ্ঠান দেখেন, তাহলে তার পক্ষে অন্যদিকে চোখ ফেরানো দায় হবে। মূলত থ্রিডি মুভিসহ যেকোনো অনুষ্ঠান দেখার উপযুক্ত প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটেছে এই টেলিভিশনে। এর রয়েছে স্টেরিওস্কোপিক ক্যাপচার, মাল্টি ভিউ ক্যাপচার এবং থ্রিডি ডিসপে-। এককথায় ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত অনুষ্ঠান দেখা যাবে এই টেলিভিশনে। দর্শকদের আকর্ষণ করার জন্য ৯০ দশকের শেষ দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে থ্রিডি মুভি বা সিরিয়াল তৈরি হতে শুরু করে এবং এগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়। গত বছর নভেম্বরে যুক্তরাজ্যে চ্যানেল ৪ প্রথম স্বল্প আকারে থ্রিডি অনুষ্ঠান চালু করে। পরে এর ব্যাপ্তি বাড়ে। তখন সম্প্রচারিত হয় থ্রিডি অনুষ্ঠান ডেরেন ব্রাউন অ্যান্ড দ্য তুইন। গত ৩১ জানুয়ারি বিএসকেওয়াইবি বিশ্বে প্রথমবারের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং আর্সেনালের ফুটবল খেলা থ্রিডিপ্রযুক্তিতে সরাসরি সম্প্রচার করে। চলতি বছর গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডেও মাইকেল জ্যাকসনের স্মরণে একটি পর্ব থ্রিডি প্রযুক্তিতে সম্প্রচার করা হয়, এ কাজে ব্যবহার হয় আনাগি-ফ ফরমেট।

থ্রিডি টিভি একটি উদীয়মান প্রযুক্তি। এর মূল লক্ষ্য দর্শকরা যাতে ঘরে বসে ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্র, টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং ভিডিও গেম উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা। হোম থিয়েটারের জন্য বেশ কিছু কোম্পানি থ্রিডিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে পারলেও থ্রিডি টিভি প্রযুক্তি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে আরো কয়েক বছর লেগে যাবে। কারণ পুরনো টেলিভিশনে চলবে না। গ্রাহককে কিনতে হবে নতুন টেলিভিশন যন্ত্রপাতি, যাতে রয়েছে থ্রিডি রেডি টিভি এবং থ্রিডি সক্ষম ব্লু-রে পে-য়ার।

একটি ভালো খবর হচ্ছে, ব্লু-রে ডিস্ক অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি থ্রিডি কনটেন্ট অ্যানকোডিংয়ের স্ট্যান্ডার্ড অনুমোদন করেছে। তারা বলছে, প্যানাসনিক, সনি এবং স্যামসাংসহ বেশ কয়েকটি টিভি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান থ্রিডি টিভি তৈরি করতে শুরু করেছে। তবে তাদের প্রযুক্তির কোনো প্রমিত মান নেই। তাই কোন কোম্পানির থ্রিডি টিভি দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকবে তা অনুমান করা সহজ নয়। ব্লু-রে থ্রিডি স্ট্যান্ডার্ড এক্ষেত্রে একটি প-াটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। যেকোনো কোম্পানির থ্রিডি সক্ষম সেটে থ্রিডি ব্লু-রে ডিস্ক কাজ করতে পারবে।

আপাতত যে প্রযুক্তির টেলিভিশন আসছে, তাতে থ্রিডি অনুষ্ঠান দেখতে হলে বিশেষ চশমা ব্যবহার করতে হবে। তবে কিছু কোম্পানি এমন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে যেখানে চশমা পরার প্রয়োজন হবে না। এমনিতে টিভি স্ক্রিনেই দেখা যাবে থ্রিডি অনুষ্ঠান। তবে সেটি না আসা পর্যন্ত চশমা পরেই দেখতে হবে। কনটেন্ট কম থাকার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। তবে আগামী ৩/৪ বছরে হয়তো এ সমস্যা আর থাকবে না।

থ্রিডি টিভির স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়েও গবেষণা চলছে। স্যামসাং ইতোমধ্যেই এই প্রযুক্তির টেলিভিশনের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা স্বীকার করেছে। তারা বলছে, শিশু এবং কিশোররা থ্রিডি অনুষ্ঠান দেখে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে বেশি পড়তে পারে। তাই তারা যখন এই টেলিভিশন দেখবে তখন তাদের সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। উজ্জ্বল ছবি বা আলোকচ্ছটা দেখে মৃগিরোগ বা স্ট্রোকও হতে পারে কারো কারো।

স্যামসাং বলেছে, গর্ভবতী, বয়স্ক, মারাত্মক রকমের অসুস্থ, নিদ্রাহীনতা বা মাদকাসক্তদের থ্রিডি কার্যক্রম উপভোগ থেকে বিরত থাকাই উত্তম। থ্রিডি টিভি দেখার কারণে মোশন সিকনেস, চোখের ওপর চাপ তৈরিসহ নানা সমস্যার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের জোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে ইএসপিএন বলেছে, তারা চলতি বছর ফিফা বিশ্বকাপসহ ৭০ থেকে ১০০ ক্রীড়া অনুষ্ঠান থ্রিডি প্রযুক্তিতে সম্প্রচার করবে। কলেজ ফুটবল ও বাস্কেটবল খেলাও এ প্রযুক্তিতে সম্প্রচার করা হবে।

বিজনেস উইকে ক্লিফ অ্যাডোয়ার্ডের লেখা এক নিবন্ধে সনি এবং থ্রিডি টিভি সম্পর্কে মজার তথ্য পাওয়া গেছে। সনি আশা করছে, ২০১৩ সালের মার্চের শেষ নাগাদ তাদের মোট টেলিভিশন উৎপাদনের অন্তত ৫০ শতাংশ হবে থ্রিডি টিভি, যদিও চলতি বছর তাদের এ ধরনের টেলিভিশন উৎপাদনই শুরু হয়নি।

হলিউড চলচ্চিত্র অ্যাভাটারের সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই চলচ্চিত্রের সাফল্যের কারণে অন্যান্য চলচ্চিত্র নির্মাতারাও এখন ঝুঁকছেন থ্রিডির দিকে। অল ফিউচার ডিজনি এবং ড্রিমওয়ার্ক পিকচারও থ্রিডি নিয়ে কাজ করছে। এখন থেকে হয়তো সব চলচ্চিত্রেই এই প্রযুক্তি ব্যবহার হতে দেখা যাবে।

বিশ্বের বৃহৎ কনজ্যুমার টেকনোলজি ট্রেডশো তথা সিইএস ২০০৯-এ সনি তার থ্রিডি টিভির প্রাথমিক সংস্করণ প্রদর্শন করেছে। সনি চাইছে চলতি বছরই থ্রিডি টিভি বাজারে ছাড়তে, যদিও তাদের আগেই স্যামসাং এ ধরনের টিভি বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। প্রযুক্তিবিদরা মনে করছেন, ২০১২ সালের আগে কোনো কোম্পানির থ্রিডি টিভিই টেলিভিশনের মূল ধারায় আসতে পারবে না। তার পরও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে অর্থাৎ স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ অন্যান্য কারণে এই টেলিভিশন আদৌ জনপ্রিয় হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তারা বলছেন, সময়ই বলে দেবে কি হবে থ্রিডি টিভির ভবিষ্যৎ।

হুন্দাই এবং মিতসুবিশি ইতোমধ্যেই এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে থ্রিডি রেডি টেলিভিশন বিক্রি শুরু করেছে। থ্রিডি টিভির সাথে এর পার্থক্য বিদ্যমান। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন, ২০১৫ সাল নাগাদ টেলিভিশন বাজারের ৫০ শতাংশ দখল করে নেবে থ্রিডি টিভি। আবার কেউ কেউ বলছেন, থ্রিডি টিভি আদৌ বাজার পাবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

বিলকেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ১৯টি প্রতিষ্ঠানের একটি কনসোর্টিয়াম ২০০৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর থ্রিডি টিভি প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রকল্পের তহবিল দেয় ইউরোপীয় কমিশন। গবেষকরা থ্রিডি টিভিকে একটি সমন্বিত পর্যায়ে নিয়ে আসার কাজ করেন। তারা একটা পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য গত বছর থেকে বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করে টেলিভিশন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

ফিডব্যাক : sumonislam7@gmail.com

Gartner Report

Worldwide PC Shipments Grew 27 Percent in First Quarter of 2010

Worldwide PC shipments totaled 84.3 million units in the first quarter of 2010, a 27.4 percent increase from the first quarter of 2009, According to preliminary results by Gartner, Inc. These first quarter results have exceeded Gartner's earlier market outlook. Gartner had been expecting first quarter PC shipments to grow 22 percent.

"The stronger-than-expected growth was led by a robust recovery in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) PC market, which grew 24.8 percent in the first quarter of 2010," said Mikako Kitagawa, principal analyst at Gartner. "All other regions recorded double-digit growth rates, although the U.S. and Latin America were slightly lower than what we had expected."

"These first quarter results indicate that the professional PC market is gradually picking up, driven by PC replacements in mature markets," Kitagawa said. "With a relatively positive macroeconomic outlook, business demand was more forthcoming. Major PC replacement demand driven by Windows 7 will become more apparent in the second half of 2010 and the beginning of 2011."

HP continued to be the leader in worldwide PC shipments, but its growth was below the worldwide average in the first quarter of 2010 (see Table 1). HP faced continued pressure from its Asian rivals that are gaining share. However, HP's strength could be apparent as the professional market rebounds.

Acer had strong shipment growth across all regions. Acer's business model allows it to meet price points that other vendors find difficult to match. Dell achieved year-over- year growth above 20 percent for the first time in two years. Dell's growth was attributed to strong international sales.

Lenovo's PC shipments increased 59.2 percent in the first quarter of 2010. Lenovo's commitment to expand into the consumer segment seems to have brought positive results, although its high dependence on China's market remained unchanged. ASUS joined the worldwide top 5 ranking for the first time, sharing the position with Toshiba. ASUS had PC shipments increase 114.8 percent in the first quarter. The company quickly increased market share with its mini-notebook launch in 2008, but it has also successfully expanded into the traditional mobile PC market.

In the U.S., PC shipments totaled 17.4 million units in the first quarter of 2010, a 20.2 percent increase from the first quarter of 2009. The U.S. market has registered two consecutive quarters of double-digit shipment growth.

"Although the first quarter is not typically a strong quarter for the consumer market, growth in the consumer segment was strong. We are expecting about 30 percent growth in the U.S. consumer PC market in the first quarter of 2010. The positive economic outlook and affordable system prices drove U.S. consumers to buy more PCs. These purchases either replaced aging PCs or became additions to buyers' households," Kitagawa said. "In the professional segment we are seeing gradual signs of improvement, and we are expecting about 10 percent growth in the professional market in the first quarter."

HP maintained the top position in the U.S. market, but its growth was below the market average (see Table 2). Dell retained the No. 2 position in the U.S. market, but continued to face challenges in the consumer market. Toshiba's shipments grew 50 percent in the U.S. market, as it became more competitive with pricing and promotions. Toshiba also did well in the value segment of notebooks. Apple created major attention with its media tablet, the iPad, which launched in April. The hype around the iPad added positive sentiment to the company's PC shipments. Early estimates showed that Apple grew 34 percent in the U.S. market.

In the first quarter of 2010, PC shipments in EMEA totaled 27.1 million units, a 24.8 percent increase from the first quarter last year (see Table 3).

"The EMEA PC market exhibited double-digit growth in the first quarter of 2010 and saw the biggest shipment volume on record for the first quarter of a year, which indicates an earlier-than-expected return to solid growth in this market," said Ranjit Atwal, principal analyst at Gartner. "However, we need to recognize that this is growth from a low base, as the first quarter of 2009 saw the market's worst decline since 2001. Nevertheless, 2010 will undoubtedly offer vendors more opportunities than 2009 did."

In Western Europe, the markets of the U.K, France and Germany all performed strongly. There were also signs of recovery

Table 1

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 1Q10 (Thousands of Units)

Company	1Q10 Shipments	1Q10 Market Share (%)	1Q09 Shipments	1Q09 Market Share (%)	1Q09-1Q10 Growth (%)
HP	15,319	18.2	12,773	19.3	19.9
Acer	12,003	14.2	7,779	11.7	54.3
Dell	10,209	12.1	8,406	12.7	21.4
Lenovo	6,977	8.3	4,384	6.6	59.2
ASUS	4,647	5.5	2,164	3.3	114.8
Toshiba	4,623	5.5	3,404	5.1	35.8
Others	30,565	36.2	27,309	41.2	11.9
Total	**84,344**	**100.0**	**66,220**	**100.0**	**27.4**

Source: Gartner (April 2010)

Note: Data includes desk-based PCs and mobile PCs. 1Q10 = First quarter of 2010

Table 2

Preliminary U.S. PC Vendor Unit Shipment Estimates for 1Q10 (Thousands of Units)

Company	1Q10 Shipments	1Q10 Market Share (%)	1Q09 Shipments	1Q09 Market Share (%)	1Q09-1Q10 Growth (%)
HP	4,367	25.0	4,076	28.1	7.1
Dell	4,082	23.4	3,808	26.2	7.2
Acer	2,728	15.6	1,808	12.5	50.9
Toshiba	1,506	8.6	1,004	6.9	50.0
Apple	1,398	8.0	1,043	7.2	34.0
Others	3,366	19.3	2,780	19.1	21.1
Total	**17,446**	**100.0**	**14,518**	**100.0**	**20.2**

Source: Gartner (April 2010)

Note: Data includes desk-based PCs and mobile PCs. 1Q10 = First quarter of 2010

in Central and Eastern Europe, with the Russian market showing an earlier-than-expected revival, despite the continued poor economic environment. The combined Middle East and Africa region also performed better than expected.

The encouraging performance of the EMEA PC market was fostered by very strong demand from the consumer sector, largely for mobile PCs. Mini-notebook PCs retained a significant share of mobile PC shipments.

"The professional PC market has begun to show some improvement, driven mainly by small businesses. The future remains positive in this segment as organizations start to replace older PCs and migrate to Windows 7," said Rangit Atwal.

Acer gained the No. 1 position in 2009 and retained its lead in the first quarter of 2010, with a 21.3 percent market share. "Acer had an excellent quarter as a result of very strong demand for mobile PCs and improved desk-based PC growth," said Atwal. Asus moved ahead of Toshiba, nearly doubling its market share from the first quarter of 2009 as a result of strong shipments of mini-notebooks. Vendors outside the top five continued to drive the market's growth, with Sony, Lenovo and Apple all posting increases above the market average.

In Asia/Pacific, PC shipments reached 26.5 million units, a 36.9 percent increase from the first quarter of 2009. PC shipments in China grew 45.4 percent; this growth was led by consumer PC demand due to the Chinese New Year holidays, when promotions and students' winter holidays stimulated purchases, especially of mobile PCs.

The PC market in Latin America grew 35.4 percent, with shipments reaching 7.2 million units in the first quarter of 2010. Brazil has a large volume of local shipments because of high tariffs imposed on imported PCs. Consequently, growth in Latin America largely depends on these vendors.

In Japan, PC shipments totaled 4.3 million units in the first quarter of 2010, a 14.7 percent increase from the same period last year. Two major growth drivers are the continuous demand in the education market and introductions of new products in the consumer market.

These results are preliminary. Final statistics will be available soon to clients of Gartner's PC Quarterly Statistics Worldwide by Region program. This program offers a comprehensive and timely picture of the worldwide PC market, allowing product-planning, distribution, marketing and sales organizations to keep abreast of key issues and their future implications around the globe. Additional research can be found on Gartner's Computing Hardware section on Gartner's Web site at http://www.gartner.com/it/products/research/asset_129157_2395.jsp.

Table 3

Preliminary EMEA PC Vendor Unit Shipment Estimates for 1Q10 (Thousands of Units)

Company	1Q10 Shipments	1Q10 Market Share (%)	1Q09 Shipments	1Q09 Market Share (%)	1Q09-1Q10 Growth (%)
Acer	5,789	21.3	3,769	17.3	53.6
HP	5,532	20.4	4,537	20.9	21.9
Dell	2,500	9.2	2,036	9.4	22.8
ASUS	2,186	8.1	940	4.3	132.5
Toshiba	1,555	5.7	1,455	6.7	6.8
Others	9,573	35.3	9,011	41.4	6.2
Total	**27,134**	**100.0**	**21,747**	**100.0**	**24.8**

Note: Data includes desk-based PCs and mobile PCs. 1Q10 = First quarter of 2010

Source: Gartner (April 2010)

ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ

আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা - ১০০০

Fax: 88-02-7113311, e-mail: esc@dhaka.net; Web: www.esc-bd.org

COMPUTER EDUCATION PROGRAMME 2010

➢ Seat per Batch: 20 ➢ Admission going on

Get the world class IT Program

	Course Name	Starting Date	Course Fee
♦	Computer Fundamentals, Windows XP & MS Office XP	25/5/10	Tk. 4,000/-
♦	Computer Fundamentals, Windows XP & MS Office XP (Evening)	24/5/10	Tk. 5,000/-
♦	Hardware Maintenance & Network Essentials (Module-I)	16/5/10	Tk. 6,000/-
♦	Networking with Windows 2003 Server (Module-II)	05/6/10	Tk. 8,000/-
♦	Redhat Certification & Professional ISP System Administrator, (RHEL-5) (Module-III)	25/6/10	Tk. 10,000/-
♦	Certificate in LAN & WAN Administrating with Windows 2003 Server (Module-I&II)	16/5/10	Tk. 14,000/-
♦	Certificate in LAN & WAN Administrating & ISP Setup with Linux (Module-I&III)	16/5/10	Tk. 16,000/-
♦	IEB Certified LAN & WAN Administrator (Module-I,II,III)	16/5/10	Tk. 22,000/-
♦	AutoCAD (2D)	24/7/10	Tk. 5,000/-
♦	AutoCAD (3D)	20/9/10	Tk. 2,500/-
♦	Geographic Information System (GIS)	02/10/10	Tk. 7,000/-
♦	RDBMS Programming with Oracle 10g & Dev. 10g	24/9/10	Tk. 7,500/-
♦	Website Design and Development (Module-A)	25/7/10	Tk. 6,000/-
♦	Web Programming PHP & Apache/IIS with Windows/Linux (Module-B)		Tk. 10,000/-
♦	Developing Management Information System (MIS) in PHP/MYSQL Track: (Module-A, B&C)	25/7/10	Tk. 22,000/-

Contact Office Hours: 02:00P.M. – 09:00 P.M.
(Except Friday & Other Govt. or National Holidays)

Ph: 9555122, 9560100, 7166334
Mob: 01712-139662, 01911391407

HP Lances Bangali New Year Promotion Program

HP Imaging & Printing group has launched "Celebrate Bengali New Year 1417 with HP and Get More" Promotion program for its valuable customers. This offer is valid with purchases of HP Printers and Original HP Inkjet and Laserjet Cartridges.

HP is providing Agora shopping voucher, Helvetia meal voucher and Ross sweet voucher with attractive Nabarbasha notebook and exclusive gift – Kay Kraft fatua with purchase of HP Printers and original HP print cartridges. After purchasing any of the selected products, customer will get the chance of getting any of the gifts by scratching off the scratch cards.

HP Deskjet D1660 Printer, HP Deskjet D2660 Printer, HP Deskjet F2480 All-in-One, HP Photosmart D5560 printer, HP Photosmart C4680 All-in-One, HP Photosmart C4780 All-in-One, HP Officejet 6500 Printer, HP Officejet K7000 Printer and HP Officejet J3608 All-in-One are the selected printers, 78D, 14A, 15A, 21A, 22A, 45A, 56A, 57A, 61A, 62A, 65A, 74A, 75A, 98A are the selected Inkjet Print Cartridges and 10A, 11A, 12A, 13A, 15A, 35A, 36A, 38A, 42A, 49A, 51A, 53A, 61A, Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, CB540A, CB541A, CB542A, CB543A are the selected Laserjet Print Cartridges for this promotion.

HP Road Show at Computer Market

The program was launched on the 11th April, 2010 and will continue till 30th April, 2010 or till the stock lasts.

HP is the leading IT Manufacturer holding number #1 position in world-wide market-share for LaserJet Printers, InkJet Printers, All-In-One Multifunction Printers, Scanners, Wide-Format Printers and Printing Supplies. HP is also holding A+ rating for last 15 years in PC Magazine Service & Reliability Printer Survey Results. Till to date HP has shipped more than 600 million printers world-wide and invests US$4 billion per year in Research and Development to ensure HP customers can get the best value for their money with the latest cutting-edge technology. HP is committed to providing customers with

Country at HP Road Show

inventive, high quality products and services that are environmentally sound and conducts operations in environmentally responsible manner. That commitment continues to be one of the guiding principles that are deeply ingrained in HP values. It is from this history and these values that HP has become a leader in delivery of environmentally sustainable solutions for the common good ▪

ASUS G51J Gaming Series High-end Multimedia Laptop

The ASUS G51J is one of the newest notebooks from the Republic of Gaming (ROG) Notebook line. This 15.6" notebook powered by Intel's i7-720QM Core i7 processor and a dedicated NVIDIA GeForce GTX 260M graphics card, the ASUS G51J offers users a completely new class of physical gaming interaction for a more realistic and dynamic experience. The NVIDIA GeForce GTX 260M also features 1GB GDDR3 VRAM, which performs significantly better than the standard DDR2 video memory. The G51J also supports 3D gaming surround audio in the form of EAX Advanced HD 4.0 audio technology. The G51J also features Windows 7 Ultimate 64 Bit Operating System, 3 GB DDR-3 RAM, 500 GB HDD, 2.0 MP webcam, Bluetooth, 4 USB, Wi-Fi, HDMI port, memory Card Reader etc. The notebook has a price-tag of Taka 1,30,000/-. Contact : 01713257910 ▪

IOM Introduces New Toshiba PORTÉGÉ T130

International Office Machines, distributor of TOSHIBA Laptop in Bangladesh introduced the new PORTÉGÉ T130-P331 notebook with Intel Pentium Dual-Core processor. This new series of PORTÉGÉ notebook PC is an ultra-thin machine designed to meet the demands of everyday mobility with performance of amazing battery life that will last up to 11 hours continuously or over one working day.

The PORTÉGÉ T130-P331 features a 13.3-inch Clear SuperView 16:9 widescreen display and will be available in Toshiba's Fusion Finish design and Glossy Precious Black color.

This new slim series PORTÉGÉ T130-P331 is designed to be RoHS compatible with power-efficient, mercury-free LED backlit display facility, effectively reducing the environmental impact by restricting the use of lead, mercury, cadmium and certain other hazardous substances. This product comes with a 1 year Regional Warranty and is available at a very affordable price of BDT 62,000. For more information please call IOM Customer Care: 01730003399▪

GIGABYTE first Motherboard with iPad Recharging Capability

Gigabyte Technology Co., a leading manufacturer of motherboards, graphics cards and other computing hardware solutions on April last at Taipei in Taiwan announced their full range of Intel chipset-based X58, P55, H55, H57 as well as current and upcoming AMD 800 chipset series motherboards all allow charging of Apple's latest hot selling iPad while the device is in use (on) and also when not in use (off). Smart Technologies (BD), sole distributor of Gigabyte motherboard and graphics cards in Bangladesh market.

Recent industry and news reports indicate that USB ports on most Windows PCs are unable to provide enough power to charge the new iPad while the device is in operation due to differences between motherboard USB power output and the device's charging specifications. However, GIGABYTE's unique USB power design is able to deliver extra power for devices that require more than the 500mA delivered from a traditional USB port.

To download the Gigabyte On/Off Charge driver, please visit the Gigabyte website:

http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_List.aspx ▪

গণিতের অলিগলি

পর্ব : ৫৩

১১ দিয়ে গুণ করা

কোনো সংখ্যাকে ১১ দিয়ে গুণ করা খুবই সহজ। যখন কোনো দুই অঙ্কের সংখ্যাকে ১১ দিয়ে গুণ করতে হবে, তবে গুণফল সহজেই পেতে পারি অঙ্ক দুটির যোগ মাঝখানে বসিয়ে দিয়েই। যেমন :

২৫ × ১১ = ২৭৫, গুণফলে মাঝের অঙ্ক ৭ = ২ + ৫

৩১ × ১১ = ৩৪১, গুণফলে মাঝের অঙ্ক ৪ = ৩ + ১

কিন্তু যে সংখ্যাটিকে ১১ দিয়ে গুণ করতে হবে, সে সংখ্যার অঙ্ক দুটির যোগফল যদি দুই অঙ্কের হয় তবে ডানের অঙ্ক মাঝখানে বসিয়ে বামের অঙ্কটি হাতে রেখে মূল সংখ্যার বামের অঙ্কের সাথে যোগ করে গুণফলের একদম বামে বসাতে হবে। যেমন :

৫৭ × ১১ = ৬২৭, এখানে ৫ + ৭ = ১২

এই ১২-এর ২ মাঝখানে বসবে, আর ১ যোগ হবে ৫-এর সাথে।

ফলে গুণফলে একদম বামে ৫ না হয়ে ৬ হবে।

কিন্তু তিন অঙ্কের কোনো সংখ্যাকে ১১ দিয়ে গুণ করলে নিয়মটি কী হবে? নিচের তিন অঙ্কের সংখ্যাগুলোকে ১১ দিয়ে গুণ করা হয়েছে। লক্ষ করুন, সেখানে নিয়মটি কী দাঁড়িয়েছে?

২৫৩ × ১১ = ২৭৮৩

১১৭ × ১১ = ১২৮৭

৫৩২ × ১১ = ৫৮৫২

২৬৭ × ১১ = ২৯৩৭

লক্ষ করুন, উপরে যে চারটি সংখ্যাকে ১১ দিয়ে গুণ করেছি, গুণফলের প্রতিটিতে নেয়া সংখ্যাটির প্রথম ও শেষ অঙ্ক সংশি-ষ্ট গুণফলের প্রথম ও শেষ অঙ্ক হয়েই বসেছে। গুণফলের মাঝে ডানে বসেছে নেয়া সংখ্যার ডানের দুই অঙ্কের যোগফল এবং মাঝে বামে বসেছে বামের দুই অঙ্কের যোগফল। তবে মাঝের অঙ্কগুলো বসানোর সময় দুই অঙ্কের যোগফল যদি দুই অঙ্কের হয়ে যায় অর্থাৎ ১০ কিংবা বেশি হয়, তবে বামের অঙ্কের হাতে রেখে বামের দুই অঙ্কের যোগফলের সাথে বসাতে হবে ঠিক আগের মতো।

২৫৩ × ১১ অঙ্কটি করার সময় আমরা গুণফলের শুরু করেছি। এর পরে বসিয়েছি ৭ অর্থাৎ ২ ও ৩-এর যোগফল। এর পরে বসিয়েছি ৮ অর্থাৎ ৫ ও ৩-এর যোগফল। সবশেষে বসেছে ২৫৩ সংখ্যার সবশেষ অঙ্ক ৩। আর এভাবে আমরা পেলাম ২৫৩ × ১১ = ২৭৮৩।

আবার ২৬৭ × ১১ অঙ্কটি করার সময় গুণফলে একদম বামে বসবে ২৬৭ সংখ্যার ২ এবং একদম ডানে বসবে এর একদম ডানের অঙ্ক ৭। ৭-এর বামে বসবে ৭ ও ৬-এর যোগফল ১৩-এর ৩। হাতে থাকবে ১। এই ১ যোগ হবে ২ ও ৬-এর যোগফল ৮-এর সাথে। ফলে ৩-এর বামে বসবে ৯। তাহলে এখানে আমাদের গুণফল দাঁড়ালো ২৯৩৭। অর্থাৎ ২৬৭ × ১১ = ২৯৩৭।

এভাবে তিন অঙ্কের চেয়ে আরো বেশি অঙ্কের সংখ্যাকেও একই নিয়মে দ্রুত ১১ দিয়ে গুণ করতে পারব। যেমন :

২৩৫৪৩ × ১১ = ২৫৮৯৭৩

লক্ষণীয়, এখানে গুণফলের শেষ অঙ্ক হবে ২৩৫৪৩ সংখ্যাটির শেষ অঙ্ক ৩। এর বামে বসবে ৩ ও ৪-এর যোগফল ৭। তার বামে বসবে ৪ ও ৫-এর যোগফল ৯। তারও বামে বসবে ৫ ও ৩-এর যোগফল ৮। এর বামে বসবে ৩ ও ২ এর যোগফল ৫। আর একদম বামে বসবে ২৩৫৪৩ সংখ্যাটির একদম বামের অঙ্ক ২। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ডান দিকে উলি-খিত অঙ্কগুলো বসালেই আমরা পাব :

২৩৫৪৩ × ১১ = ২৫৮৯৭৩

একইভাবে ২৭৮৫৪৩২১ × ১১ = কত বের করতে গেলে ধারাবাহিকভাবে যখন পাশাপাশি দুই অঙ্কের যোগফল দুই অঙ্কের হবে, তখন ডান দিকেরটি বসিবে বামেরটি হাতে রেখে পরবর্তী যোগফলের সাথে যোগ করে দিতে হবে। এ নিয়ম মেনে আমরা পাব :

২৭৮৫৪৩২১ × ১১ = ৩৬৩৯৭৫৩১

ভিন্ন কয়েকটি সংখ্যা নিয়ে ১১ দিয়ে গুণ করার এ নিয়মটি অনুশীলন করে দেখুন নিয়মটি আয়ত্তে এসেছে কি না।

১১১ দিয়ে গুণ করা

যদি ওপরে ১১ দিয়ে গুণ করার সংক্ষিপ্ত নিয়মটি জেনে আপনি আনন্দ পেয়ে থাকেন, তবে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ১১১ দিয়ে দ্রুত গুণ করার নিয়মটিও আপনার কাছে আনন্দ দিতে পারে।

প্রথমে জানব দুই অঙ্কের সংখ্যাকে কী করে ১১১ দিয়ে দ্রুত গুণ করা যায়। প্রথমে দেয়া সংখ্যাটির অঙ্ক দুটি যোগ করুন, যদি এ যোগফল এক অঙ্কের সংখ্যা হয়, তবে এই যোগফল দেয়া সংখ্যাটির মাঝখানে দুইবার বসিয়ে দিন। ব্যস, গুণফলটি পেয়ে যাবেন। যেমন :

২৩ × ১১১ = ২৫৫৩

৪১ × ১১১ = ৪৫৫১

তবে যে দুই অঙ্কের সংখ্যাটিকে ১১১ দিয়ে গুণ করতে হবে, সে সংখ্যার অঙ্ক দুটির যোগফল দুই অঙ্কের হলে মাঝে ডানে বসবে ডানের অঙ্কটি, আর বামের অঙ্কটি হবে তার চেয়ে ১ বেশি। এবং একদম বামের অঙ্কটির সাথে ও ১ যোগ করতে হবে। যেমন :

৫৭ × ১১১ = ৬৩২৭

এখন আমরা যদি ৫৩১-এর মতো তিন অঙ্কের সংখ্যাকে ১১১ দিয়ে গুণ করি তবে গুণফল হবে একটি ৫ অঙ্কের সংখ্যা। এক্ষেত্রে গুণফলের একদম বামে বসবে ৫৩১-এর একদম বামের অঙ্ক ৫, আর একদম ডানে বসবে ডানের ১। এর মাঝে বসবে আরো তিনটি অঙ্ক। তিনটির মাঝে বসবে অঙ্ক তিনটির যোগফল (৫+৩+১) বা ৯। এর ডানে বসবে ৩ ও ১-এর যোগফল ৪ আর ৯-এর বামে বসবে ৫+৩-এর যোগফল ৮। তাহলে আমরা পাব ৫৩১ × ১১১ = ৫৮৯৪১। তবে মনে রাখতে মাঝে যদি কোনো সময় সংশি-ষ্ট অঙ্কগুলোর যোগফল ২ অঙ্কের বেশি সংখ্যার হয় তবে বামের অঙ্কটি হাতে রেখে তার বামের যোগফলের সাথে যোগ করে বসাতে হবে। যেমন :

৩৫২ × ১১ = ৩৯০৭২

লক্ষণীয়, ৩ + ৫ + ২ = ১০ হওয়ায় মাঝে বসেছে ১০-এর শূন্য। হাতে এক যোগ হয়েছে বামের ৩ ও ৫-এর যোগফলের সাথে। শূন্যের ডানে বসবে ৫ ও ২-এর যোগফল ৭।

একটু মাথা খাটালে এ নিয়মটি ৪ অঙ্ক কি, এর চেয়ে বেশি অঙ্কের সংখ্যাকে গুণ করার সংক্ষিপ্ত নিয়মটি খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। ভেবে দেখুন না ৩৫২১ × ১১ = ৩৯০৮৩১ কী করে হয়।

গণিতদাদু

কমপিউটার জগৎ পাঠক ফোরাম

সুপ্রিয় পাঠক,

সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম প্রকাশিত 'মাসিক কমপিউটার জগৎ' পক্ষ হতে নিরন্তর শুভেচ্ছা। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি 'কমপিউটার জগৎ পাঠক ফোরাম'-এর কার্যক্রম নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এজন্য ইতোমধ্যে যারা পাঠক ফোরামের সদস্য হয়েছেন, তাদেরকে এবং নতুন করে যারা সদস্য হতে চান তাদেরও নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি। জেলাভিত্তিক পাঠক ফোরাম গঠনসহ বিভিন্ন ধরনের মজার মজার আয়োজন অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য। আর দেরি নয়, দ্রুত হয়ে যান পাঠক ফোরামের সদস্য।

জাহিদুল হক খান
আহবায়ক, কমপিউটার জগৎ পাঠক ফোরাম
ফোন : ০১৭১৪০৪১০১৭, zhaquekhan@gmail.com

সফটওয়্যারের কারুকাজ

কমপিউটারের গতি বাড়ানো

কমপিউটারের গতি বাড়ানোর জন্য বেশি র‍্যামের প্রয়োজন। কিন্তু যাদের অল্প র‍্যাম অথবা বেশ পুরোনো কমপিউটার রয়েছে, তাদের বেশি র‍্যামের সাথে সাথে সিস্টেমকে যথাযথভাবে পরিচর্যার সাথে সাথে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামসমূহ অপসারণ করা দরকার। সাধারণত নিচের পদ্ধতিতে আপনার কমপিউটারটির গতি বাড়াতে পারবেন :

* স্টার্ট→রান-এ গিয়ে tree লিখে এন্টার দিন।

* এবার Prefetch লিখে এন্টার দিন। একটি নতুন উইন্ডোতে যে ফাইলগুলো আসবে, তার সব ডিলিট করুন।

* স্টার্ট→রান-এ গিয়ে temp লিখে এন্টার দিন এবং টেম্পোরারি ফাইলগুলো ডিলিট করুন।

* স্টার্ট→রান-এ গিয়ে %temp% লিখে এন্টার দিন। যে টেম্পোরারি ফাইলগুলো আসবে, সেগুলো ডিলিট করুন। যে টেম্পোরারি ফাইলটি ডিলিট হচ্ছে না, সেটি বাদ দিয়ে অন্যগুলো ডিলিট করুন।

* স্টার্ট→সার্চ-এ গিয়ে bak লিখে এন্টার দিন। এবার ব্যাকআপ ফাইলগুলো ডিলিট করুন।

* স্টার্ট→সার্চ-এ গিয়ে recent লিখে এন্টার দিন। রিসেন্ট ফাইলগুলো ডিলিট করুন।

হার্ডডিস্কের ওপর ডান ক্লিক করে প্রোপার্টিজে ক্লিক করুন এবং ডিস্ক ক্লিনআপ অপশনটি ব্যবহার করুন। এভাবে প্রতিটি হার্ডড্রাইভে তা করুন।

মাই কমপিউটার টুলস অপশন ফোল্ডার অপশন ভিউটাব শো হিডেন ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডারস 'সি ড্রাইভ' ডকুমেন্ট অ্যান্ড সেটিংস যে নামে কমপিউটারটি আছে সেই ফোল্ডার, লোকাল সেটিংস, টেম্প এবং টেম্পোরারি ইন্টারনেট ফাইলস। এবার এই দুটি ফোল্ডার থেকে ইন্টারনেটের টেম্প ফাইলগুলো ডিলিট করুন।

এছাড়া CCleaner ফ্রি সফটওয়্যারটি www.filehippo.com থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন।

উপরি-উক্ত কৌশলগুলো কাজের ধরন অনুযায়ী সপ্তাহ দুয়েক পর পর নিয়মিত করুন।

ইচ্ছেমতো লক করুন দরকারী ফাইল বা ফোল্ডার

এক কমপিউটার অনেকে ব্যবহার করলে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা ফোল্ডারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকতে হয়। ফোল্ডার পাসওয়ার্ড দিয়ে লক করার বিভিন্ন ফ্রি সফটওয়্যার আছে, তবে এগুলোর মধ্যে ইজি ফাইল লকার অন্যতম এবং বেশ নির্ভরযোগ্য। মাত্র ২২৬ কিলোবাইটের ফ্রিওয়্যার এই সফটওয়্যারটি http://freeandfree-ware-blogspot.com/2009/07/easy-file-locker.html থেকে ডাউনলোড করে নিন। এবার সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে সিস্টেম মেনু থেকে পাসওয়ার্ড সেট করে নিন। ফোল্ডার লক করতে Edit মেনু থেকে Add Folder-এ ক্লিক করুন এবং Setting ডায়ালগ বক্স থেকে ব্রাউজ বাটনে ক্লিক করে যে ফোল্ডারটি লক করতে চান, সেটি নির্বাচন করুন। এবার Accessable, Writeable, Deleteable, Visible থেকে দরকারী অপশনগুলো নির্বাচন করে Ok করুন। আপনি যদি Accessable নির্বাচন না করেন, তাহলে ওই ফোল্ডার কেউ খুলতে পারবে না। এভাবে আপনি ইচ্ছেমতো ফাইল বা ফোল্ডার বিভিন্নভাবে লক করে রাখতে পারবেন। পরে সেট করা ফাইল/ফোল্ডারের এই সেটিংস পরিবর্তন বা মুছতে পারবেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সফটওয়্যারটি পাসওয়ার্ড ছাড়া আনইনস্টল করা যাবে না।

মো: শফিকুজ্জামান কাহিম

মুসলিমপাড়া, টাঙ্গাইল

এক ক্লিকে ড্রাইভ ডিফ্র্যাগমেন্ট

সিস্টেম যাতে চমৎকারভাবে কাজ করে সেজন্য হার্ডডিস্ককে নিয়মিতভাবে ডিফ্র্যাগমেন্ট করা উচিত। যদিও Start মেনু ব্যবহার করে প্রতিবার ডিস্ক ম্যানেজার ওপেন করে ডিফ্র্যাগমেন্ট করা যায়, তবে এটি একটি সময়সাপেক্ষ ও বিরক্তিকর কাজ হবে।

রেজিস্ট্রিতে এক অ্যান্ট্রিসম্পৃক্ত করে আপনি কনটেক্সট মেনুকে সম্প্রসারণ করতে পারেন যাতে ডিস্কড্রাইভ সরাসরি ডিফ্র্যাগমেন্ট কমান্ডকে যুক্ত করতে পারে। এ কাজটি করার জন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করতে হবে :

* Start→Run-এ ক্লিক করে রেজিস্ট্রি এডিটর ওপেন করুন।

* রেজিস্ট্রি এডিটরে regedit টাইপ করে এন্টার চাপুন।

* রেজিস্ট্রি এডিটরে HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\Shell রেজিস্ট্রি কী-তে নেভিগেট করুন।

* এখানে একটি সাব-কী Defrag তৈরি করুন Edit→New→Key-এর মাধ্যমে। এটি শুধু কনটেক্সট মেনুর অ্যান্ট্রির নাম। এর অন্তর্গত প্রকৃত প্রোগ্রাম কল করার জন্য সাব-কী Command তৈরি করুন।

* Command কী-সিলেক্ট করুন ক্লিক করে।

* এবার ডান দিকের প্যানে Default ক্যারেক্টার স্ট্রিং-এ ডবল ক্লিক করুন।

* পরবর্তী ডায়ালগবক্সে Defrag.exe%1 সহযোগে Value data এন্টার করুন। এখানে ভেরিয়েবল %1 টুল defrag.exe-কে প্রদান করে ড্রাইভ লেটার।

* রেজিস্ট্রি এডিটর বন্ধ করুন। পিসি রিস্টার্ট না করে তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাবে। এর ফলে যেকোনো ড্রাইভে ডান ক্লিক করুন উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে। আপনি নতুন এ কনটেক্সট মেনুতে ডিফ্র্যাগ করতে পারবেন।

মো: জাহাঙ্গীর

ব্যাংক কলোনি, সাভার

এক্সপিতে My Computer-এ লিঙ্ক যুক্ত করা

এক্সপিতে My Computer-এ লিঙ্ক যুক্ত করা যায় নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে :

* Start→My Computer-এ ক্লিক করুন।

* ডান ক্লিক করুন টুলবারে এবং এরপর Links-এ ক্লিক করুন।

* এর ফলে উইন্ডোজে লিঙ্ক টুলবার পাবেন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের মতো।

* Lock the Toolbar যাতে চেক করা না থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন। ডিসিলেক্ট করার জন্য এতে ক্লিক করুন।

* লক্ষণীয় বিষয় লিঙ্কস টুলবারকে কাস্টোমাইজ করা যায়। পরীক্ষা করে দেখার জন্য ফেভারিট অ্যাপ্লিকেশন নেভিগেট করুন এবং এর আইকনকে লিঙ্কস টুলবারে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দেখুন।

গ্রুপে ফাইল অর্গানাইজ করা

উইন্ডোজ এক্সপি ও উইন্ডোজ ভিসতায় ফাইলসমূহ গ্রুপ অনুযায়ী অর্গানাইজ করা যায়। এজন্য নিচে বর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে :

* এমন একটি ফোল্ডার ওপেন করুন, যেখানে রয়েছে কয়েকটি ভিন্ন ধরনের সাবফোল্ডার ও ফাইল।

* উইন্ডোজ কনটেন্ট প্যানের যেকোনো খালি জায়গায় ডান ক্লিক করুন।

* এরপর উইন্ডোজ ভিসতায় Group By-এ নির্দিষ্ট করে ক্লিক করুন। আর উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহারকারীরা Arrange Icons By-এ নির্দিষ্ট করে দিন Shon Groups-এ।

* উইন্ডোজ কনটেন্ট বিন্যাস করার জন্য যেকোনো খালি জায়গায় ডান ক্লিক করে নির্দিষ্ট করুন Arrange Icon By-এ এবং কনটেন্টের ওপর ভিত্তি করে ক্লিক করুন Name, Size, Type বা Modified-এ।

পাভেল

গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে **মো: শফিকুজ্জামান কাহিম, মো: জাহাঙ্গীর ও পাভেল।**

গুগল ডকস্

এস, এম, গোলাম রাব্বি

পার্সোনাল কম্পিউটারের যাত্রার শুরু থেকে আজ অবধি আমরা সবাই কম্প্যাক্ট ডিস্কের মতো কোনো এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইসে অথবা কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভে তথ্য জমা রাখতে অভ্যস্ত। অনেক সময় আমাদেরকে এমন কিছু অ্যাপ্লি-কেশন চালাতে হয়, যার জন্য অনেক প্রসেসিং পাওয়ার দরকার হয়। আর আমাদের কম্পিউটারে ওই পরিমাণ প্রসেসিং পাওয়ার না থাকলে, হয় নতুন একটি কম্পিউটার কিনতে হয়, অথবা বর্তমান কম্পিউটারটিকে আপগ্রেড করতে হয়। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে স্টোরেজ কিংবা প্রসেসিং পাওয়ারের এ দায়িত্ব কোনো স্বতন্ত্র কম্পিউটারের ওপর না পড়ে নেটওয়ার্কের ওপর পড়ে।

আজকাল অনেক কোম্পানিই ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিস চালু করেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গুগল। 'গুগল ডকস্' নামের অধীনে এ কোম্পানিটি বেশ কিছু ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লি-কেশন ছেড়েছে। প্রচলিত শীর্ষস্থানীয় কিছু ডেস্কটপ সফটওয়্যারের মতো এ অ্যাপ্লি-কেশনগুলো জটিল না হওয়ায় এগুলো ডেস্কটপের চেয়ে বেশি সুবিধা দিয়ে থাকবে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এ অ্যাপ্লি-কেশনগুলো নির্দিষ্ট কোনো কম্পিউটারের সাথে আবদ্ধ নয়। এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো মেশিনে সফটওয়্যার ডাউনলোড এবং ইনস্টল করার দরকার হয় না। ইন্টারনেটে সংযুক্ত যেকোনো কম্পিউটার থেকে গুগল ডকস্ অ্যাবসেস করতে পারে। যেহেতু প্রত্যেক ইউজার ক্লাউড সিস্টেমে তথ্য সেভ করে, সেহেতু একই ফাইল যেকোনো জায়গা থেকে সে অ্যাকসেস করতে পারে। ডকুমেন্টের কোন সংস্করণটি সর্বশেষ, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। গুগল ক্লাউডে এটি সব সময় সেভ করা থাকবে। আরেকটি সুবিধা হলো, একই সময়ে একাধিক ইউজার একই ফাইল এডিট করতে পারবে। একে বলা হয় অনলাইন কোলাবোরেশন এবং এ পদ্ধতিতে ওয়েবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার গতি বাড়ে।

গুগল ডকস্ কী কী করতে পারে?

মূলত গুগল ডকস্ হলো এক সেট অনলাইন প্রোডাক্টিভিটি সফটওয়্যার। অর্থাৎ এটি হলো কিছু অ্যাপ্লি-কেশনের সমষ্টি যা সাধারণত কর্পোরেট পরিবেশে ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন ফাইল, যেমন– ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি সহজে তৈরিতে সাহায্য করে।

গুগলের ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামটি 'রাইটলি' নামের একটি প্রোডাক্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করে। 'রাইটলি' ছিল 'আপস্টার্টলে' নামের একটি কোম্পানির তৈরি, ২০০৬ সালে গুগল আপস্টার্টলের স্বত্ব কিনে নেয় এবং রাইটলিকে গুগল ব্র্যান্ডের একটি পণ্য হিসেবে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইউজার অনলাইনে বসে ডকুমেন্ট তৈরি ও এডিট করতে পারবে। একই সাথে একাধিক ইউজার যেকোনো ডকুমেন্টে অ্যাকসেস করতে পারবে।

ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামের মতো গুগলের স্প্রেডশিটও অন্য কোম্পানির প্রজেক্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করে। 'এক্সেলটুওয়েব' নামের একটি কোম্পানি 'টুওয়েব' নামের একটি কোলাবোরেশন অ্যাপ্লি-কেশন ডেভেলপ করে এবং গুগল 'এক্সেলটুওয়েব'-এর স্বত্ব কিনে নিয়ে ওই টিমটিকে একটি স্প্রেডশিট অ্যাপ্লি-কেশন ডেভেলপের জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স দেয়। বেশিরভাগ স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের মতো গুগলের এই স্প্রেডশিটও ইউজারকে টেবিল, চার্ট এবং গ্রাফ তৈরি করতে দেয়। সর্টিং, ফিল্টারিং এবং ফর্মুলা ক্যালকুলেশনের মতো ডেস্কটপ স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের বেশিরভাগ ফাংশন আছে এতে।

গুগল ডকসের প্রেজেন্টেশন অ্যাপ্লি-কেশনের গল্পটাও এতক্ষণের গল্পের মতো। টনিক সিস্টেম নামের একটি কোম্পানি জাভাভিত্তিক কিছু প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার স্যুট তৈরি করে এবং গুগল টনিককে কিনে নেয়। টনিকের ডেভেলপমেন্ট টিমটি গুগলে চলে যায় এবং এই সফটওয়্যার স্যুটকে গুগল ডকসের অন্যান্য অ্যাপ্লি-কেশনের সাথে সমন্বিত করার কাজ করে। গুগলের এ অ্যাপ্লি-কেশনটি দেখতে একটি সাধারণ ডেস্কটপ প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রামের মতো। প্রেজেন্টেশন হলো অনেকগুলো স্লাইডের সমষ্টি। এখানে রয়েছে অনেকগুলো স্লাইড লে-আউট এবং প্রেজেন্টেশন থিম। গুগল ডকসের এ প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইমেজ ও ভিডিও সাপোর্ট, অটোশেপ এবং টেক্সট বক্সের মতো কিছু সাধারণ ফাংশন।

গুগল ডকসের বৈশিষ্ট্য এবং সীমাবদ্ধতা

গুগল ডকসের সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট খুবই সাধারণ। আপনাকে শুধু গুডের ব্রাউজার নিয়ে চিন্তা করতে হবে। গুগল ডক্স ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৬ বা তার ওপরের সংস্করণ, ফায়ার ফক্স ১.০৭ বা তার ওপরের সংস্করণ (কিন্তু ফায়ারফক্স ৩ নয়), গুগল ক্রোম এবং সাফারি ৩.১ বা তার ওপরের সংস্করণগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ মুহূর্তে গুগল ডকস্ অন্যান্য ব্রাউজার সাপোর্ট করে না। উলে-খ্য, গুগল ডকস্ ব্যবহারের জন্য আপনাকে অবশ্যই ব্রাউজারের জাভাস্ক্রিপ্ট এবং কুকি অ্যানাবল করতে হবে।

গুগল ডকস্ ব্যবহারের জন্য একটি গুগল অ্যাকাউন্ট দরকার হবে। গুগল অ্যাকাউন্ট ফ্রি। গুগল অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য একটি আসল ই-মেইল অ্যাড্রেস দরকার হবে এবং গুগলের 'টার্মস অব সার্ভিস'-এ রাজি থাকতে হবে। যদি জি-মেইলে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে, তাহলে আর নতুন করে গুগল অ্যাকাউন্ট তৈরির দরকার নেই। জি-মেইল অ্যাকাউন্ট দিয়েই গুগল ডকস্ ব্যবহার করতে পারবেন। গুগল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে গুগল ডকসের পাশাপাশি গুগলের আরও অনেক অ্যাপ্লি-কেশন ব্যবহার করা যায়।

গুগল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নতুন ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট কিংবা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারেন অথবা যেকোনো ফাইল আপলোড করতে পারেন। গুগল ডকস্ কমা সেপারেটেড ভ্যালু ফাইল (.সিএসভি), হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ (এইচটিএমএল), মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (.ডিওসি), মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট (.পিপিটি বা .পিপিএস), মাইক্রোসফট এক্সেলস (.এক্সএলএস), ওপেন ডকুমেন্ট টেক্সট (.ওডিটি), ওপেন ডকুমেন্ট স্প্রেডশিট (.ওডিএস), রিচ টেক্সট ফরমেট (.আরটিএফ), স্টার অফিস ডকুমেন্ট (.এসএক্সডবি-উ), টেক্সট ফাইল (.টিএক্সটি) ইত্যাদি ফাইল ফরমেটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ব্যবহারকারীরা সরাসরি গুগল অ্যাকাউন্টের ই-মেইল অ্যাড্রেসে ই-মেইল করেও ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারেন। গুগল ডকসে আপনার তৈরি করা যেকোনো ফাইল বা অ্যাকাউন্টে অন্যের পাঠানো ফাইল অ্যাকসেস করতে পারবেন। গুগল ডকসের অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা তাদের যেকোনো ফাইল এডিট ও ডিলিট করতে পারেন এবং অন্যান্য কোলাবোরেটর ও ভিউয়ারদের ইনভাইট করতে পারেন। কোলাবোরেটরেরা ফাইল এডিট ও এক্সপোর্ট করতে পারে। অ্যাকাউন্ট হোল্ডার কোলাবোরেটরকে অ্যাকসেস পারমিশন দেন এবং নির্ধারণ করে দেন যে সে কতটুকু অ্যাকসেস করতে পারবে।

গুগল ডকসের ব্যবহারকারীরা প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টের জন্য প্রচুর স্টোরেজ স্পেস পান। কিন্তু তারও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রতিটি অ্যাকাউন্টের ৫০০ কিলোবাইটের সর্বোচ্চ ৫,০০০ ডকুমেন্ট, ১ মেগাবাইট করে সর্বোচ্চ ১,০০০ স্প্রেডশিট এবং ১০ মেগাবাইটের সর্বোচ্চ ৫,০০০ প্রেজেন্টেশন থাকতে পারে।

গুগল ডকস্ ব্যবহারের ঠিকানা : docs.google.com। গুগল অ্যাকাউন্ট না থাকলে আজই একটি গুগল অ্যাকাউন্ট তৈরি করে গুগল ডকসের সুবিধাগুলো দেখে নিতে পারেন এক নজরে।

ফিডব্যাক : rabbi1982@yahoo.com

ল্যাপটপ কুলার

তাজবীর উর রহমান

এমন একটা সময় ছিল যখন ল্যাপটপ কম্পিউটার সমাজের ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ ছাড়া কেউ ব্যবহার করার চিন্তা করত না। কিন্তু বর্তমানে ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ কম্পিউটারের দামের ব্যবধান কমে আসায় সাধারণ মানুষের কাছে ল্যাপটপের কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে। বেশিরভাগ ল্যাপটপ ক্রেতার ক্ষেত্রে দেখা যায় ল্যাপটপের কনফিগারেশনের সাথে এর ওজনটাও বেশ ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ওজন বেশি হলে ল্যাপটপের বহনযোগ্যতা কমে যায়। তাই হাল্কা-পাতলা গড়নের ল্যাপটপগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্রেতা বুঝতে পারেন না, ল্যাপটপের তাপমাত্রাও একটি বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে। এ লেখাটি ল্যাপটপের তাপমাত্রাজনিত সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে।

তাপমাত্রাজনিত সমস্যা

অনেক বেশি সময় ধরে ল্যাপটপ ব্যবহারের পর উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ করার মতো। আপাত দৃষ্টিতে উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে ল্যাপটপের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা বোঝা যায় না। উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ল্যাপটপের ব্যাটারি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ধীরে ধীরে ক্ষতিসাধিত হয়, যা বেশ কিছুদিন পর প্রকটরূপে প্রকাশিত হয় এবং ল্যাপটপের কোনো যন্ত্রাংশ নষ্ট বা পুরো ল্যাপটপ বিকল হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া ল্যাপটপের উচ্চ তাপমাত্রা প্রশমনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। প্রত্যেকটি ল্যাপটপের নিজস্ব তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাটি ল্যাপটপ প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও তার অভ্যন্তরীণ আর্কিটেকচার বা গঠনভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ল্যাপটপ নিচের অংশ দিয়ে বাতাস নিয়ে কুলিং ফ্যানের মাধ্যমে তা বাইরে বের করে দেয়। ল্যাপটপ বিছানা অথবা বাতাস চলাচল কম করে এমন স্থানে বেশিক্ষণ ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে ল্যাপটপ গরম হয়ে ওঠে এবং ব্যবহারকারীও অস্বস্তিবোধ করেন। শুধু তাই নয়, আপনার প্রিয় ল্যাপটপের ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বাড়তি তাপমাত্রা।

প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশেরই একটি নির্দিষ্ট মাত্রার তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে। ল্যাপটপ যদি এ তাপ বাইরে পরিচালিত বা বের করতে অথবা মুক্ত বাতাস তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্রাংশগুলোকে সরবরাহ করে তা ঠান্ডা হবার সুযোগ না করতে পারে, তাহলে ল্যাপটপের কার্যক্ষমতা, ব্যাটারির ব্যাকআপ, ডিসপ্লে-র সমস্যাসহ বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি সৃষ্টি হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাপের প্রভাবে যন্ত্রাংশ পুড়ে যেতে পারে এবং এর ফলে ল্যাপটপের প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টির মেয়াদ শেষ করে দেয়। তাই ল্যাপটপে দীর্ঘক্ষণ কাজ করার জন্য স্থান নির্বাচনে একটু সচেতন হতে হবে। সরাসরি বাতাস প্রবাহিত হয় এমন জায়গা ল্যাপটপে দীর্ঘ সময় কাজ করার জন্য বেছে নিন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানে ল্যাপটপ ব্যবহারের জায়গা নির্বাচনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ল্যাপটপ কুলার

মুক্ত বাতাস অথবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের ব্যবস্থা সব জায়গায় এবং সব পরিস্থিতিতে পাওয়া সম্ভব হয় না। প্রযুক্তি এখানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে ল্যাপটপ কুলার প্রস্তুত হচ্ছে। ল্যাপটপের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সাথে গ্রীষ্মপ্রধান দেশসহ অনেক পশ্চিমা দেশে ল্যাপটপ কুলার প্যাডের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। ল্যাপটপ কুলার অথবা চিল ম্যাট সাধারণত এক বা একের অধিক ফ্যানবিশিষ্ট অথবা লিকুইডবিশিষ্ট কুলিং ব্যবস্থা সম্বলিত, যা ল্যাপটপকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। সাধারণত ট্রে আকৃতির হওয়ায় ল্যাপটপ কুলিং প্যাড নামেও এটি পরিচিত। এটি বাইরে থেকে বাতাস ল্যাপটপের ভেন্টিলেশন ব্যবস্থায় প্রবাহিত করে তথা ল্যাপটপের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোয় মুক্ত বাতাসের ভারসাম্য বজায় রাখে। সব কুলারেই ল্যাপটপকে এই প্যাডের ওপর রেখে ব্যবহার করতে হয়। অনেক ল্যাপটপ কুলারে এক বিশেষ ধরনের কুলিং ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয় ল্যাপটপকে ঠান্ডা করার জন্য। এই ধরনের কুলারে সাধারণত লিকুইডগুলো শক্ত বস্তুর মতো ক্রিস্টালাইজড অবস্থায় থাকে। যখন ল্যাপটপকে এই কুলারের ওপর রেখে ব্যবহার করা হয় তখন এর ক্রিস্টালাইজড পদার্থ জেলে পরিণত হয় এবং তাপ শোষণ করে। তাপ না থাকলে পদার্থগুলো পুনরায় তাপ ছেড়ে দিয়ে শক্ত হয়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে এ ধরনের কুলারগুলো অন্যান্য কুলারের তুলনায় ভালো কাজ করে।

ল্যাপটপ কুলারের ধরন

ল্যাপটপের প্রতি ক্রেতা ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ করার মতো। তাদের আগ্রহের দিকে খেয়াল রেখে বাংলাদেশের বেশ কিছু কমপিউটার বিক্রি ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ল্যাপটপ কুলার এনেছে। বিভিন্ন কমপিউটার মার্কেট ঘুরলে বেশ কিছু ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ কুলিং প্যাড পাওয়া যাবে। তাদের মধ্যে বেলকিন, ভিশন, থারমালটেক এর কুলিং প্যাড উল্লেখযোগ্য। আমেরিকান ব্র্যান্ড বেলকিন ইউএসবি হাব সমৃদ্ধ ও ছাড়া দুই ধরনেরই কুলিং প্যাড বাজারজাত করছে। বেলকিনের এ ল্যাপটপ কুলার প্যাডগুলো হাল্কা গড়নের এবং সহজে বহনযোগ্য। এক ফ্যানবিশিষ্ট এ প্যাডগুলো ইউএসবি থেকে পাওয়ার নিয়ে সচল থাকে। আরেক আমেরিকান ব্র্যান্ড থারমালটেক কুলিং ক্রিস্টালসমৃদ্ধ ফ্যানহীন ল্যাপটপ কুলিং প্যাড নিয়ে এসেছে। এই কুলিং প্যাডে কোনো পাওয়ার লাইন দিতে হয় না। থারমালটেকের ডবল ফ্যানসমৃদ্ধ ল্যাপটপ কুলারও মার্কেটগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও চাইনিজ ব্র্যান্ড ভিশন অনেক জায়গায় দেখা গেছে। ভিশন ল্যাপটপ কুলার এক অথবা দুই ফ্যানবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এছাড়াও মার্কেটে নন ব্র্যান্ডেরও কিছু ল্যাপটপ কুলার রয়েছে। ল্যাপটপ কুলারগুলো ব্র্যান্ডভেদে ৫৫০-৪০০০ টাকার মধ্যে প্রায় সব মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে।

শেষের কথা

ল্যাপটপ কুলারগুলোর মাঝে রয়েছে বেশ বৈচিত্র্য। নানান রঙের পাশাপাশি রয়েছে রকমারি ডিজাইনের কুলার। কিছু রয়েছে একাধিক ফ্যানবিশিষ্ট, কিছু রয়েছে বড় আকারের একটি ফ্যানবিশিষ্ট, আবার কিছু আছে যাতে রয়েছে ছোট কিছু খুব শক্তিশালী ফ্যান। ফ্যানবিশিষ্ট কুলারের তুলনায় লিকুইড ক্রিস্টাল কুলিং সিস্টেমযুক্ত কুলারগুলোর দাম একটু বেশি, তবে সেগুলো অধিক কার্যকরি ও তাতে কোনো বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন পড়ে না। নিজের ল্যাপটপের রঙের সাথে মিল রেখে ক্রেতারা তাদের পছন্দসই কুলার বাজারে একটু খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন। ল্যাপটপের ব্যাটারি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং তা বেশিদিন কার্যক্ষম রাখার জন্য অবশ্যই ল্যাপটপ কুলার কিনে নেয়া উচিত।

ল্যাপটপ কুলারের সুবিধাসমূহ

অনেক কুলার ইউএসবি পোর্ট থেকে পাওয়ার নেয়, তাই এতে পাওয়ার কানেক্ট করার জন্য আলাদা উৎসের দরকার হয় না। ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্ট থেকেই এতে পাওয়ার দেয়া যায়। মনে হতে পারে এতে ল্যাপটপের ব্যাটারির ব্যাকআপের ওপরে বেশ চাপ পড়বে, কিন্তু আসলে তা নয়। সাধারণত কুলারগুলো বিদ্যুৎ খরচ করে মাত্র ২.৫ ওয়াট। সামান্য পরিমাণ এ বিদ্যুতের বিনিময়ে কুলিং প্যাড তার কুলিং সার্ভিস দিয়ে ল্যাপটপের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, তাই ২.৫ ওয়াট বিদ্যুত শক্তি খরচ করার ব্যাপারটা তুচ্ছই বলা চলে। ব্র্যান্ডভেদে অনেক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কুলারের সাথে এক্সটারনাল হার্ডড্রাইভ বা পেনড্রাইভ লাগানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সার্ভিস দিয়ে থাকে। ক্যালিফোর্নিয়া পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ল্যাপটপ কুলার ব্যবহারে উৎপাদিত তাপ ল্যাপটপের সাধারণ অবস্থায় উৎপাদিত তাপের চেয়ে ১৫-২০ শতাংশ কম হয়।

ফিডব্যাক : tazbirs@gmail.com

পেনড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টলেশন

সৈয়দ হোসেন মাহমুদ

নতুন নেটবুকগুলোতে অপটিক্যাল ড্রাইভ না থাকায় এক্সটার্নাল অপটিক্যাল ড্রাইভ লাগানোর প্রয়োজন পড়ে। যাদের এক্সটার্নাল অপটিক্যাল ড্রাইভ নেই বা যাদের পিসির অপটিক্যাল ড্রাইভটির অবস্থা বেশ খারাপ, যার ফলে সেটি সিডি বা ডিভিডি পড়তে পারছে না। এমন অবস্থায় যদি পিসি বা ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সহজেই পেনড্রাইভ বা অন্যান্য ইউএসবি স্টোরেজ ডিভাইস থেকে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা সম্ভব। গত সংখ্যায় কিভাবে পেনড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ সেভেন ও উইন্ডোজ ভিসতাকে অপটিক্যাল ড্রাইভবিহীন পিসি বা ল্যাপটপে ইনস্টল করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সংখ্যায় কিভাবে পেনড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ এক্সপি পিসিতে ইনস্টল করা সম্ভব তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পেনড্রাইভ থেকে পিসি বা ল্যাপটপে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করতে চাইলে প্রথমেই দরকার হবে একটি ২ গিগাবাইট বা ৪ গিগাবাইটের পেনড্রাইভ। এছাড়া অন্যান্য ইউএসবি স্টোরেজ ডিভাইস যেমন পোর্টেবল হার্ডডিস্ক, এমপি-থ্রি ও এমপি-ফোর প্লে-য়ার দিয়েও এ কাজ করা যাবে। যারা আগের সংখ্যায় 'ইউএসবি ড্রাইভ থেকে ইনস্টল করুন উইন্ডোজ' লেখাটি পড়েননি তাদের জন্য বলতে হচ্ছে, ইউএসবি থেকে উইন্ডোজ ভিসতা ও সেভেনের ইনস্টলেশন করার প্রক্রিয়ার সাথে এক্সপি ইনস্টল করার প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ এক্সপি ইনস্টল করার জন্য পেনড্রাইভকে বুটেবল করার জন্য থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ভিসতা বা সেভেনের জন্য তার দরকার হয় না। পেনড্রাইভকে বুটেবল করার জন্য প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো উইন্ডোজের ডিস্কেই দেয়া থাকে। পাঠকদের সুবিধার জন্য ইনস্টলেশনের প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো–

কাজ শুরুর আগে মেয়াল রাখতে হবে, নিচের ধাপগুলো করতে হবে অন্য কোনো পিসিতে যেটিতে ইন্টারনেট সংযোগ ও অপটিক্যাল ড্রাইভ রয়েছে। সব ধাপ শেষ হওয়ার পর যখন পেনড্রাইভটি বুটেবল হবে, তখন এক্সপি ইনস্টল করা সম্ভব হবে। তখন সেটি থেকে অপটিক্যাল ড্রাইভবিহীন পিসি বা নেটবুকে এক্সপি ইনস্টল করা যাবে।

ধাপ-১ : প্রথমেই ইন্টারনেট থেকে Komku-SP-usb.exe নামের একটি থার্ড পার্টি সফটওয়্যার প্যাক ডাউনলোড করে নিতে হবে। ফাইলটির আকার মাত্র ১.৪৭ মেগাবাইট। ডাউনলোড লিঙ্ক http://www.mediafire.com/?zlvkwwzmjmt। ডাউনলোড করার পর ফাইলটিকে চালু করে Install বাটনে ক্লিক করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার প্যাকটি C:\Komku নামের ফোল্ডার খুলে সেখানে ইনস্টল হবে। এই সফটওয়্যার প্যাকটিতে তিনটি আলাদা সফটওয়্যার রয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

-BootSect.exe
-PeToUSB
-usb_prep8

ধাপ-২ : এখন পেনড্রাইভ বা ইউএসবি স্টোরেজ ডিভাইসটি ইউএসবি পোর্টে সংযোজন করে C:\Komku\PeToUSB\ ফোল্ডারে গিয়ে PeToUSB.exe ফাইলটিতে ডবল ক্লিক করলে একটি উইন্ডো চালু হবে (চিত্র-১), যেখানে ব্যবহারকারীকে কিছু সেটিংস পরিবর্তন করতে হবে। উইন্ডোর ওপরের দিকে Destination Drive লেখা সেকশনে USB Removable লেখা রেডিও বাটন সিলেক্ট করে Format Options সেকশনে Enable Disk Format বক্সটিতে টিক চিহ্ন দিতে হবে। এবার ডানদিকে আরো চারটি টিক চিহ্ন দেয়ার জন্য বরাদ্দ করা বক্স রয়েছে তবে সেখানে শুধু Quick Format এবং Enable LBA (FAT 16x)-এর পাশের বক্সগুলো টিক চিহ্ন দিতে হবে এবং বাকি দুটো খালি রাখতে হবে।

চিত্র : ০১

এখন Drive Label করা ঘরে পছন্দমতো নাম দিতে হবে (যেমন– XP AVATAR)। তার পর Start বাটনে ক্লিক করে ইয়েস বাটন চাপলে আরেকটি সতর্কীকরণ বার্তা প্রদর্শিত হবে। সেটি হবে অনেকটা এরকম "All existing volumes and data on that disk will be lost. Are You Sure You Want To Continue?" এখন ইয়েস বাটন চাপলেই সফটওয়্যারটি পেনড্রাইভ বা ইউএসবি স্টোরেজ ড্রাইভের সব তথ্য মুছে ফেলবে। সুতরাং পেনড্রাইভে যদি কোনো প্রয়োজনীয় ডাটা থাকে, তাহলে এই কাজ করার আগে অন্য কোথাও ব্যাকআপ রাখতে হবে।

চিত্র : ০২

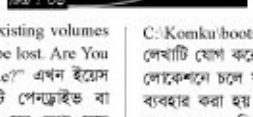

চিত্র : ০৩

ধাপ-৩ : এখন কমান্ড প্রম্পট রান করতে হবে। এ জন্য এক্সপির ক্ষেত্রে Start→Run-এ গিয়ে cmd টাইপ করে OK-তে ক্লিক করলে কালো রংয়ের একটি উইন্ডো আসবে (চিত্র -০২), সেখানে কিছু কমান্ড লিখে C:\Komku\bootsect\ ফোল্ডারে যেতে হবে। এটি করার জন্য C:\Documents and Settings\"computer's Name"> এই লেখাটির পর cd\ লেখাটি যোগ করে এন্টার চাপুন। cd\ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডস কমান্ড যার অর্থ হচ্ছে Change Directory এবং এই কমান্ড ব্যবহার করে রুট বা প্রাইমারি ড্রাইভে যাওয়া যায়। এখন চিত্র-০৩-এর মতো cd komku\bootsect লিখে এন্টার দিলেই উইন্ডোটি কাঙ্ক্ষিত ফোল্ডার বা ডিরেক্টরি অর্থাৎ C:\Komku\bootsect-এই লোকেশনে চলে যাবে।

ধাপ-৪ : এখন উইন্ডোটি না কেটে আরো কিছু কমান্ড লিখতে হবে। এটি করার জন্য C:\Komku\bootsect লেখার পরে /nt52 I: লিখে এন্টার চাপুন (এখানে I: হচ্ছে পেনড্রাইভ যে পোর্টে লাগানো হয়েছে তার ড্রাইভ লেটার, এটি পিসিভেদে H:, K:, J: এরকম অনেক কিছুই হতে পারে। তাই এই কমান্ড ব্যবহারের আগে আপনার পেনড্রাইভটির ড্রাইভ লেটার কি তা দেখে নিতে হবে)। তাহলে পেনড্রাইভটি ফরমেট হবে ও পেনড্রাইভকে বুটেবল বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো পেনড্রাইভে কপি করবে এবং উইন্ডোতে "Successfully updated FAT filesystem bootcode. Bootcode was successfully updated on all targeted volumes." এ ধরনের দুটি বার্তা দেখাবে। কমান্ড প্রম্পট উইন্ডোটি না কেটে পরবর্তী ধাপে চলে যান, কেননা এই উইন্ডোতে আরো কিছু কমান্ড লিখতে হবে।

ধাপ-৫ : উইন্ডোর নিচের দিকে C:\Komku\bootsec> এই লেখার পর cd.. লেখাটি যোগ করে এন্টার চাপলে C:\Komku> লোকেশনে চলে যাবে (সাধারণত cd\ কমান্ডটি ব্যবহার করা হয় এক লাফে রুট ড্রাইভে চলে যাওয়ার জন্য, কিন্তু cd.. কমান্ডটি ব্যবহার করা হয় ধাপে ধাপে পেছনে যাওয়ার জন্য)। এখন এই লেখার পর cd usb_prep8 লিখে এন্টার চাপলে সেটি C:\Komku\usb_prep8> লোকেশনে যাবে, তখন আবার usb_prep8 লিখে এন্টার চাপলে usb_prep8.exe ফাইলটি চালু হবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছু কাজ করার পর 'Press any key to continue...' মেসেজ দেখাবে। এখন কীবোর্ডের যেকোন কী চাপলে usb_prep8 ওয়েলকাম স্ক্রিন আসবে সেখানে ক্রমানুসারে নিচের কমান্ডগুলো লেখা থাকবে :

Prepares Windows XP LocalSource for Copy to USB-Drive:
0) Change Type of USB-Drive, currently [USB-stick]
1) Change XP Setup Source Path, currently []
2) Change Virtual TempDrive, currently [T:]

3) Change Target USB-Drive Letter, currently []
4) Make New Tempimage with XP LocalSource and Copy to USB-Drive
5) Use Existing Tempimage with XP LocalSource and Copy to USB-Drive
6) Change Log File - Simple OR Extended, currently [Simple]
7) Quit
Enter your choice: _

এখন অপটিক্যাল ড্রাইভে উইন্ডোজ এক্সপি'র সিডি ঢুকিয়ে কমান্ড প্রম্পট উইন্ডোতে গিয়ে ১ লিখে এন্টার চাপলে 'Browse For Folder' নামের একটি উইন্ডো আসবে সেখান থেকে উইন্ডোজের সিডি ঢোকানো অপটিক্যাল ড্রাইভটি সিলেক্ট করতে হবে। এখন ৩ টাইপ করে এন্টার দিলে Please give Target USB-Drive Letter e.g type U" এবং Enter Target USB-Drive Letter: এই লাইন দুটি দেখাবে। এখন পেনড্রাইভটির ড্রাইভ লেটার দেখে সে অনুযায়ী শুধু ড্রাইভ লেটারটি টাইপ করে এন্টার চাপতে হবে। এরপর আবার উইন্ডোতে ৪ লিখে এন্টার দিতে হবে, তাহলে কিছু সময়ের মধ্যেই সিডি থেকে এক্সপি ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো পেনড্রাইভে কপি হবে। তবে এর আগে অনেক মেসেজ দেখাতে পারে সেগুলো ভালোভাবে পড়ে সেই মোতাবেক কাজ করতে হবে। নিচে কয়েকটির উদাহরণ দেখানো হলো:

"WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE T: WILL BE LOST! Proceed with Format (Y/N)?"

এক্ষেত্রে Y লিখে এন্টার চাপুন।

"Copy Temp Drive Files to USB-Drive in about 15 minutes = Yes OR STOP = End Program = No" লেখা একটি ডায়ালগ বক্সের Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।

"Would you like USB-stick to be preferred Boot Drive *: লেখা একটি ডায়ালগ বক্সের এক্ষেত্রেও Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।

"Would you like to unmount the Virtual Drive?" লেখা আরেকটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এখানেও Yes বাটনে ক্লিক করলে কিছু সময় পর পেনড্রাইভটি বুটেবল হবে এবং এটি ব্যবহার করে অপটিক্যাল ড্রাইভবিহীন পিসি বা নোটবুকে খুব সহজেই উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করা যাবে।

ধাপ-৬ : বুটেবল ইউএসবি স্টোরেজ ডিভাইস থেকে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার জন্য বায়োস থেকে ইউএসবি হার্ডডিস্ককে প্রথমে বুট ডিভাইস বানিয়ে নিতে হবে। তাহলে দেখা যাক AMI BIOS -এ কাজটি কিভাবে করা হয় তা নিচে দেখানো হলো :

সাধারণত পিসি চালু হওয়ার সময় মাদারবোর্ডভেদে কীবোর্ডের Delete, F2, F8 কী চেপে বায়োসে প্রবেশ করতে হয়। AMI বায়োসের ক্ষেত্রে পিসি বুট করার সময় Delete কী চেপে বায়োসে প্রবেশ করতে হবে। বায়োসের মূল স্ক্রিনে কোন কী চাপলে কি হবে তার নির্দেশিকা দেয়া আছে। সেটি দেখে স্ক্রিনের Boot ট্যাবে গিয়ে Boot Device Priority অপশনের নিচে 1st Boot Device হিসেবে USB HDD বা USB ZIP সিলেক্ট করুন ও 2nd Boot Device হিসেবে হার্ডডিস্ক সিলেক্ট করে F10 চেপে সেভ করে বের হয়ে আসুন।

Award BIOS-এর ক্ষেত্রেও পিসি চালু হওয়ার সময় Delete কী চেপে বায়োসে প্রবেশ করুন। পরবর্তী স্ক্রিনে Advanced BIOS Features সিলেক্ট করে এন্টার চাপলে আরেকটি স্ক্রিন আসবে, সেখানে থেকে First Boot Device হিসেবে USB Device ও Second Boot Device হিসেবে হার্ডডিস্ক সিলেক্ট করে F10 চেপে সেভ করে বের হয়ে আসুন। এখন পেনড্রাইভটি নোটবুক বা পিসিতে সংযুক্ত করে যেভাবে বুটেবল সিডি থেকে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করা হয় ঠিক সেভাবেই এক্সপি ইনস্টল করা যাবে।

ফিডব্যাক : shmt_15@yahoo.com

পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড

(৭১ পৃষ্ঠার পর) যেমন– আয়তক্ষেত্রের ওপরে রাইট ক্লিক করে Format Shape-এ ক্লিক করে সেই উইন্ডোতে কাজ করা যায়। Format Shape উইন্ডোর 3D Format সিলেক্ট করে ডানপাশে Top ও Bottom বক্সের দুটিতেই একই স্টাইল প্রয়োগ করতে হবে। Top-এর ঘরে আগেই Perspective Relaxed Bevel সিলেক্ট করা আছে, তাই Bottom-এর ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করা ভালো (চিত্র-৪)। ইচ্ছেমতো যেকোনো স্টাইল বেছে নিতে পারেন যেটা ভালো লাগে।

Depth-এর ঘরে শূন্যের (০) বদলে দুই (২) লিখে দিলে আয়তক্ষেত্রটির বর্ডার একটু মোটা হয়ে যাবে। Surface-এর ঘরে Materials এবং Lighting ডিফল্ট বা আগে থেকেই একটি স্টাইল নির্ধারণ করা থাকে। তবে পছন্দমতো মেটেরিয়াল ও লাইটিং ইফেক্ট প্রয়োগ করে ডিজাইনটি চিত্র-৫-এর মতো হয়েছে কি না দেখে নিন। আয়তক্ষেত্রের বাঁকানোর পরিমাণ কম মনে হলে তা ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করা যেতে পারে, 3D Rotation অপশন থেকে Y-axis-এ কোণের মানের পরিবর্তন করে ইচ্ছেমতো বাঁকানো যাবে।

চতুর্থ ধাপ : মেটালিক প্লেটের ওপরে লেখা

থ্রিডি মেটালিক প্লেটের ওপরে লেখার জন্য তার ওপরে রাইট ক্লিক করে Edit Text সিলেক্ট করে তাতে নিজের ইচ্ছেমতো কিছু লিখে নিন। লেখাটিতে ডিজাইন করার জন্য লেখা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় WordArt Styles প্রয়োগ করতে পারেন বা Home ট্যাবে গিয়ে সেখান থেকে ফন্টের ধরন, আকার, রঙ ইত্যাদি নির্বাচন করে সাজিয়ে নিন। মেটালিক প্লেটের ওপরে মেটালিক অক্ষরে লেখার জন্য Text Effects→Bevel→Circle নির্বাচন করলেই বেভেল করা অক্ষরে লেখা দেখা যাবে (চিত্র-৬)।

পঞ্চম ধাপ : শাইনিং স্টার অ্যানিমেশন

জ্বলজ্বল করা তারকার ইফেক্ট আনার জন্য প্রথমে Insert→Shapes →Stars and Banners থেকে ৫ কোণবিশিষ্ট তারকা (5 Point Star) সিলেক্ট করে স্লাইডের ওপরে বা নিচে স্থাপন করতে হবে। আয়তক্ষেত্রের বেলায় যেভাবে বর্ডার বাদ দেয়া হয়েছে এবং রঙ নির্বাচন করা হয়েছে, সেভাবে তারকার বর্ডার বাদ ও ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিল রেখে রঙ বা No Fill নির্বাচন করুন। এতে স্লাইডের ওপরে তারকাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। এবার অদৃশ্য তারকাটিকে সিলেক্ট করে Animations ট্যাবে ক্লিক করে ডান পাশের Custom Animations-এ ক্লিক করলে বাম পাশে একটি প্যানেল দেখা যাবে। সেই প্যানেলের Add Effects→Emphasis →More Effects→ Moderate→Flicker নামের অ্যানিমেশনটি সিলেক্ট করুন। এখন অ্যানিমেশনটিকে কিছুটা মডিফাই করতে হবে। এজন্য ডান পাশের প্যানেলে Start-এর ঘরে With previous নির্বাচন করতে হবে, এতে স্লাইডটি প্রদর্শিত হবার সময় থেকেই অ্যানিমেশন চালু হবে। এরপর Color-এর ঘরে তারকাটি যে রঙে জ্বলবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সাদা বা হলুদ দেয়া যেতে পারে। Speed-এর ঘরে Fast বা Very Fast দিয়ে অ্যানিমেশনের গতি ঠিক করতে হবে (চিত্র-৭)। এরপর প্যানেলের মাঝের সাদা ঘরে থাকা অ্যানিমেশন কমান্ডের পাশের অ্যারোতে ক্লিক করে Effect Options→Timing-এ গিয়ে Repeat-এর স্থানে Until End of Slide সিলেক্ট করে দিতে হবে।

চিত্র : ০৬

চিত্র : ০৭

এবার কীবোর্ডের F5 কী চেপে বা পাওয়ারপয়েন্ট স্ক্রিনের ডানের নিচের দিকের Slideshow বাটনে ক্লিক করে স্লাইডটির অ্যানিমেশন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। ঠিক থাকলে প্রথমে বানানো তারকা থেকে আরো কয়েকটি অনুলিপি বা কপি তৈরি করে পেস্ট করে জায়গামতো সাজিয়ে নিলেই হয়ে যাবে পছন্দসই একটি অ্যানিমেটেড স্টাইলিশ পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড। তারকা কপি করার জন্য Ctrl কী চেপে তারকা সিলেক্ট করে তা ড্রাগ করলেও তার অনুলিপি তৈরি হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, প্রথমেই যেনো তারকার অনুলিপি বানানো না হয়। একটি বানিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় ইফেক্ট ও অ্যানিমেশন প্রয়োগের পরেই তার কপি করা ভালো। তা না হলে কপি করা সব তারকা একসাথে সিলেক্ট করে তাতে ইফেক্ট ও অ্যানিমেশন প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে খুব সহজেই সুন্দর করে স্লাইড সাজানো যাবে। পরের সংখ্যায় আরো একটি অ্যানিমেটেড স্লাইড বানানোর পদ্ধতি আলোচনা করা হবে।

ফিডব্যাক : shmt_21@yahoo.com

উবুন্তু গোত্রের লিনআক্স জুবুন্তু

প্রকৌশলী মর্তুজা আশীষ আহমেদ

লিনআক্সে কেডিই এবং জিনোম জনপ্রিয় দুটি ডেস্কটপ। এগুলো ছাড়া ইদানীং আরেকটি ডেস্কটপ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এটি হচ্ছে এক্সফেস। যারা এক্সফেস ডেস্কটপের কার্যকর লিনআক্স ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য কার্যকর সমাধান হচ্ছে জুবুন্তু লিনআক্স। জুবুন্তু হচ্ছে উবুন্তু লিনআক্সের এক্সফেস ভার্সন। উবুন্তু লিনআক্সের ডেস্কটপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে জিনোম। আর জুবুন্তুতে এক্সফেস। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই উবুন্তু লিনআক্সের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। আমরাও উবুন্তু লিনআক্স নিয়ে কমপিউটার জগৎ-এ অনেক রিভিউ দিয়েছি। অনেকে মনে করেন, লিনআক্স মানেই উবুন্তু। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে লিনআক্সের প্রায় অর্ধশতাধিক দৈনন্দিন কর্মপিউটিংয়ে কার্যকর ডিস্ট্রিবিউশন আছে।

উবুন্তু এরকম একটি ডিস্ট্রিবিউশন। আর জুবুন্তু হচ্ছে উবুন্তুর মতোই লিনআক্স, তবে যারা এক্সফেস ভক্ত তাদের জন্য।

লিনআক্সের এই সংখ্যায় জুবুন্তু লিনআক্স ডিস্ট্রিবিউশনের ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। সিস্টেমে লিনআক্স ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে কমপিউটিং জটিলতা এড়ানোর জন্য আলাদা পার্টিশন তৈরি করা ভালো। পার্টিশন করার জন্য থার্ড পার্টি পার্টিশনিং টুল ব্যবহার করা যায়, যেমন– পাওয়ারকোয়েস্ট পার্টিশন ম্যাজিক। পার্টিশন করার জন্য লিনআক্সের নিজস্ব প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু পার্টিশনিং সহজ করার জন্যই পাওয়ারকোয়েস্ট পার্টিশন ম্যাজিক ব্যবহার করা উচিত। পার্টিশন করার আগে পার্টিশনিং নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। ধরুন আপনি প্রাইমারি পার্টিশন সি ড্রাইভের পরে লিনআক্সের পার্টিশন করতে চান। এখানে একটি কথা না বললেই নয়, লিনআক্সের জন্য দুইটি পার্টিশন প্রয়োজন। একটি হলো লিনআক্স পার্টিশন, যেখানে লিনআক্স তার ইনস্টলেশন ফাইলগুলো রাখবে। এই পার্টিশনের ফাইল ফরমেট হবে ইএক্সটি২ বা ইএক্সটি৩ (লিনআক্সের সব ডিস্ট্রিবিউশন এই পার্টিশন সাপোর্ট করে)। অন্যটি হলো লিনআক্স সোয়াপ।

ধরা যাক, আপনি আইডিই প্রাইমারি মাস্টার হার্ডডিস্কে পার্টিশন করবেন। এখন সি ড্রাইভের পরে কিন্তু এক্সটেন্ডেড পার্টিশনের আগে লিনআক্স পার্টিশন তৈরি করলে পার্টিশনের নাম হবে এইচডিএ৫/এসডিএ৫। যেহেতু একই হার্ডডিস্কে চারটি পর্যন্ত প্রাইমারি পার্টিশন করা যায়, তাই এইচডিএ২/এসডিএ২ থেকে এইচডিএ৪/এসডিএ৪ পর্যন্ত রিজার্ভ থাকবে। প্রাইমারি পার্টিশন C: ড্রাইভ থেকে জায়গা নিয়ে লিনআক্স পার্টিশন করতে চাইলে এই ড্রাইভ সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে resize/merge অপশন সিলেক্ট করে যতটুকু ইচ্ছে জায়গা খালি করতে হবে। অন্তত দুইটি পার্টিশন করতে হবে, একটি লিনআক্সের রুট এবং অন্যটি লিনআক্স সোয়াপ পার্টিশন।

লিনআক্সের সোয়াপ পার্টিশনের জন্য সিস্টেমের র‍্যামের দ্বিগুণ জায়গা দিতে হবে। আর রুট ফাইল সিস্টেমের জন্য ৫ গিগাবাইটের মতো জায়গা দিলেই চলবে। এসব মাথায় রেখেই উইন্ডোজ পার্টিশন থেকে জায়গা খালি করতে হবে। পার্টিশন ম্যাজিক থেকে খালি জায়গা বের করে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট পার্টিশন সিলেক্ট করতে হবে। নতুন পার্টিশনের সাইজ ৫ গিগাবাইট অ্যালোকেট করে দেবার পর পার্টিশনের ধরন সিলেক্ট করতে হবে লিনআক্স ইএক্সটি৩। আর পার্টিশন লজিক্যাল ড্রাইভ সিলেক্ট করে দেয়াই ভালো। তাতে করে পার্টিশনের হিসেব রাখা সহজ হবে। এবারে খালি জায়গার বাকি অংশে একইভাবে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট পার্টিশন সিলেক্ট করতে হবে। নতুন পার্টিশনের সাইজ বাকি থাকা পুরো অংশ র‍্যামের দ্বিগুণ বা কাছাকাছি অংশ অ্যালোকেট করে দিতে হবে। আর পার্টিশনের ধরন সিলেক্ট করতে হবে লিনআক্স সোয়াপ। তাহলে আপনার লিনআক্স ইএক্সটি৩ পার্টিশনের আইডেনটিটি হবে এইচডিএ৫ এবং লিনআক্স সোয়াপ পার্টিশনের আইডেনটিটি হবে এইচডিএ৬।

এবারে লিনআক্সের ইনস্টলেশনের জন্য জুবুন্তুর বুটেবল ডিস্ক যোগাড় করতে হবে। জুবুন্তু ডাউনলোড করার জন্য http://www.xubuntu.org/ সাইটটি ভিজিট করা যেতে পারে। আগে লিনআক্স ইনস্টলেশন বেশ ঝামেলাপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন সবকিছু গ্রাফিক্যাল হওয়ায় ইনস্টলেশন বেশ সহজ হয়ে গেছে। ইনস্টলেশন নিয়ে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারা বেশ সহজেই জুবুন্তু ইনস্টল করতে পারবেন।

শুধু একটা জায়গাতে সমস্যা হতে পারে, সেটি হলো মাউন্টপয়েন্ট সিলেক্ট করা নিয়ে। লিনআক্সের সিডি থেকে বুট করে ইনস্টল করতে হবে বলে প্রথমেই সিস্টেমের বুট ডিভাইস সেটিংস ঠিক করে নিতে হবে। সাধারণত হার্ডডিস্ক থেকেই সিস্টেম বুট করে বলে অপটিক্যাল ডিভাইসকে (সিডি রম বা অন্যান্য) হার্ডডিস্কের আগে প্রায়োরিটি সেট করে দিতে হবে। এজন্য সিস্টেম বুট করার সময় বায়োসে প্রবেশ করতে হবে। আজকাল অনেক বায়োসেই বুট সিকোয়েন্স পরিবর্তন না করেই যেকোনো ডিভাইস থেকে বুট করার সুযোগ দেয়। বেশিরভাগ বায়োসেই এটি করার জন্য বায়োস পার হবার সময় F8 চাপতে হয়। যে সিস্টেমে লিনআক্স চালানো হবে তার বায়োসে কোন কী চাপতে হয় তা জেনে নিতে হবে। এরপর ড্রাইভে জুবুন্তুর সিডি রেখে ড্রাইভটি সিলেক্ট করে দিলেই হবে।

বুট হবার পরে জুবুন্তুর বুট মেনুতে এন্টার চাপলে অটোমেটিক লাইভ সিডি চালু হবে। লাইভ সিডি চালু হলে কিছু সময় পর সরাসরি জুবুন্তুর লাইভ ডেস্কটপে চলে আসবেন। ডেস্কটপে ইনস্টল নামে একটি আইকন দেখতে পাবেন। আইকনটি ক্লিক করলে সিস্টেমে জুবুন্তু ইনস্টলেশন শুরু হবে।

প্রথমেই আপনার সামনে আসবে ভাষা নির্বাচন মেনু। এখান থেকে আপনাকে ভাষা নির্বাচন করতে হবে। ইচ্ছে করলে বাংলাভাষাও নির্বাচন করা যায়। বাংলাভাষা নির্বাচন করলে সবকিছু বাংলায় দেখাবে। এরপর নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরের মেনু থেকে আন্তর্জাতিক সময় এবং অঞ্চল নির্বাচন করতে হবে। তারপর নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরের মেনুতে কীবোর্ড ব্যবহার সিলেক্ট করতে হবে। এর পরের মেনু থেকেই আপনাকে পার্টিশন করতে হবে। এখান থেকে নিজ হাতে বা self সিলেক্ট করতে হবে। তারপর নেক্সটে ক্লিক করে পরের মেনুতে যান। যেহেতু আগেই পার্টিশন করা হয়েছে তাই আমাদের নতুন করে পার্টিশন না করে শুধু তৈরি করা পার্টিশন সিলেক্ট করে দিলেই চলবে। তৈরি করা পার্টিশন ইএক্সটি৩ এবং ডিভাইস এইচডিএ৫ দেখাবে। পার্টিশনটি সিলেক্ট করে ফরমেট বক্সে টিক মার্ক দিতে হবে। সেই সাথে রাইট বাটন ক্লিক করে মাউন্টপয়েন্ট অপশনে সিলেক্ট করতে হবে। জুবুন্তু লিনআক্স ইনস্টলেশনের মূল কাজটিই করা শেষ। সবশেষে ফিনিশ বাটনে ক্লিক করলে ইনস্টলেশন শুরু হবে। এভাবে ইনস্টলেশন শেষ করে সিস্টেম রিস্টার্ট করতে হবে।

জুবুন্তু মানেই যে উবুন্তুর ভিন্ন চেহারার অপারেটিং সিস্টেম তা কিন্তু নয়। উবুন্তুর ডেস্কটপ জিনোম আর জুবুন্তুতে তা এক্সফেস। লিনআক্সে ডেস্কটপ মানেই যে শুধু ভিজ্যুয়ালাইজেশন তা নয়। এখানে ডেস্কটপ মানে ভিজ্যুয়ালাইজেশনের পাশাপাশি কিছু বান্ডলড সফটওয়্যারের উপস্থিতি। এগুলো জিনোম, এক্সফেস প্রভৃতিতে আলাদা। আগে একই লিনআক্সে একাধিক ডেস্কটপের ব্যবস্থা ছিল। যে কারণে ম্যান্ড্রেক লিনআক্স (এখনকার ম্যান্ড্রিভা) অনেকেরই প্রথম পছন্দের ছিল। এখন একটি লিনআক্স সিস্টেমে সাধারণত একটাই ডেস্কটপ ব্যবহার করা হয় জটিলতা এড়ানোর জন্য। বলা ভালো, উবুন্তু এবং জুবুন্তু সম্পূর্ণ আলাদা অপারেটিং সিস্টেম।

ফিডব্যাক : mortuzacsepm@yahoo.com

উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমে সিকিউরিটি

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

সম্প্রতি মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ৭ বাজারে আসার সাথে সাথে এর উন্নতমানের সিকিউরিটি ফিচারের কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। উইন্ডোজ ৭-এ বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে, যা ব্যবহার করে কমপিউটারকে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। নিচে উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমের সাহায্যে কমপিউটারকে সুরক্ষা দেয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোসফটের অন্যান্য ভার্সনের তুলনায় অধিক সিকিউরিটি ফিচারসমৃদ্ধ। এতে এমন কিছু ফিচার যুক্ত করা হয়েছে, যা আপনার কমপিউটারকে ম্যালওয়্যার, হ্যাকার ও অন্যান্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এ ধরনের সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রথমেই উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে একটি অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করে আপডেট করে নিতে হবে এবং উইন্ডোজ ৭-এর বেশ কিছু ফিচার অ্যানাবল করে নিতে হবে। নিচে বেশ কিছু ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা আপনার কমপিউটারের সিকিউরিটি লেভেলকে বাড়াতে সাহায্য করবে।

ধাপ-১ : যেকোনো কমপিউটারকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রথম, যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ভালো মানের একটি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করা। প্রয়োজনে উইন্ডোজ ৭-কে আপগ্রেড করে নিন। আপগ্রেড করার পর স্টার্ট মেন্যুতে ক্লিক করে সার্চে Network টাইপ করে এন্টার চাপুন। Network and Sharing Center-এ ক্লিক করে নেটওয়ার্ক কানেকশনকে অ্যানাবল করে নিন। এবার কমপিউটারে ভালোমানের যেকোনো অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করে আপডেট করে নিন।

ধাপ-২ : Network and Sharing Center-এর নিচের দিকে উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল লিঙ্কে ক্লিক করুন। অথবা Windows Firewall Stateকে অ্যানাবল করে নিন। যখন আপনি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হবেন, তখন কোনো হ্যাকার আপনার কমপিউটারে অ্যাকসেস করতে চাইলে ফায়ারওয়াল তা প্রতিহত করবে।

ধাপ-৩ : মাইক্রোসফট প্রতিনিয়ত সিকিউরিটি প্যাচ ইন্টারনেটে ছাড়ছে। তাই আপনার উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমের সিকিউরিটি বাড়ানোর জন্য আপডেটেড সিকিউরিটি প্যাচ ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিন।

ধাপ-৪ : উইন্ডোজ ৭, উইন্ডোজ ভিসতার ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোলকে (UAC) পরিবর্তন করেছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের এরর পেলে এ অপারেটিং সিস্টেম উপেক্ষা করে যায়। এতে কমপিউটারের সিকিউরিটি লেভেল অনেকাংশে কমে যায়। UACকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য স্টার্ট মেন্যুতে ক্লিক করে সার্চে UAC টাইপ করে এন্টার চাপুন। Change User Account Control সেটিংয়ে ক্লিক করুন। এখানে স্লাইডারকে উপরের দিকে নিয়ে 'Always notify' হিসেবে সেট করে ওকে বাটনে ক্লিক করুন। এতে প্রতিক্ষেত্রে যেকোনো এরর মেসেজ পেলেই মেসেজ দেখাবে।

ধাপ-৫ : ম্যালওয়্যার ডিটেকশনের জন্য উইন্ডোজ ডিফেন্ডার উইন্ডোজ ৭-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আপনি যদি কোনো অ্যান্টিভাইরাস টুল ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে একে ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই। তবে অন্য কোনো অ্যান্টিভাইরাস না থাকলে ডিফেন্ডারকে অ্যানাবল করে আপডেট করে নিন। আপডেট করার জন্য স্টার্ট মেন্যুতে ক্লিক করে সার্চে Defender টাইপ করে এন্টার চাপলে উইন্ডোজ ডিফেন্ডার লিঙ্ক খুলবে। এখানে চেক ফর আপডেট-এ ক্লিক করে উইন্ডোজ ডিফেন্ডারকে আপ-টু-ডেট করে নিন।

চিত্র : IE8 G Protected Mode অ্যানাবল করা

ধাপ-৬ : আপনার পরিবারের শিশুদের রক্ষা করার জন্য উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমে Parental Controls System ফিচারটি যুক্ত করে নিতে পারেন। সাধারণত উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমের সাথে Parental Control System, মেসেঞ্জার, মেইল, ফটো গ্যালারি, মুভি মেকার কিন্টইন নেই। তবে এগুলো ইন্টারনেট হতে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারেন। ডাউনলোড করার জন্য স্টার্ট মেন্যুতে ক্লিক করে সার্চে Live টাইপ করে এন্টার প্রেস করুন। Go Online to get Windows Live Essentials link-এ ক্লিক করুন। http://download.live.com থেকে একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। Download লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার প্রয়োজনীয় ফিচার ডাউনলোড করে নিন।

ধাপ-৭ : কমপিউটারে উইন্ডোজ লাইভের সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড হয়ে গেলে ইনস্টল করার জন্য ক্লিক করুন। এতে যে উইন্ডো প্রদর্শিত হবে এখানে Family Safety বক্সে ক্লিক করুন এবং অন্য যেসব ফিচার আপনার প্রয়োজন তাতে ক্লিক করে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু করুন। ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর স্টার্ট মেন্যুতে ক্লিক করে সার্চে Family লিখে এন্টার চাপুন। এখানে Family Safety Link-এ ক্লিক করুন। আপনার উইন্ডোজ লাইভ আইডি দিয়ে লগইন করুন। লাইভ আইডি না থাকলে সাইনআপ করে আইডি দিয়ে লগইন করুন। এবার উইন্ডোজ অ্যাকাউন্ট থেকে ঠিক করে দিন কী ধরনের সিকিউরিটি বা রেস্ট্রিকশন সেট করতে চাচ্ছেন বা ফ্যামিলি অ্যাকাউন্ট মনিটরিং করতে চাচ্ছেন।

ধাপ-৮ : উইন্ডোজ ৭-এ ইতোমধ্যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৮ ব্যবহার করা যাচ্ছে। এবার সিকিউরিটির জন্য ওয়েব ব্রাউজারকে কনফিগার করে নিতে হবে। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৮ খুলুন। ALT কী-তে প্রেস করে টুল হতে Smart Screen Filter সিলেক্ট করে একে অ্যানাবল করুন। আবার ALT কী-তে প্রেস করে টুল থেকে ইন্টারনেট অপশনে ক্লিক করুন। এখন সিকিউরিটি ট্যাবে ক্লিক করুন। Enable Protected Mode সিলেক্ট করে দিন। এতে কোনো ম্যালিসিয়াস সাইট জোর করে কোনো স্পাইওয়্যার আপনার কমপিউটারে ডাউনলোড করতে চাইলে আপনাকে পপ-আপ মেসেজে তা দেখাবে। এবার Privacy ট্যাবে ক্লিক করে Pop-up Blocker অ্যানাবল করে নিন।

উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করে উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বেশ কিছু প্রটেকশন নিতে পারছেন। কমপিউটারের সিকিউরিটির লেভেল আরো বাড়ানোর জন্য ব্যাকআপ পদ্ধতিটি এনাবল করতে হবে। আগের তুলনায় ব্যাকআপ পদ্ধতি উইন্ডোজ ৭-এ সহজ করা হয়েছে। এর জন্য স্টার্টে ক্লিক করে সার্চে Backup টাইপ করে এন্টার চাপুন। Backup and Restore লিঙ্কে ক্লিক করুন। ব্যাকআপে ক্লিক করুন। যে ড্রাইভকে ব্যাকআপ রাখতে চাচ্ছেন তাতে ক্লিক করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করে Let Windows Choose অপশনটি সিলেক্ট করলে উক্ত ড্রাইভের সব ডাটা ব্যাকআপ হবে। আর নির্দিষ্ট কিছু ফাইল ব্যাকআপ নেয়ার জন্য Let me choose অপশনে ক্লিক করে আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলসমূহ সিলেক্ট করে দিন। এবার নেক্সট বাটনে ক্লিক করে ব্যাকআপ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করুন। একবার ব্যাকআপ হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিডিউলভিত্তিক ব্যাকআপ পদ্ধতি সিলেক্ট হয়ে যাবে, যা পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটা ব্যাকআপ হতে থাকবে।

ফিডব্যাক : romy446@yahoo.com

comjagat.com
You are LIVE

অ্যানিমেটেড ও স্টাইলিশ পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড

সৈয়দ হাসান মাহমুদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও অ্যানিমেশনের কাজ করার জন্য এডোবির ফটোশপ ও ফ্ল্যাশ অন্যতম। এসব সফটওয়্যারের ইন্টারফেস নতুন ব্যবহারকারীদের কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করে অর্থাৎ এগুলোর ইন্টারফেস খুব একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি নয়। সাধারণ মানের বা টুকটাক গ্রাফিক্স ডিজাইন করতে হলেও এসব সফটওয়্যারের ব্যাপারে কিছুটা জ্ঞান থাকা চাই। তাছাড়া সফটওয়্যারগুলো কমপিউটারের প্রচুর রিসোর্স শেয়ার করে পিসির গতি কিছুটা ধীর করে দেয়। তাই ভালোমানের কনফিগারেশনযুক্ত পিসি ব্যবহার করতে হয়। ছোটখাটো ডিজাইন ও অ্যানিমেশনের কাজ করার জন্য পাওয়ারপয়েন্ট ব্যবহার করা যায়। বেশ কিছু কাজ পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭ বা ২০১০ দিয়ে খুব সহজেই করে ফেলা যায়, যা অন্যান্য সফটওয়্যারে করতে গেলে হিমশিম খেতে হয়। আজকে পাওয়ারপয়েন্টের সাহায্যে একটি অ্যানিমেটেড বিজ্ঞাপন বা পোস্টার বানানোর কৌশল দেখানো হবে।

১নং চিত্রে দেয়া ছবিটি লক্ষ করুন। এ ছবির ডিজাইন করা হয়েছে পাওয়ারপয়েন্টের সাহায্যে। ছবিটির উপর ও নিচ দিকের তারকাগুলো (স্টার) জ্বলজ্বল করবে। এতে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপরে ফোকাস লাইটিংয়ের ইফেক্ট আসা হয়েছে এবং এর মাঝে একটি ত্রিমাত্রিক ট্রে নিয়ে তার ওপরে বেভেল করে লেখা হয়েছে। এধরনের অ্যানিমেটেড ও ডিজাইনেবল স্লাইড বানানোর ব্যাপারটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করতে হবে।

প্রথম ধাপ : ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক করা

প্রথমে পাওয়ারপয়েন্ট প্রোগ্রাম চালু করতে হবে এবং স্লাইডে থাকা বক্স দুটি (Click to add title ও Click to add subtitle লেখা বক্স) সিলেক্ট করে ডিলিট কী চেপে মুছে দিতে হবে। স্লাইড পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যাবে। এখন স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়ার জন্য রিবন বারের ডান কোণায় থাকা Background Styles-এ ক্লিক করে পছন্দমতো রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক করা যাবে। অথবা স্লাইডের ফাঁকা স্থানে রাইট বাটন ক্লিক করে Format Background সিলেক্ট করতে হবে। এতে Format Background নামের উইন্ডো আসবে (চিত্র-২), যা থেকে অনেকভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড এডিট করা যাবে। এখানে Solid Fill অপশনের সাহায্যে যেকোনো রঙ দেয়া যাবে এবং সে রঙ হাল্কা বা গাঢ় করা যাবে। Gradient Fill অপশন থেকে বিভিন্ন ধরনের শেড দেয়া যেতে পারে। Picture or Texture Fill অপশন থেকে পাওয়ারপয়েন্টের সাথে দেয়া কিছু টেক্সচার ডিজাইন বা নিজের ইচ্ছেমতো ছবি ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ডের ডিজাইন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙ দেয়া হয়েছে কালো। তাই Solid Fill অপশন থেকে নিচে Color নামের ডাউন মেনু থেকে কালো রঙ সিলেক্ট করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালো রঙের হয়ে যাবে। ব্যাকগ্রাউন্ড বেশি কালো মনে হলে Trasnparency অপশনের বারটি (Bar) ডানদিকে টেনে ট্রান্সপারেন্সি কিছুটা বাড়িয়ে কালো রঙ হাল্কা করে নিন।

চিত্র : ০১

চিত্র : ০২

দ্বিতীয় ধাপ : ফোকাসিং লাইট ইফেক্ট

স্লাইডের মাঝে ফোকাসিং লাইট ইফেক্ট আনার জন্য প্রথমে ডিম্বাকৃতির একটি ডায়াগ্রাম দিতে হবে। এ কাজ করার জন্য মেনু বারের Insert ট্যাবে ক্লিক করে রিবন মেনু (Ribbon Menu) থেকে Shapes-এ ক্লিক করে সেখানকার Basic Shapes-এর অন্তর্গত Oval বা ডিম্বাকৃতির আইকনটি সিলেক্ট করে স্লাইডের মাঝখান বরাবর মাউসের সাহায্যে বড় আকারের একটি ওভাল শেপ তৈরি করুন। এরপর ওভাল শেপটি সিলেক্ট করে Format ট্যাবে ক্লিক করতে হবে বা ওভাল শেপটিতে ডবল ক্লিক করলে Format Tab স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেক্টেড হবে। এবার ফরমেট ট্যাবের রিবন মেনু থেকে Shape Outline-এ গিয়ে No Outline সিলেক্ট করলে ওভাল শেপের বর্ডার মুছে যাবে। এরপর Shape Fill-এর ড্রপ ডাউন মেনু থেকে সাদা রঙ নির্বাচন করে, সেই মেনুর নিচের দিকের Gradient থেকে Linear Up বা নিচে গাঢ় ও উপরে হাল্কা রঙের আইকনটি সিলেক্ট করলেই কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপরে ওভাল শেপটিকে অনেকটা ফোকাসিং লাইটিং ইফেক্টের মতো মনে হবে। কাজটি আরো নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে করার জন্য Format→Shape Effects→Soft Edges থেকে 10 Points সিলেক্ট করতে হবে। Format→Shape Fill→Gradients→More Gradients বা ওভাল শেপের ওপরে রাইট ক্লিক করে Format Shape-এ নির্বাচন করতে হবে। এরপর Gradient Fill নামের রেডিও বাটন চেক থাকা অবস্থায় নিচে থেকে ট্রান্সপারেন্সি লেভেল ১০০% করে দিলে ফোকাস লাইটিংয়ের ব্যাপারটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, যা ৩ নং চিত্রের মতো দেখাবে।

চিত্র : ০২

চিত্র : ০৩

চিত্র : ০৪

চিত্র : ০৫

তৃতীয় ধাপ : ত্রিমাত্রিক মেটালিক ট্রে বা পে-ট বানানো

ত্রিমাত্রিক ট্রে বা পে-ট বানানোর জন্য Inserts→Shapes→Rectangles→Rounded Rectangles সিলেক্ট করে ওভাল শেপের মাঝা বরাবর একটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে হবে। Format→Shape Outline→No Outline সিলেক্ট করে আয়তক্ষেত্রের বর্ডার বাদ দিতে হবে। এরপর Shape Fill→Theme Color থেকে সাদা রঙের দুই ঘর নিচের ২৫% কালচে (Darker) সাদা রঙ নির্বাচন ও Shape Fill→Gradient→Linear Up নামের নিচ থেকে উপরের দিকে শেড দেয়া (গাঢ় থেকে হাল্কা) স্টাইলটি নির্বাচন করুন। এতে আয়তক্ষেত্রটি হালকা ছাই বর্ণের দেখা যাবে।

এবার আয়তক্ষেত্রটিকে ত্রিমাত্রিকভাবে ফুটিয়ে তোলার পালা। আয়তক্ষেত্রে মেটালিক বর্ডার দেয়ার জন্য Format→Shape Effects→Bevel→Relaxed Inset অপশনটি নির্বাচন করতে হবে। থ্রিডি ইফেক্টের জন্য Format→Shape Effects→3D Rotation→Perspective→Perspective Relaxed নামের বাঁকানো শেপটি নির্বাচন করতে হবে। কাজটি অন্যভাবেও করা যায়,

(বাকি অংশ ৭২ পৃষ্ঠায়)

3) Change Target USB-Drive Letter, currently []

4) Make New Tempimage with XP LocalSource and Copy to USB-Drive

5) Use Existing Tempimage with XP LocalSource and Copy to USB-Drive

6) Change Log File - Simple OR Extended, currently [Simple]

7) Quit

Enter your choice: _

এখন অপটিক্যাল ড্রাইভে উইন্ডোজ এক্সপি'র সিডি ঢুকিয়ে কমান্ড প্রম্পট উইন্ডোতে গিয়ে ১ লিখে এন্টার চাপলে 'Browse For Folder' নামের একটি উইন্ডো আসবে সেখান থেকে উইন্ডোজের সিডি ঢোকানো অপটিক্যাল ড্রাইভটি সিলেক্ট করতে হবে। এখন ৩ টাইপ করে এন্টার দিলে Please give Target USB-Drive Letter e.g type U" এবং Enter Target USB-Drive Letter: এই লাইন দুটি দেখাবে। এখন পেনড্রাইভটির ড্রাইভ লেটার দেখে সে অনুযায়ী শুধু ড্রাইভ লেটারটি টাইপ করে এন্টার চাপতে হবে। এরপর আবার উইন্ডোতে ৪ লিখে এন্টার দিতে হবে, তাহলে কিছু সময়ের মধ্যেই সিডি থেকে এক্সপি ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো পেনড্রাইভে কপি হবে। তবে এর আগে অনেক মেসেজ দেখাতে পারে সেগুলো ভালোভাবে পড়ে সেই মোতাবেক কাজ করতে হবে। নিচে কয়েকটির উদাহরণ দেখানো হলো :

"WARNING ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE T: WILL BE LOST! Proceed with Format (Y/N)?"

এক্ষেত্রে Y লিখে এন্টার চাপুন।

"Copy Temp Drive Files to USB-Drive in about 15 minutes = Yes OR STOP = End Program = No" লেখা একটি ডায়ালগ বক্সের Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।

"Would you like USB-stick to be preferred Boot Drive *: লেখা একটি ডায়ালগ বক্সের এক্ষেত্রেও Yes বাটনে ক্লিক করতে হবে।

"Would you like to unmount the Virtual Drive?" লেখা আরেকটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এখানেও Yes বাটনে ক্লিক করলে কিছু সময় পর পেনড্রাইভটি বুটেবল হবে এবং এটি ব্যবহার করে অপটিক্যাল ড্রাইভবিহীন পিসি বা নোটবুকে খুব সহজেই উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করা যাবে।

ধাপ-৬ : বুটেবল ইউএসবি স্টোরেজ ডিভাইস থেকে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার জন্য বায়োস থেকে ইউএসবি হার্ডডিস্ককে প্রথমে বুট ডিভাইস বানিয়ে নিতে হবে। তাহলে দেখা যাক AMI BIOS -এ কাজটি কিভাবে করা হয় তা নিচে দেখানো হলো :

সাধারণত পিসি চালু হওয়ার সময় মাদারবোর্ডভেদে কীবোর্ডের Delete, F2, F8 কী চেপে বায়োসে প্রবেশ করতে হয়। AMI বায়োসের ক্ষেত্রে পিসি বুট করার সময় Delete কী চেপে বায়োসে প্রবেশ করতে হবে। বায়োসের মূল স্ক্রিনে কোন কী চাপলে কি হবে তার নির্দেশিকা দেয়া আছে। সেটি দেখে স্ক্রিনের Boot ট্যাবে গিয়ে Boot Device Priority অপশনের নিচে 1st Boot Device হিসেবে USB HDD বা USB ZIP সিলেক্ট করুন ও 2nd Boot Device হিসেবে হার্ডডিস্ক সিলেক্ট করে F10 চেপে সেভ করে বের হয়ে আসুন।

Award BIOS-এর ক্ষেত্রেও পিসি চালু হওয়ার সময় Delete কী চেপে বায়োসে প্রবেশ করুন। পরবর্তী স্ক্রিনে Advanced BIOS Features সিলেক্ট করে এন্টার চাপলে আরেকটি স্ক্রিন আসবে, সেখানে থেকে First Boot Device হিসেবে USB Device ও Second Boot Device হিসেবে হার্ডডিস্ক সিলেক্ট করে F10 চেপে সেভ করে বের হয়ে আসুন। এখন পেনড্রাইভটি নোটবুক বা পিসিতে সংযুক্ত করে যেভাবে বুটেবল সিডি থেকে উইন্ডোজ এক্সপি ইনস্টল করা হয় ঠিক সেভাবেই এক্সপি ইনস্টল করা যাবে।

ফিডব্যাক : shut_15@yahoo.com

পাওয়ারপয়েন্ট স্-াইড

(৭৯ পৃষ্ঠার পর) যেমন– আয়তক্ষেত্রের ওপরে রাইট ক্লিক করে Format Shape-এ ক্লিক করে সেই উইন্ডোতে কাজ করা যায়। Format Shape উইন্ডোর 3D Format সিলেক্ট করে ডানপাশে Top ও Bottom বক্সের দুটিতেই একই স্টাইল প্রয়োগ করতে হবে। Top-এর ঘরে আগেই Perspective Relaxed Bevel সিলেক্ট করা আছে, তাই Bottom-এর ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করা ভালো (চিত্র-৪)। ইচ্ছেমতো যেকোনো স্টাইল বেছে নিতে পারেন যেটা ভালো লাগে।

Depth-এর ঘরে শূন্যের (০) বদলে দুই (২) লিখে দিলে আয়তক্ষেত্রটির বর্ডার একটু মোটা হয়ে যাবে। Surface-এর ঘরে Materials এবং Lighting ডিফল্ট বা আগে থেকেই একটি স্টাইল নির্ধারণ করা থাকে। তবে পছন্দমতো মেটেরিয়াল ও লাইটিং ইফেক্ট প্রয়োগ করে ডিজাইনটি চিত্র-৫-এর মতো হয়েছে কি না দেখে নিন। আয়তক্ষেত্রের বাঁকানোর পরিমাণ কম মনে হলে তা ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করা যেতে পারে, 3D Rotation অপশন থেকে Y-axis-এ কোণের মানের পরিবর্তন করে ইচ্ছেমতো বাঁকানো যাবে।

চতুর্থ ধাপ : মেটালিক পে-টের ওপরে লেখা

থ্রিডি মেটালিক পে-টের ওপরে লেখার জন্য তার ওপরে রাইট ক্লিক করে Edit Text সিলেক্ট করে তাতে নিজের ইচ্ছেমতো কিছু লিখে নিন। লেখাটিতে ডিজাইন করার জন্য লেখা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় WordArt Styles প্রয়োগ করতে পারেন বা Home ট্যাবে গিয়ে সেখান থেকে ফন্টের ধরন, আকার, রঙ ইত্যাদি নির্বাচন করে সাজিয়ে নিন। মেটালিক পে-টের ওপরে মেটালিক অক্ষরে লেখার জন্য Text Effects→Bevel→Circle নির্বাচন করলেই বেভেল করা অক্ষরে লেখা দেখা যাবে (চিত্র-৬)।

পঞ্চম ধাপ : শাইনিং স্টার অ্যানিমেশন

জ্বলজ্বল করা তারকার ইফেক্ট আনার জন্য প্রথমে Insert→Shapes →Stars and Banners থেকে ৫ কোণবিশিষ্ট তারকা (5 Point Star) সিলেক্ট করে স্-াইডের ওপরে বা নিচে স্থাপন করতে হবে। আয়তক্ষেত্রের বেলায় যেভাবে বর্ডার বাদ দেয়া হয়েছে এবং রঙ নির্বাচন করা হয়েছে, সেভাবে তারকার বর্ডার বাদ ও ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিল রেখে রঙ বা No Fill নির্বাচন করুন। এতে স্-াইডের ওপরে তারকাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। এবার অদৃশ্য তারকাটিকে সিলেক্ট করে Animations ট্যাবে ক্লিক করে ডান পাশের Custom Animations-এ ক্লিক করলে বাম পাশে একটি প্যানেল দেখা যাবে। সেই প্যানেলের Add Effects→Emphasis →More Effects→Moderate→Flicker নামের অ্যানিমেশনটি সিলেক্ট করুন। এখন অ্যানিমেশনটিকে কিছুটা মডিফাই করতে হবে। এজন্য ডান পাশের প্যানেলে Start-এর ঘরে With previous নির্বাচন করতে হবে, এতে স্-াইডটি প্রদর্শিত হবার সময় থেকেই অ্যানিমেশন চালু হবে। এরপর Color-এর ঘরে তারকাটি যে রঙে জ্বলবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সাদা বা হলুদ দেয়া যেতে পারে। Speed-এর ঘরে Fast বা Very Fast দিয়ে অ্যানিমেশনের গতি ঠিক করতে হবে (চিত্র-৭)। এরপর প্যানেলের মাঝের সাদা ঘরে থাকা অ্যানিমেশন কমান্ডের পাশের অ্যারোতে ক্লিক করে Effect Options→Timing-এ গিয়ে Repeat-এর স্থানে Until End of Slide সিলেক্ট করে দিতে হবে।

চিত্র : ০৬

চিত্র : ০৭

এবার কীবোর্ডের F5 কী চেপে বা পাওয়ারপয়েন্ট স্ক্রিনের ডানের নিচের দিকের Slideshow বাটনে ক্লিক করে স্-াইডটির অ্যানিমেশন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। ঠিক থাকলে প্রথমে বানানো তারকা থেকে আরো কয়েকটি অনুলিপি বা কপি তৈরি করে পেস্ট করে জায়গামতো সাজিয়ে দিলেই হয়ে যাবে পছন্দসই একটি অ্যানিমেটেড স্টাইলিশ পাওয়ারপয়েন্ট স্-াইড। তারকা কপি করার জন্য Ctrl কী চেপে তারকা সিলেক্ট করে তা ড্রাগ করলেও তার অনুলিপি তৈরি হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, প্রথমেই যেনো তারকার অনুলিপি বানানো না হয়। একটি বানিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় ইফেক্ট ও অ্যানিমেশন প্রয়োগের পরেই তার কপি করা ভালো। তা না হলে কপি করা সব তারকা একসাথে সিলেক্ট করে তাতে ইফেক্ট ও অ্যানিমেশন প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে খুব সহজেই সুন্দর করে স্-াইড সাজানো যাবে। পরের সংখ্যায় আরো একটি অ্যানিমেটেড স্-াইড বানানোর পদ্ধতি আলোচনা করা হবে।

ফিডব্যাক : shut_21@yahoo.com

ফটোশপে তৈরি করুন মায়াবী চোখ

আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী

একজন মানুষ তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে চোখও ব্যবহার করে। রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রকাশ করতে আমরা চোখ ব্যবহার করি। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে 'চোখ মনের কথা বলে'। নারী তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য চোখ সাজিয়ে নেয়। একটি চোখ সাজানোর কারণে অনেক সময় মায়াবী রহস্যময়তার সৃষ্টি হয়। চোখের কারুকাজের এ পর্বে একটি চোখের ছবিকে কিভাবে অল্পসময়ে অতিসহজে মায়াবী রহস্যময় বানানো যায়, তা দেখানো হয়েছে।

প্রথমেই এক জোড়া সুন্দর চোখের ছবি প্রয়োজন। আপনারা নিজেদের ডিজিটাল ক্যামেরায় অনেকেরই চোখের ছবি তুলেছেন। এর মাঝ থেকে নিজের পছন্দমতো চোখের ছবি নিয়ে কাজ করতে পারেন। আর যাদের এ রকম ছবি সংগ্রহে নেই, তারা অনায়াসেই গুগল সার্চ করে অনেক সুন্দর চোখের ছবি পেতে পারেন। তবে কাজ করার জন্য একটু বড় মাপের ছবি অর্থাৎ একটু বেশি রেজ্যুলেশনের ছবি প্রয়োজন। অনেকেই আজকাল ফেসবুকে অথবা এ রকম সোশ্যাল কমিউনিকেশন ওয়েবে নিজের ছবি দিতে চান না বিভিন্ন কারণে। ইচ্ছে করলে নিজেদের চোখের ছবি এ রকম সুন্দর কিছু এডিটের মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দনভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

চোখের ছবি সংগ্রহের পর অ্যাডোবি ফটোশপ সিএসথ্রি অথবা সর্বশেষ ভার্সনে ওপেন করুন। এই প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু কাজ দেখানো হয়েছে, যা হয়তো পুরনো ভার্সন সাপোর্ট নাও করতে পারে। ছবিটি ওপেন হলে প্রথমে এ থেকে বাড়তি অংশগুলো ফেলে দিতে হবে। অর্থাৎ চোখ ছাড়া অন্যান্য অংশ রাখা যাবে না। এখানে চিত্র-১-এ দেখতে পাচ্ছেন একটি চোখের ছবিতে চোখ এবং নাকের কিছু অংশ ছাড়া আর কিছুই রাখা হয়নি। এবার ছবিতে যদি কিছু রিটাচের প্রয়োজন পড়ে তাহলে নিজের খুশিমতো করে নিন। চোখ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর চোখ নিলে ভালো করবেন। এবার চোখের ছবিটিতে কোনো অবাঞ্ছিত চুল বা ত্বকে কোথাও সমস্যা থাকলে তা হিলিং টুল ব্যবহার করে নিন। এবার ব্রাইটনেস-কন্ট্রাস্ট থেকে পুরো ছবির কন্ট্রাস্ট একটু বাড়িয়ে নিন। এতে চোখের পাপড়িগুলো স্পষ্ট হবে। ছবিতে চোখ স্পষ্ট অর্থাৎ ফোকাসড অবস্থায় রাখতে হবে। নয়তো কারুকাজ ফুটে উঠবে না।

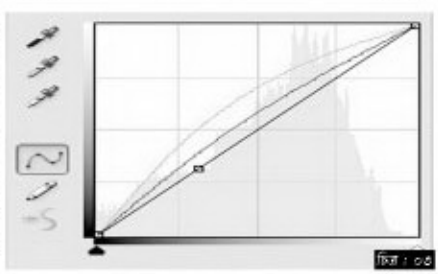

প্রথমেই চোখের মণি নিয়ে কাজ করতে হবে। মণিটি একটু উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। এর জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি হলো সিলেক্টেড অংশকে dodge করে উজ্জ্বলতা বাড়ানো। তবে এর ফল খুব একটা সন্তোষজনক নয়। তাই অন্য পদ্ধতি অর্থাৎ লেয়ার Screen পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এ পদ্ধতি যে অংশকে উজ্জ্বল আভা করাতে হবে সে অংশ অর্থাৎ চোখের মণিকে Marque সিলেক্টের মাধ্যমে সিলেক্ট করুন। সিলেকশন মসৃণ না হলেও সমস্যা নেই। সিলেকশন করার সময় চোখের মণির চারদিক একটু ছেড়ে একদম কেন্দ্রীভূতভাবে সিলেকশনের পয়েন্ট করুন। এবার ভেতরের অংশটুকু সিলেক্টেড হলে অন্য চোখের মণিও একইভাবে সিলেক্ট করুন। দুটি সিলেকশন একই সাথে একটিতেই করতে Shift

চিত্র : ০১

চিত্র : ০২

চিত্র : ০৩

চেপে সিলেকশনের পরিধি শুরু করুন, দেখবেন সিলেকশন পয়েন্টের সাথে একটি যোগ (+) চিহ্ন রয়েছে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেকশনের পাশাপাশি আরেকটি সিলেকশন অ্যাক্টিভেট করতে দেয়। এবার দুটি চোখের মণি সিলেক্ট হয়ে গেলে সিলেকশনকে feathering করুন। ফিদারিং সিলেকশনকে মসৃণ হতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে সিলেকশনের আশপাশের একটি নির্দিষ্ট পিক্সেল পর্যন্ত সফটভাবে সিলেক্ট করে দেয়। এটি করতে Select ট্যাব থেকে feathering-এ ক্লিক করুন। এই ছবির ক্ষেত্রে 25 Pixel feather করা হয়েছে। এ ছবির রেজ্যুলেশন বেশি, তাই একটু বেশি এরিয়া নেয়াতে সমস্যা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ফিদারিং সিলেকশনকে ছড়িয়ে দেবে সফটভাবে।

যে যত পিক্সেল মণি সিলেকশনের ক্ষেত্রে ছেড়েছেন, তার ৩৩ পিক্সেল ফিদার প্রয়োজন পড়বে। এবার সিলেকশন দুটিকে কপি করে পেস্ট করুন। এতে নতুন একটি লেয়ার যোগ হবে লেয়ার প্যালেটে। এবার লেয়ার প্রপার্টিজ থেকে Blend Mode Screen এতে পরিবর্তন করে দিন। Screen মোড ছবির অন্তর্নিহিত ছাপগুলো আরো উজ্জ্বল এবং দীপ্তিময় করে উপস্থাপন করতে পারে। এবার আবার একইভাবে লেয়ারটির কপি পেস্ট করুন এবং Blend মোড চেঞ্জ করুন। তাতে ধীরে ধীরে চোখের মণির ভেতরে রিমেটেড অংশ আরো উজ্জ্বল এবং আভা ছড়াতে থাকবে। এবার যত লেয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে রিনেম করে Eyes Glow 1, 2 এভাবে নামকরণ করে যান। লেয়ার নামকরণের প্রধান কারণ পরে কোনো নির্দিষ্ট লেয়ারের ওপর কাজ করতে চাইলে সে লেয়ার যেন সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। এবার চোখের মণি নিশ্চয়ই চিত্র-২-এর মতো দেখতে হয়েছে। এই ছবির ক্ষেত্রে ৫টি গ্লো-ইং লেয়ার তৈরি করা হয়েছে।

এবার ছবির মাঝে একটু অতিপ্রাকৃতিক আলো তৈরি করে নিতে হবে। চেহারায় যেটুকু প্রাকৃতিক রঙ রয়েছে তাতে কোনো কল্পনার মায়াবী রূপ দেয়া সম্ভব হয় না। রঙের নির্বাচন পুরোপুরি আপনার হাতে। যেহেতু এটি একটি কল্পনার রহস্যময়ী চোখ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তাই এর রঙ আপনাকে কল্পনায় নিয়ে আসতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই একটু মায়াবী আলো বা রহস্যময়তা বলতে হাল্কা রঙের আভা চোখে ভাসে, তাই আপনারা যেকোনো রঙের হাল্কা রূপ পছন্দ করতে পারেন। মুখের ওপর রঙের আভা এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যেন মনে হয় কোনো অজানা স্থান থেকে মুখের ওপর হাল্কা আলো এসে পড়েছে। এই ছবির ক্ষেত্রে একটু নীলচে এবং একটু সবুজাভ আলো ব্যবহার করা হয়েছে। লাল একটু রুদ্রর প্রতীক, তাই এই ▸

আলোর প্রভাব ব্যবহার না করাই ভালো। রঙের জন্য একটি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার তৈরি করতে হবে। প্রথমে সবুজ রঙের একটি লেয়ার দরকার। তাই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে কার্ভ ওপেন করুন।

এর জন্য Layer→New Adjustment Layer→Curves-এ ক্লিক করুন। এবার কার্ভ থেকে সবুজ রেখাটি একটু ওপরের দিকে পুশ করুন। ড্রপডাউন থেকে Green Curve সিলেক্ট করে কাজ করুন। দেখবেন চেহারায় একটু সবুজাভ ভাব চলে এসেছে। রেখাটিকে মাঝখান বরাবর পুশ করুন, তাতে মিডটোনগুলো কালারড হবে। ঠিক একইভাবে Blue টোনকে একটু পুশ করতে হবে। তবে এটি Green টোন থেকে কম হবে। চিত্র-৩-এ দেখানো হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে কার্ভ কিরূপ হবে।

হাল্কা কালার আভা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে যা অনেক স্নিগ্ধ লাগবে চোখ দুটোকে। এবার আরো একটু কালার রিটাচ করতে চাইলে একটি লেভেল অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার তৈরি করুন। লেভেল অ্যাডজাস্টমেন্টে ছবিটির উজ্জ্বলতা এবং কন্ট্রাস্ট সমন্বয় করা যায়। এই ছবির ক্ষেত্রে 20, 0, 0.84, 255 মান ব্যবহার করতে পারেন। এবার চোখের নিচে একটু নীলচে ফিরোজা রঙ ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য একটি নতুন লেয়ার খুলতে হবে। এই ছবিতে কালার প্যালেট থেকে foreground Color সিলেক্ট করতে হবে। এখানে ফিরোজা কালার রঙ নির্বাচন করতে হবে। যারা রঙ নির্বাচন করতে সংকোচ করছেন তারা Color Code G #45ADCA দিয়ে দিতে পারেন। এটি রঙের নির্দিষ্ট কোড নম্বর। এবার সফট রাউন্ড ব্রাশ নিতে হবে। যার পিক্সেল আনুমানিক 200 আকৃতির হবে। এই ব্রাশের সাহায্যে চোখের নিচের অংশ হাল্কাভাবে পেইন্ট করুন। লক্ষ রাখবেন, এ সময় চোখের বেশি কাছে যেন রঙ না পৌঁছায়। তাহলে দেখতে খারাপ দেখাবে। এবার ব্রাশ দিয়ে পেইন্ট শেষ হলে লেয়ার বে-ন্ডিং মোড থেকে সফট লাইট সিলেক্ট করে দিন। দেখবেন সুন্দর একটি নীলচে আলোয় মুখটি আলোকিত দেখাবে। এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা চোখের চারদিকে গি-টারের মতো কাজ করবে। এর জন্য ব্রাশ প্রপার্টিজ থেকে বেশ কিছু সেটিংস চেঞ্জ করতে হবে। Shape Dynamics-এ Size Jiter থেকে Angle Jiter এবং Roundniss Scattering Jiter কে 0% করে দিতে হবে।

এবার Scaltoing-এর ক্ষেত্রে Scatter Both Axes-এ টিক চিহ্ন দিয়ে এবং এর % সর্বোচ্চ 1000%-এ নিয়ে যেতে হবে। Count 1 করে দিন। Count Jiter 100% করে দিন। এবং Controls soft করে দিন ড্রপডাউন থেকে। এবং Smoothness-এ টিক চিহ্ন দিয়ে দিন। ব্রাশ প্রপার্টিজ দেখতে চিত্র-৪-এর মতো হবে। ব্রাশ প্যালেট থেকে ব্রাশ প্রপার্টিজ আনতে কীবোর্ড শর্টকার্ট F5 চাপতে পারেন। এবং ফোরগ্রাউন্ড

চিত্র : ০৪

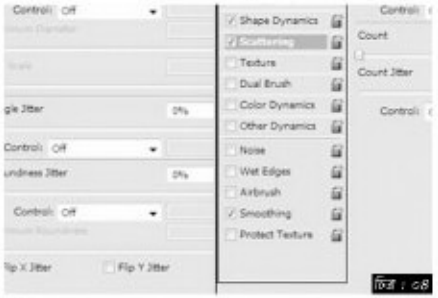

চিত্র : ০৫

চিত্র : ০৬

কালার এবার একেবারে সাদা করে দিন। একটি নতুন লেয়ার খুলুন Gliher নামে। এবার চোখের পাপড়ি এবং চারদিকে পেইন্ট করে দিন। দেখবেন হাল্কা গি-টারের মতো চোখের চারদিকে চকচক করবে। বেশি হারে প্রয়োগ করবেন না তাতে এর মলিনতা কমে যাবে। চোখের ভ্রূর নিচে কিছু কিছু করে প্রয়োগ করতে হবে। যতটা দেখতে ভালো লাগে ততটা প্রয়োগ করুন। এবার ইচ্ছে করলে কিছু ঝকমকে স্টার যোগ করতে পারেন চোখের কিনারায়। এর জন্য আহামরি কোনো কিছু করতে হবে না। এর জন্য প্রথমে পলিগন সিলেক্ট করতে হবে। এরপর পলিগন অপশন থেকে Smooth Corners উঠিয়ে দিন ও Stars-এ টিক চিহ্ন দিন এবং Indent Sides by 90%-এ নিয়ে আসুন। এবার ইচ্ছেমতো জায়গায় স্টার গি-টার বসান। এবার ছবিটি দেখতে নিশ্চয়ই চিত্র-৫-এর মতো হয়েছে।

কাজটিকে ইচ্ছে করলে এখানেই শেষ করতে পারা যেত, কিন্তু এরপর কিছু স্পেশাল ব্রাশ ব্যবহার করে একটি ভিন্ন টেক্সচার তৈরি করে নিতে হবে। এর জন্য কিছু স্পেশাল ব্রাশ প্রয়োজন। আপনারা জানেন কিছু কিছু ব্রাশ ইন্টারনেটে ফ্রি পাওয়া যায়। আবার কিছু কিনে নিতে হয়। এখানে একটি ফ্রি ব্রাশ স্টাইল ব্যবহার করা হয়েছে, যার অ্যাড্রেস হলো http://createsk8.com/20007/sienl-curls-sick-brst-kit। এখানে ব্যবহৃত ব্রাশটি ফ্রি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ব্রাশটি ইনস্টল করার পর ব্রাশ প্যালেটে এটি যোগ হয়ে যাবে। এবার এই ব্রাশটি ব্যবহার করে চোখ এবং এর ওপরের অংশে পেইন্ট করতে হবে। এটি চোখের চারদিকে ডিজাইন অনুযায়ী পেইন্ট করুন। ডিফারেন্ট কালার শেড ব্যবহার করতে পারেন। এখানে বেশ কিছু ডিজাইনের কার্ল ব্রাশ ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ করবেন চোখের মণির ওপর যেন ডিজাইন না আসতে পারে। এবার এই লেয়ারটিকে মুখের ত্বকের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এর জন্য Image→adjustment→Hue/Saturation-এ ক্লিক করুন। এখান থেকে Lightness অর্থাৎ কালারের লাইটনেস একদম কমিয়ে দিন। এখানে -100 রাখা হয়েছে। এটি এই প্যাটার্নটিকে একটু কালচে করে দেবে। এবার এর রঙটিকে সফটভাবে উপস্থাপনের জন্য এর Blend Mode থেকে Soft Light সিলেক্ট করে দিন। এবার এখনো এই ডিজাইনগুলো অনেক Contrasty হয়ে আছে ছবিতে। তাই এটিকে একটু Gaussian Blur ব্যবহার করে আবছা করে নিতে পারেন। এর জন্য Filter→Blur→ Gaussian Blur-এ ক্লিক করুন। পাঁচ পিক্সেলের বেশি Blur করা প্রয়োজন পড়বে না। এখানে ৩ পিক্সেল ব-ার করা হয়েছে।

এবার শেষ কিছু ফিনিশিং দরকার, তাই একটি Level Adjustment লেয়ার তৈরি করে নিজের ইচ্ছেমতো লেভেল অ্যাডজাস্ট করুন। এটি সব Levelকে একটি সমন্বিত আলোতে নিয়ে আসে এবং সর্বশেষ হিসেবে Exposer Adjustment Layer দেয়া হয়েছে, যা ছবির পুরো উজ্জ্বলতা নির্দিষ্ট করে দেয়। এখানে Exposer+0.37 বাড়ানো হয়েছে এবং Offset-এর পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়ে-0.0346 রাখা হয়েছে এবং গামা কালেকশন করে +0.67-এ রাখা হয়েছে। এবার লক্ষ করে দেখুন কি সুন্দর মায়াবী দুটি চোখ লাগছে। মনে হচ্ছে যেন কোনো কল্পজগতের পরীর দুটি চোখ। আপনাদের প্রয়াসে নিশ্চয়ই চিত্র-৬-এর মতো একটি রহস্যময় সুন্দর চোখের সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এই রকম চমকপ্রদ সুন্দর গ্রাফিক্সের কারুকাজ শিখতে চোখ রাখুন কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাফিক্সের পাতায়।

ফিডব্যাক : ashraf.icab@gmail.com

3DS MAX টিউটরিয়াল

আগুনের ইফেক্ট তৈরি

টংকু আহমেদ

গত সংখ্যায় অনলাইন থ্রিডি শপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। আশা করি অনেকে মার্কেটিং বা অনলাইন বিক্রির কাজ শুরু করেছেন। যারা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাকে মেইল পাঠিয়েছেন এবং পাঠাচ্ছেন তাদের সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছি এবং এটা অব্যাহত থাকবে। চলতি সংখ্যা থেকে নিয়মিত টিউটরিয়াল নিয়ে আলোচনা আবার শুরু হচ্ছে। এ সংখ্যায় আমরা থ্রিডি এক্স ম্যাক্সে আগুনের ইফেক্ট তৈরির কৌশল দেখানো হয়েছে। আগুন বা আতশবাজি তৈরির মোট তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১ম পদ্ধতি

ম্যাক্স পার্টিক্যাল সিস্টেম এর 'স্নো' অবজেক্টটি খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু আগুনের ইফেক্ট তৈরিতে এটা বেশ কার্যকর।

১ম ধাপ

ম্যাক্স ইন্টারফেসের কমান্ড প্যানেল → ক্রিয়েট → জিয়োমেট্রি → স্ট্যান্ডার্ড পিরিমিটিভসের ড্রপ-ডাউন লিস্ট হতে 'পার্টিক্যাল সিস্টেমস'কে সিলেক্ট করুন; চিত্র-০১। পার্টিক্যাল অবজেক্টগুলো দেখতে পাবেন যার মধ্যে 'স্নো' পার্টিক্যালটিও আছে। 'স্নো' কে সিলেক্ট করে টপ ভিউ পোর্টের সেন্টারে একটি 'স্নো' পার্টিক্যাল তৈরি করুন। একে Y এক্সিসে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিন। অর্থাৎ নিম্নগামীকে ঊর্ধ্বগামী করতে হবে; চিত্র-০২।

২য় ধাপ

'স্নো ০১'-কে সিলেক্ট অবস্থায় কমান্ড প্যানেল→মডিফাই ট্যাবে ক্লিক করে 'স্নো' প্যারামিটারস্ রোল আউটকে অ্যাকটিভেট করুন। প্যারামিটারস্ পার্টিক্যালস → ভিউপোর্ট কাউন্ট=৩০০, রেন্ডার কাউন্ট=৩০০, ফ্লেক সাইজ=২.৬ ইঞ্চি, স্পিড=১০, ভারিয়েশন=৩ টাইপ করুন। 'রেন্ডার' অপশনে 'ফেসিং'-কে সিলেক্ট করুন। টাইমিং → স্টার্ট=-১০০ (যদি কন্টিনিউয়াস দেখতে চান), লাইফ = ১৪০। এমিটার → উইথ = ৪ ফুট টাইপ করুন; চিত্র-০৩, ০৪। টাইম কনফিগারেশন হতে অ্যানিমেশন লেংথ ২৫০ ফ্রেম করুন; চিত্র-০৫। আগুনের শিখাকে আরও রিয়েলিস্টিক করার জন্য 'স্নো' প্রিজমোটিকে Z এক্সিসে ২০০ ডিগ্রি পরিমাণ রোটেট করে অ্যানিমেশন করতে পারেন।

৩য় ধাপ

আগুনের ইফেক্টটি কোনো স্থানে দাউ দাউ জ্বলতে থাকা অথবা বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন আগুনের ইফেক্ট হিসেবে রূপ দিতে চাইলে আগুনের মেটিরিয়াল তৈরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ কাজ। জ্বলন্ত আগুনের উৎস বা বিস্ফোরণের ধরন হিসেবে আপনাকে মেটিরিয়ালটি তৈরি করতে হবে।

কীবোর্ডের M প্রেস করে মেটিরিয়াল এডিটর উইন্ডোটি ওপেন করুন এবং এর একটি খালি স্লট সিলেক্ট করে নাম দিন 'Fire Effect'। মেটিরিয়াল প্যারামিটারসের ডিফিউজ কালার বাটনের ডানের 'রেডিও/ম্যাপ' বাটনে ক্লিক করে মেটিরিয়াল/ম্যাপ ব্রাউজার ওপেন করুন। ম্যাপ মেটিরিয়াল হিসেবে 'পার্টিক্যাল এজ'-কে সিলেক্ট করে ওকে

চিত্র : ০১

চিত্র : ০২

করুন; চিত্র-০৬। 'পার্টিক্যাল এজ' মেটিরিয়াল অ্যাকটিভেট হবে এর এজ ০১ = ১০%, এজ ০২ = ৫০% এবং এজ ০৩ = ৮৫% টাইপ করুন। কালার ০১ আর ডানের 'নান' ম্যাপ বাটনে ক্লিক করে মেটিরিয়াল/ম্যাপ ব্রাউজার হতে 'নয়েজ' কে এসাইন করুন; ০৭ নয়েজ প্যারামিটারে নয়েজ টাইপ হিসেবে 'টারবুলেন্স', সাইজ = ৩০, ফেস = ৫.৫ টাইপ করুন। কালার ১-এর কালার বাটনে ক্লিক করে কালার সিলেক্টর হতে অরেঞ্জ কালার (R = 250, G = 160, B = 0) এবং ২ বাটনে মেরুন বা এর কাছাকাছি (R = 150, G = 35, B = 35) কোনো রঙ তৈরি করুন; চিত্র-০৮। গো টু প্যারেন্ট বাটনে ক্লিক করে পার্টিক্যাল এজ মেটিরিয়ালে

চিত্র : ০৩

ফিরে গিয়ে কালার ২-এর নান বাটনে ক্লিক করে আবার 'নয়েজ' ম্যাপ অ্যাপ-ই করুন, এর নয়েজ প্যারামিটারসের মানগুলো আগেরটির মতোই বসিয়ে দিন, শুধু

চিত্র : ০৪

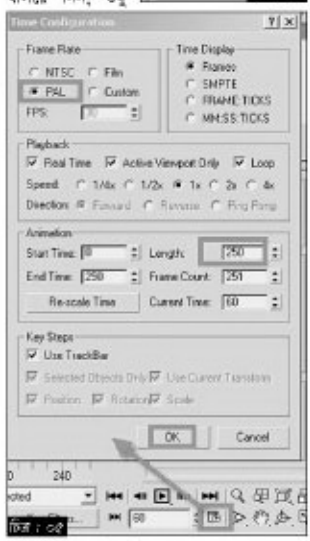

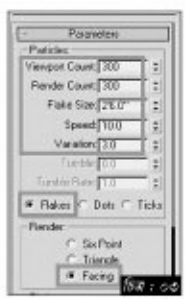

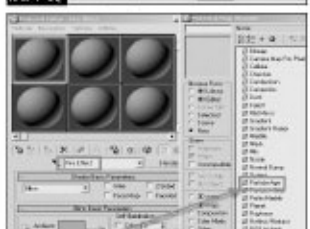

চিত্র : ০৫

চিত্র : ০৬

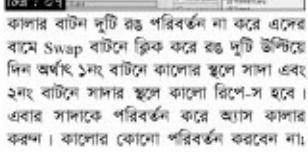

চিত্র : ০৭

কালার বাটন দুটি রঙ পরিবর্তন না করে এদের বামে Swap বাটনে ক্লিক করে রঙ দুটি উল্টিয়ে দিন অর্থাৎ ১নং বাটনে কালোর স্থলে সাদা এবং ২নং বাটনে সাদার স্থলে কালো রিপ্লেস হবে। এবার সাদাকে পরিবর্তন করে অ্যাস কালার করুন। কালোর কোনো পরিবর্তন করবেন না; ▶

চিত্র-০৯। একইভাবে পার্টিক্যাল এজের ৩নং কালার বাটনের নাল বাটনে নয়েজ অ্যাপ-ই করে নয়েজের প্যারামিটারের মান আগের দুটির

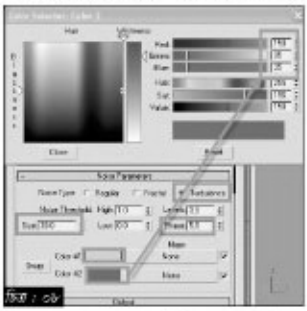
চিত্র : ০৯

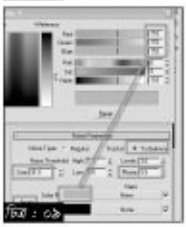
চিত্র : ০৯

অনুরূপ টাইপ করুন আর কালার ২-এর রঙ অ্যাস করুন অথবা পার্টিক্যাল এজের ২নং কালারের নাল বাটনে এসাইন করা অ্যাস কালারটি কপি করে এখানে পেস্ট করতে পারেন। কালার ১ বাটনের কালো রঙ অপরিবর্তিত থাকবে; চিত্র-১০।

চিত্র : ১০

৪র্থ ধাপ

এতক্ষণে আমরা ডিফিউজ মেটিরিয়ালটি তৈরি করলাম। এবার অপাসিটি ম্যাপটি তৈরি করতে হবে। মেটিরিয়ালটি স্লো পার্টিক্যালে অ্যাসাইন করে একবার দেখে নিতে পারেন; চিত্র-১১। কিছুটা আগুন-ধোঁয়ার ইফেক্ট আসলেও এর এজগুলো পুরোপুরি সার্প রয়ে গেছে। এজগুলো ব-ার করার জন্যই মূলত অপাসিটি ম্যাপের প্রয়োজন। অপাসিটি ম্যাপ তৈরির জন্য আমাদেরকে মূল 'ফায়ার ইফেক্ট' মেটিরিয়ালে ফিরে যেতে হবে এবং অপাসিটির নাল/রেডিও বাটনে ক্লিক করে মেটিরিয়াল/ম্যাপ ব্রাউজার হতে পার্টিকেল এজ ম্যাপটি ডিফিউজে যেভাবে অ্যাপ-ই করা হয়েছিল (চিত্র-০৬) সেভাবে অ্যাপ-ই করুন, এর নাম দিন Opacity। পার্টিক্যাল এজ প্যারামিটারসের কালার ৩-এর রঙ ডিপ গ্রে করে দিন R – G – B – 111 কালার ১-এর নাল বাটনে গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ অ্যাপ-ই করুন; চিত্র-১২, ১৩। গ্রেডিয়েন্ট প্যারামিটারসের গ্রেডিয়েন্ট টাইপ হিসেবে লিনিয়ারের পরিবর্তে রেডিয়ালকে চেক করে দিন। এবার কালার ২-এর নাল বাটনে ক্লিক করে নয়েজ অ্যাপ-ই করুন; চিত্র-১৪। নয়েজ প্যারামিটারস রোল-আউটের নয়েজ টাইপে

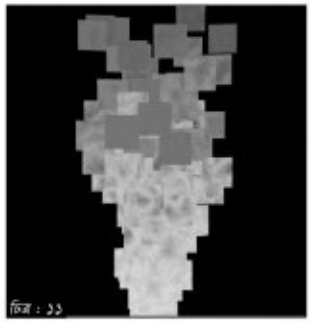
চিত্র : ১১

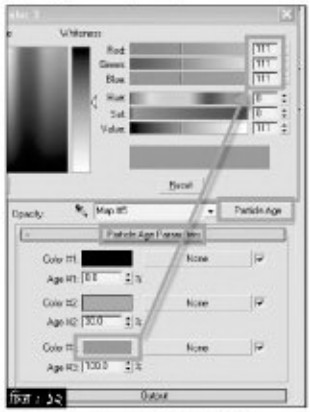
চিত্র : ১২

চিত্র : ১৩

চিত্র : ১৪

পরিবর্তন এনে ট্যাবুলেন্সকে চেক করুন, সাইজ = ৩০.০, ফেজ = ৩ করে দিন এবং ১ ও ২-এর বামের Swap বাটনে একবার ক্লিক করুন। এর ফলে রঙ দুটি স্থান পরিবর্তন করে ১নং-এ সাদা এবং ২নং-এ কালো রঙ আসবে; চিত্র-১৫। গ্রেডিয়েন্ট প্যারামিটারে ফিরে গিয়ে কালার ২-এর নয়েজ ম্যাপকে ড্রাগ করে কালার ৩-এর নাল বাটনের ওপর ছেড়ে দিলে 'কপি (ইনস্ট্যান্স) ম্যাপ' এডিট বক্স আসবে। এর

চিত্র : ১৫

চিত্র : ১৬

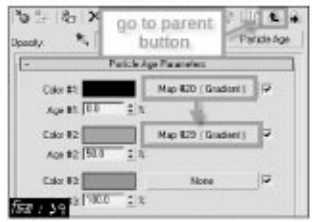
চিত্র : ১৭

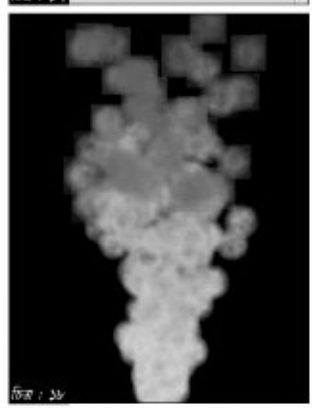
চিত্র : ১৮

'কপি'-কে চেক করে শুকে করুন; চিত্র-১৬। কালার ৩-এ নয়েজ ম্যাপের নাম দেখাবে। গো টু প্যারেন্ট বাটনে ক্লিক করে অপাসিটি পার্টিক্যাল ম্যাপে ফিরে গিয়ে একইভাবে কালার ১-এর গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপটি কালার ২-এর নাল বাটনে কপি করে দিন; চিত্র-১৭। এখন আর একবার রেন্ডার করে দেখুন পার্টিকেল এজগুলো আগের মতো সার্প নেই; চিত্র-১৮। (বাকি অংশ পরের সংখ্যায়)

ফিডব্যাক : tanku3da@yahoo.com

পিসির ক্ষতিকর ৬ উপাদান

তাসনীম মাহমুদ

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ ব্যবহারকারীর পাতায় সাধারণত এমন বিষয় উপস্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী তাদের দৈনন্দিন কমপিউটিং জীবনের উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার কারণ ও সমাধান, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন টুলের ব্যবহারবিধি ও পরিচিতিসহ ব্যবহারকারীর জন্য করণীয় দিকনির্দেশনাসমূহ জানতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। মাঝেমধ্যে এমন সব বিষয় এ বিভাগে উপস্থাপন করা হয়, যা খুবই সাদামাটা মনে হলেও বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই সে বিষয়ে হয়তো তেমন স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না। অনেকটা অন্ধের মতো কাজ চালিয়ে যান। এ সত্য উপলব্ধিতে এবারের ব্যবহারকারীর পাতায় এমন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা আমাদের অনেকেরই জানা থাকলেও বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই কাছেই অজানা। যেমন পিসির বিভিন্ন উপাদানে ব্যবহার হওয়া রাসায়নিক পদার্থের সরাসরি সংস্পর্শ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য যেমনি ক্ষতিকর, তেমনি পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর ও মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

যদি আপনি পিসির বিভিন্ন অংশ খুলে উন্মুক্ত করে রাখেন, তাহলে টক্সিক ধাতু যেমন সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, বেরিয়াম, ক্রোমিয়াম এবং তামার প্রভৃতির মাধ্যমে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদানসম্বলিত কমপিউটার কম্পোনেন্ট মস্তিষ্ক, কিডনি, ভ্রূণ ও রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে কমপিউটার প্রস্তুতকারীদের ন্যূনতম আরওএইচএস (রেসট্রিকশন অন হ্যাজারডাস সাবস্ট্যান্সেস ডাইরেক্টিভ) নীতিমালা অনুসরণ করে কমপিউটার ও কমপিউটারসংশি-ষ্ট পণ্য তৈরি করতে হয়, যাতে করে সেগুলো হয় পরিবেশবান্ধব। এ নীতিমালায় কমপিউটারসংশি-ষ্ট পণ্যে টক্সিক কম্পোনেন্টের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা সীমিত করা হয়েছে। কমপিউটারসংশি-ষ্ট পণ্য প্রস্তুতকারীদেরকে অবশ্যই তৈরি করতে হবে সীসামুক্ত সোল্ডার ও সীসামুক্ত কম্পোনেন্ট। আর ক্রেতাসাধারণকে অবশ্যই কমপিউটার ও কমপিউটারসংশি-ষ্ট পণ্য কেনার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে সেগুলো পরিবেশবান্ধব ও ক্ষতিকর ধাতুমুক্ত কি না।

পিসির বিভিন্ন উপাদানে ব্যাপকভাবে ক্ষতিকর যে বিষাক্ত উপাদান রয়েছে তার ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার নিম্নরূপ :

০১. সিআরটি মনিটর– সীসা, ফসফোরাস, ক্যাডমিয়াম : টেলিভিশন সেট ও মনিটরে ব্যবহার করা হয় সিআরটি তথা ক্যাথোড রে টিউব। এতে ইমেজ তৈরি হয় ইলেক্ট্রন বিমের মাধ্যমে, যা টিউবের মধ্যে ফসফরাস কোটিংকে আঘাত করে। ফসফরাস ছাড়াও সিআরটি মনিটর ধারণ করে ক্যাডমিয়াম ও প্রায় তিন কেজি ওজনের সীসা। সিআরটি মনিটরের ছোট ছোট কম্পোনেন্ট সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহার হয় এই সীসা। এ সীসা যখন ভূমির সংস্পর্শে আসে তখনই ক্ষতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

০২. এলসিডি মনিটর– সীসা, পারদ, তামা : এলসিডি মনিটর ও টেলিভিশন ফ্লোরেসেন্ট ব্যাকলাইট সম্বলিত। এগুলো প্রচুর পরিমাণে সীসা, পারদ এবং তামাসমৃদ্ধ। এলসিডি তথা লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপে- মনিটর পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে দিলে সিআরটি মনিটরের চেয়ে কম ক্ষতি করে। এছাড়া এলসিডি মনিটর অধিকতর বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপদ। সিআরটি মনিটর যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে এলসিডি মনিটর তার অর্ধেক পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে। এছাড়া এলসিডি মনিটর সিআরটি মনিটরের মতো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন নিঃসরণ করে না।

০৩. ব্যাটারি– পারদ, ক্যাডমিয়াম : বেশিরভাগ ব্যাটারিই ধারণ করে টক্সিক কেমিক্যাল। এই ব্যাটারি লিক করলে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। বয়োসে ব্যবহার হওয়া বাটন শেল শিশুদের নাগালে থাকলে তা শিশুরাও গিলে ফেলতে পারে। এর ফলে পেটের ভেতরে লিক হয়ে যেতে পারে গ্যাসট্রিক জুসের কারণে। আলসার বা বমি হতে পারে। আর অ্যালকাইন ব্যাটারিতে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পারদ থাকে।

০৪. মাদারবোর্ড ও এক্সপ্যানশন কার্ড– সীসা, ক্যাডমিয়াম : মাদারবোর্ড ও গ্রাফিক্সকার্ডে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক উপাদানজুড়ে দেয়ার জন্য সোল্ডারে সীসা ব্যবহার করা হয়। ইলেক্ট্রনিক উপাদান যেমন রেজিস্টর ক্যাপাসিটর এবং সেমিকন্ডাক্টরে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিকর সীসা ও ক্যাডমিয়াম থাকে। সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত কোম্পানিগুলো বর্তমানে সীসামুক্ত সোল্ডার তৈরি করে এবং বিভিন্ন উপাদানে কম ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদান ব্যবহার করে।

৫. ইঙ্ক ও টোনার কার্ট্রিজ, প্রিন্টার ড্রাম (ফটো কপিয়ার)– ইঙ্ক ও টোনার কার্ট্রিজ, প্রিন্টার ড্রাম প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকর উপাদান ক্যাডমিয়াম ব্যবহার হয়। তাই পরিত্যক্ত বা খালি পুরনো প্রিন্টার ড্রাম, ইঙ্কজেট ও লেজার প্রিন্টার কার্ট্রিজ যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। কেননা ক্যাডমিয়াম দীর্ঘদিন অনাবৃত অবস্থায় থাকলে কিডনির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কার্ট্রিজ প্রস্তুতের জন্য যে প-াস্টিক ব্যবহার করা হয় তাও তেমন মানসম্মত নয়। এগুলো টক্সিক কেমিক্যালের যৌগ যা মৃত্তিকা, বায়ুমণ্ডল এবং পানির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

৬. টেপ ও ফ্লপি ডিস্ক– ক্রোমিয়াম ম্যাগনেটিক মিডিয়া, যেমন টেপ ও ফ্লপি ডিস্কে ব্যবহার হয় ক্রোমিয়াম ডাইঅক্সাইড ম্যাগনেটিক রেকর্ডিং পার্টিকেল হিসেবে। যদিও ক্যাসেট টেপ এখন বাতিল হয়ে গেছে, তবে টেপ এখনো ব্যবহার হয় এন্টারপ্রাইজ শ্রেণীর শক্তিশালী স্টোরেজ সিস্টেমে। ক্রোমিয়াম একটি ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদান, যা খুব সহজে মানবদেহে শোষিত হতে পারে। এটি ডিএনএ ধ্বংস করতে পারে, যা মানবদেহ বিকাশে সহায়ক। ক্রোমিয়াম দীর্ঘদিন উন্মুক্ত অবস্থায় থাকলে ফুসফুস ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উচ্চমাত্রায় ক্রোমিয়াম থাকলে হাঁপানির কারণ হতে পারে, সৃষ্টি হতে পারে অ্যালার্জিও।

কমপিউটারের ক্ষতিকর ধাতুসমূহ

সীসা : কমপিউটারে ব্যবহার হওয়া এই উপাদান আমাদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকে আক্রান্ত করে। বয়ঃসন্ধিকালে এই উপাদান শিশুদের শরীরের বিভিন্ন অর্গানকে বিষাক্ত করতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গুঁড়া সীসা বা সূক্ষ্ম কণা গ্রহণ করে অথবা সীসা গলাধঃকরণ করে, তাহলে তার বেশকিছু শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হবে, যেমন মাথা ব্যথা, বধিরতা, নিদ্রাহীনতা, স্মৃতিভ্রষ্টতা এবং আইকিউ কমে যাবে।

পারদ : কমপিউটারে ব্যবহার হওয়া পারদ মস্তিষ্কের বেশ ক্ষতি করে। গর্ভবতী মায়ের ভ্রূণ নষ্টও করতে পারে। এর ফলে শিশু ভূমিষ্ঠ হতে পারে বিকলাঙ্গ, মস্তিষ্ক বিকৃতি বা স্মৃতিসংক্রান্ত সমস্যায়। যদি গর্ভবতী মহিলা বিপুল পরিমাণে উন্মুক্ত অর্গানিক পারদ নিয়ে নিয়মিতভাবে কাজ করেন, তাহলে ভূমিষ্ঠতব্য শিশুর ব্রেন ড্যামেজ হতে পারে।

ক্যাডমিয়াম : এর প্রভাবে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা ও জ্বরবোধ হয়, শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে, পেশী ব্যথা করে, যা ক্যাডমিয়াম ব্লু হিসেবে পরিচিত। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ক্যাডমিয়াম গুঁড়া গেলে শ্বাসতন্ত্রে ও কিডনির ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, এমনকি ধমনী কার্যকারিতা হারাতে পারে। ব্যাপক পরিমাণে ক্যাডমিয়াম দেহে ঢুকে পড়লে অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। এতে করে লিভার ও কিডনি অকেজো হয়ে যেতে পারে।

বেরিয়াম : বেরিয়ামের বিশেষ যৌগ যেমন বেরিয়াম কার্বনেট, বেরিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতির প্রভাবে পাকস্থলী সংক্রান্ত সমস্যা যেমন বমি বমি ভাব, অ্যাবডুমিনাল পেইন, ডায়রিয়া ইত্যাদির প্রকোপ দেখা দিতে পারে।

ক্রোমিয়াম : শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে উচ্চমাত্রায় ক্রোমিয়াম শরীরে ঢুকলে নাকে বিরক্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। হাঁচি, চুলকানি, কাশি, আলসার, নাকে রক্তক্ষরণ, নাকে ক্ষত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ীভাবে উন্মুক্ত ক্রোমিয়ামের সংস্পর্শে থাকলে ফুসফুস ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকে।

তামা : যদিও কপার বা তামা জীবজন্তু ও বৃক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তথাপি অতিরিক্ত কপার গ্রহণের ফলে বাতব্যাধি, মাংসপেশী সংক্রান্ত ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com

কমপিউটার পরিপাটি রাখা

তাসনুভা মাহমুদ

কমপিউটারকে পরিপাটি রাখা বলতে আমরা অনেকেই সিস্টেমকে ভেতরে ও বাইরে ধূলাবালিমুক্ত, পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা বুঝে থাকলেও আসলে এ লেখায় সিস্টেমকে পরিষ্কার রাখা বলতে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম, স্বেচ্ছাচরিতাপূর্ণ সেটিং, ভাইরাস ফর্মে ক্ষতিকর কোড ও স্পাইওয়্যারমুক্ত রাখাকে বোঝানো হয়েছে। কমপিউটার সিস্টেমকে পরিষ্কার রাখতে যেসব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং যা যা করতে হবে, তা অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরা জানলেও সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে অজানা। তাই কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ পাঠশালায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে সিস্টেমকে পরিপাটি রাখার জন্য করণীয় কাজসমূহ।

প্রথম যা করতে হবে

কমপিউটারের মেইনটেনেন্সের যেকোনো কাজ শুরু করার আগে আপনার প্রয়োজনীয় ডাটা ব্যাকআপ করে নিন, যাতে কোনো অবস্থাতে ডাটা হারিয়ে না যায়। এজন্য সেট করুন সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্ট।

উইন্ডোজ এক্সপিতে সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্ট তৈরি করার জন্য Start→All Programs→Accessories→System Tools-এ নেভিগেট করে পরিশেষে ক্লিক করুন System Restore-এ। সিস্টেম রিস্টোর পয়েন্ট স্ক্রিনে সিলেক্ট করুন Create a Restore Point। এরপর Next বাটনে ক্লিক করে রিস্টোর পয়েন্টের জন্য একটি নাম এন্টার করুন এবং Create বাটনে ক্লিক করুন। রিস্টোর পয়েন্ট তৈরি হবার পর ক্লোজ বাটনে ক্লিক করুন।

উইন্ডোজ ভিসতায় Start-এ ক্লিক করে সার্চবারে System Restore টাইপ করুন। এরপর পরবর্তী উইন্ডোতে সিস্টেম রিস্টোরে ক্লিক করে Open System Protection লিঙ্কে ক্লিক করুন। এর ফলে যে উইন্ডো আবির্ভূত হবে, সেখানে Create বাটনে ক্লিক করুন রিস্টোর পয়েন্ট তৈরি করার জন্য। এবার রিস্টোর পয়েন্টের নাম দিয়ে সেভ করুন।

এবার পরিকল্পনা করুন যেসব ফাইল অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম হার্ডডিস্কে পূর্ণ হয়ে সিস্টেমকে ধীর গতিসম্পন্ন করেছে সেগুলো অপসারণ করে উইন্ডোজ সিস্টেমকে অধিকতর গতিশীল করার। এরপর নিশ্চিত করুন, সিস্টেমে যেন কোনো রকম ক্ষতিকর অ্যাপ্লি-কেশন রানিং না থাকে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম লোডিং ও উইন্ডোজ আরম্ভীকরণ প্রোগ্রাম যেন বন্ধ থাকে।

পরিষ্কার করার জন্য যা দরকার

অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম হার্ডডিস্কে যত্রতত্র এমনভাবে থাকে যেন গ্যারেজের ময়লা আবর্জনার স্তূপ। আমাদের প্রয়োজন পুরনো প্রোগ্রাম ও ফাইল, ফোল্ডার ও অ্যাপ্লি-কেশন, প্রোগ্রামের ধ্বংসাবশেষকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করা এবং পরিশেষে উইন্ডোজের বিল্ট-ইন টুল ডিফ্র্যাগমেন্টেশন ব্যবহার করে সিস্টেমকে সুবিন্যস্ত করা।

এ উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় দু'ভাবে–হয় ম্যানুয়ালি, নয়তো স্পেসিয়ালিস্ট ইউটিলিটি ব্যবহার করে। উইন্ডোজ ব্যবহার করে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম যেভাবে অপসারণ করা যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে :

উইন্ডোজ এক্সপিতে Start→Settings→Control Panel-এ ক্লিক করুন। এরপর Add বা Remove Programs বাটনে ক্লিক করুন। এরপর প্রদর্শিত লিস্ট থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রামসমূহ সিলেক্ট করে Remove বাটনে ক্লিক করুন। উইন্ডোজ ভিসতায় এই টুলটি পাওয়ার জন্য Start→Control Panel-এ ক্লিক করুন। কন্ট্রোল প্যানেলে প্রোগ্রাম হেডারের অন্তর্গত সিলেক্ট করুন Uninstall a Programs। এরপর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম সিলেক্ট করে Uninstall বাটনে ক্লিক করুন রিমুভাল প্রসেস শুরু করার জন্য। লক্ষণীয়, যদি আপনি পিসিকে অন্যদের সাথে শেয়ার করেন, তাহলে এক ইউজার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো অ্যাপ্লি-কেশন রিমুভ করলে অন্য সব ইউজার থেকেও তা রিমুভ হবে।

চিত্র-১ : অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ডিলিট করা

চিত্র-২ : ডিস্ক ক্লিনআপ

রিমুভাল প্রসেস সম্পন্ন করার জন্য অনেক প্রোগ্রাম পিসি রিস্টার্ট করার জন্য রিকোয়েস্ট করে। তবে যদি অল্প কয়েকটি প্রোগ্রাম রিমুভ করতে হয়, তাহলে ভালো হয় কাঙ্ক্ষিত সব প্রোগ্রাম রিমুভ করার পর সিস্টেম রিস্টার্ট করা।

প্রাসঙ্গিক সব প্রোগ্রাম রিমুভ করার পর পিসি রিস্টার্ট করুন। এরপরের রিমুভ প্রসেসের কাজটি কিছুটা সময়সাপেক্ষ যা বাজে কাজে সময় নষ্ট করার মতো।

পরিষ্কার করা

উইন্ডোজ এক্সপিতে পুরনো প্রোগ্রামের যেকোনো বাকি অংশ অপসারণ করার জন্য প্রথমে My Computer ওপেন করুন। এবার বার মেনু থেকে Tools→Folder Options সিলেক্ট করে মেনু থেকে ভিউ লেবেল করা ট্যাব বেছে নিন। এবার সিস্টে ক্রল ডাউন করে 'Show hidden files and folders' অপশন সিলেক্ট করা আছে কি না, তা নিশ্চিত করুন। এরপর Apply বাটনে ক্লিক করে OK-তে ক্লিক করুন। আর ভিসতায় এ কাজটি করার জন্য Start→Control Panel-এ ক্লিক করুন। এরপর বামদিকের 'Classic View' লিঙ্কে ক্লিক করে Folder Options আইকন বেছে নিন। Folder Options উইন্ডোতে View ট্যাবে ক্লিক করুন এবং 'Hidden files and folders' অপশনের অন্তর্গত 'Show Hidden files and folders' অপশনে ক্লিক করুন। এবার Apply-তে ক্লিক করে Ok-তে ক্লিক করুন।

যখন সব ফাইল ও ফোল্ডার দৃশ্যমান হবে, তখন C: ড্রাইভ থেকে My Computer-এ ব্রাউজ করুন। ভিসতায় যা শুধু Computer হিসেবে থাকে। এরপর Program Files ফোল্ডার ব্রাউজ করে রিমুভ করা প্রোগ্রামের রয়ে যাওয়া বাকি ফোল্ডারকে ডিলিট করুন। যেসব প্রোগ্রাম আপনার দরকার নেই কেবল সেগুলো নিশ্চিত হয়ে ডিলিট করুন। আর যদি সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন, তাহলে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এবার Desktop-এ গিয়ে Recycle Bin আইকনে ডান ক্লিক করুন এবং সিলেক্ট করুন Empty Recycle Bin। কাজ শেষে কমপিউটার রিস্টার্ট করুন।

এবার আসা যাক, অপ্রয়োজনীয় ফাইল প্রসঙ্গে যা পুঞ্জীভূত হতে থাকে ইন্টারনেট সার্ফিংয়ের সাথে সাথে। এই অপ্রয়োজনীয় ফাইলসমূহ অপসারণ করার জন্য ইন্টারনেট এক্সপ্লে-রার ৭-এর Internet Options-এর Tools মেনুতে ক্লিক করতে হবে। এরপর General ট্যাবের Browsing হিস্টোরির অন্তর্গত Delete বাটনে ক্লিক করুন। পরবর্তী উইন্ডোতে Temporary Internet Files-এর অন্তর্গত Delete Files-এ ক্লিক করুন।

ফায়ারফক্স ৩ ব্যবহারকারীরা মেনু বারের টুলস-এ ক্লিক করে Options-এ ক্লিক করুন। এরপর Options উইন্ডোর Privacy বাটনে ক্লিক করে Private Data-এর অন্তর্গত Settings বাটনে ক্লিক করতে হবে। তারপর Clear Private Date উইন্ডোতে নিশ্চিত করুন Cache and Offline Web Site Data সিলেক্ট করা আছে কি না। পরিশেষে Ok-তে ক্লিক করুন।

উইন্ডোজ টুল 'ডিস্ক ক্লিনআপ' অপ্রয়োজনীয় ফাইল শনাক্ত ও অপসারণ করতে পারে। এই টুল টেম্পোরারি উইন্ডোজ ফাইল নিরাপদে রিমুভ করার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উইন্ডোজ এক্সপিতে ডিস্ক ক্লিনআপ টুল ব্যবহার করে কাজ করতে চাইলে Start→Programs→Accessories→System Tools-এ ক্লিক করে Disk Cleanup-এ ক্লিক করুন। এর ফলে ডিস্ক ক্লিনআপ হিসেব করে দেখবে হার্ডডিস্কে

(বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়)

একটি প্রাইভেট গ্রুপ, যেখানে যেকেউ যোগ দিতে পারে না। প্রজেক্টগুলো আমরা এই গ্রুপের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করে থাকি।

জাকারিয়া : টিম পরিচালনার পাশাপাশি আপনি কি অন্য কোনো কাজ করছেন?

মামুন : না, না, এসব কাজ করেই আর সময় পাই না।

জাকারিয়া : টিমের মাধ্যমে কাজ করার সময় কোনো ধরনের সমস্যা হয় কি?

মামুন : আমরা সাধারণত অদক্ষ লোক নিয়ে কাজ করি। এদের মধ্যে অনেকেই দক্ষ হয়ে নিজেরাই আলাদাভাবে কাজ করা শুরু করে। ফলে টিমটা আর বড় হয় না। সবার মধ্যে একতা থাকলে শীর্ষ অবস্থানটা অনায়াসে ধরে রাখা যেত। কিছুদিন টাকা জমা রাখার সুবিধা নেই। এটা নতুনদের খেয়াল রাখা উচিৎ।

জাকারিয়া : টিমে কাজ করার ক্ষেত্রে মজা কেমন?

মামুন : মজা তো অনেক। আসলে এই লাইনে কাজ করতে এসে অনেক অনেক সম্মান পেয়েছি, যেটা আমি আমার চাকরি জীবনে পাইনি। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া, টাকা পয়সা পাই বা না পাই। আমাদের সম্পন্ন করা সব প্রজেক্টের মধ্যে সেরা এবং আনন্দদায়ক প্রজেক্ট হলো- 'টেলিকমিউনিকেশন সার্ভে'। এই প্রজেক্টে আমরা নরওয়ের এক বায়ারের হয়ে বাংলাদেশের সব মোবাইল কোম্পানির ওপর সার্ভে করেছিলাম। গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, ওয়ারিদ, সিটিসেল, একটেল এবং টেলিটক

আগেও আমরা ওডেস্কের শীর্ষ দশে ছিলাম, এখন আমাদের স্কোর অনেক কমে গেছে। টিমে সবাইতো আর সততার সাথে কাজ করে না। যেমন একটা প্রজেক্টে বায়ার বলেছিল আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে, তার সার্ভারে একটা কাজ চলছে। তখন টিমের একজন ওডেস্কের টিম সফটওয়্যারটি প্রায় ৫ ঘন্টা চালিয়ে রেখে বায়ারকে বলেছিল সে কাজ করেছে এবং সে অনুযায়ী বিল করে দেয়। আসলে তখন সে কোনো কাজই করেনি। ওই কাজে ১২ জন সদস্য কাজ করত, বায়ার তখন সবাইকে ৫-এর মধ্যে ১ ফিডব্যাক দিয়ে দেয়। এখন চিন্তা করেন ১২ জনের ফিডব্যাক যদি ১ করে পড়ে তাহলে কোম্পানির প্রোফাইল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তখন আমাদের গড় ফিডব্যাক ২-এর কাছাকাছি চলে আসে। এরপর দীর্ঘ ৩ মাস কাজ করতে করতে এখন ৩.৭৮-এ উঠে এসেছে।

ওডেস্কে দুই ধরনের কাজ পাওয়া যায়- Fixed এবং Hourly Job। ওডেস্কে কাজের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এখানে Fixed Job প্রজেক্টে টাকা পাবার গ্যারান্টি পাওয়া যায় না। অনেক বায়ার আছে যারা মধুর মধুর কথা বলে Fixed Job প্রজেক্টগুলো করায়। কাজ শেষে আর টাকা দেয় না। গত মাসে এভাবে আমি ৭৫০ ডলার লোকসান করেছি। ওডেস্কে Fixed Job কাজ না করে শুধু Hourly Jobগুলো করা উচিৎ। এই সাইটে অন্যান্য সাইটের মতো Escrow-তে কোম্পানির মধ্যে কার কল রেট কেমন, কে কী কী সুবিধা দিচ্ছে, কে কে ইন্টারনেট সুবিধা দেয়, কোন কোম্পানির শতকরা গ্রাহক কত, কার কভারেজ কেমন- এসব বিষয়ের ওপর আমরা রিপোর্ট করি। এই প্রজেক্টে আমরা ৪ মাসের অধিক সময় কাজ করি। সেই বায়ার বাংলাদেশে অনেক বড় একটা ব্যবসায় শুরু করতে চেয়েছিল। এখন তারা ফিলিপাইনে কাজ করছে।

জাকারিয়া : ওডেস্কে টিম নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

মামুন : এই টিমকে আমি অনেক বড় করব। ওডেস্কে একটা টিম আছে, যারা প্রায় ১১ লাখ ঘন্টা কাজ করে ফেলেছে। সেখানে আমরা মাত্র ১৩ হাজার ঘন্টা কাজ করেছি। ওরা অবশ্য ২০০১ সাল থেকে ওডেস্কে কাজ করছে। আমরা এক বছরে এই অবস্থানে এসেছি। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে আমরাও এরকম একটা পর্যায়ে যাব, ওডেস্কের মধ্যে শক্ত একটা অবস্থান তৈরি করবো।

'আলফা ডিজিটাল' টিমের ওডেস্ক প্রোফাইলের ঠিকানা হচ্ছে www.alphadigital.tk। বর্তমানে তাদের একটি ওয়েবসাইট (www.alphadigitalgroup.com) নির্মাণাধীন রয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে সব ধরনের আউটসোর্সিংয়ের কাজ পাওয়া যায়। ই-মেইল : mamunur_rasid@yahoo.com

ফিডব্যাক : *zakaria.cse@gmail.com*

কমপিউটার পরিপাটি রাখা

(৬৫ পৃষ্ঠার পর)

কোন ফাইলটি রয়ে গেছে রিমুভ করার জন্য। ডিস্ক ক্লিনআপের মাধ্যমে অ্যানালাইজ হবার পর Temporary files অপশনে টিক দিয়ে ওকে করুন।

উইন্ডোজ ভিসতায় ডিস্ক ক্লিনার রান করানোর জন্য Start-এ ক্লিক করে টাইপ করুন 'Clean' এবং আবির্ভূত লিস্কে ক্লিক করুন। যখন Disk Cleaning Options উইন্ডো আবির্ভূত হবে।

ডিফ্র্যাগমেন্টেশন

অপ্রয়োজনীয় ফাইল বা প্রোগ্রাম দূর করার সাথে সাথে সিস্টেমকে ভাইরাসমুক্ত রাখলেই যে সিস্টেম পরিপাটি হয় তা নয়। উপরোল্লি-খিত কাজ শেষে সিস্টেমের বাকি ফাইলগুলো সুবিন্যস্ত করা দরকার। এজন্য উইন্ডোজের ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট টুল ব্যবহার করে ডিস্কের ফাইলসমূহ সুবিন্যস্ত করা যায়। উইন্ডোজ এক্সপিতে Start→Programs→Accessories → System Tools-এ ক্লিক করে সবশেষে Disk Defragmenter বেছে নিন। এরপর যে ড্রাইভকে পরিপাটি করতে হবে তা সিলেক্ট করে Defragment বাটনে ক্লিক করলেই ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভিসতায় এ কাজটি করার জন্য Start-এ ক্লিক করে Defrag টাইপ করতে হবে। এবার প্রোগ্রাম লিস্কে ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করতে হবে যেকোনো User Account Control মেসেজে। ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার উইন্ডোতে আনসিলেক্ট করতে হবে Run on a schedule অপশন এবং সবশেষে Defragment now বাটনে ক্লিক করতে হবে।

এরপর সিস্টেমকে ভাইরাস ও স্পাইওয়্যারমুক্ত করতে হবে। ফলে সব অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ফাইল হার্ডডিস্ক থেকে অপসারিত হয়ে সিস্টেমে নতুন সাজে সজ্জিত হবে। হবে অপটিমাম স্পিডসমন্বিত।

সবশেষে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম স্টার্টআপের সময় যাতে লোড হতে না পারে, তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। এ কাজটি করার জন্য পিসির স্টার্টআপ প্রসেস সম্পন্ন হবার পর নোটিফিকেশন এরিয়ার প্রোগ্রামগুলোর দিকে খেয়াল করে দেখুন। তবে অবশ্যই ম্যানুয়ালি কোনো অ্যাপ্লি-কেশন ওপেন করার আগে। প্রতিটিতে ডান ক্লিক করলে একটি কনটেক্সট মেনু আবির্ভূত হবে যেখানে থাকবে পুরো প্রোগ্রাম ওপেন বা রিস্টোর করার অপশন।

Options বা Preferences মেনু লোকেট করার জন্য ব্যবহার করুন Toolbar মেনু। এটি সাধারণত সফটওয়্যার অন্তর্গত Edit বা Tools মেনুতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এক্সপিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উইন্ডোজ মেসেঞ্জার স্টার্ট হওয়াকে বন্ধ করা যায়। এজন্য Notification Area-র আইকনে ডান ক্লিক করুন এবং মেনু থেকে Open-এ ক্লিক করুন। এরপর মেনু থেকে Tools-এ ক্লিক করুন এবং Preferences ট্যাবে সুইচ করে Run Windows Messenger When Windows starts অপশন আনটিক করুন যাতে লোড হতে না পারে।

ফিডব্যাক : *mahmood_sw@yahoo.com*

একটেল এখন

মর্তুজা মিনহাজ আহমেদ

২০১০ সালের ২৮ মার্চ আমাদের সবার সামনে একটেল হাজির হলো 'রবি' নামে। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটেল হয়ে গেল রবি। একটেলের নাম পরিবর্তন করে 'রবি' ওঠার পাশাপাশি পরিবর্তন এসেছে এর লোগোতেও। এরই মধ্যে এই বিষয়টি আমাদের অনেকের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু হয়তো অনেকেই জানিনা, এরই 'রবি' এরই মধ্যে রবি বাজারে নিয়ে এসেছে নতুন প্যাকেজ। রবির নতুন প্রিপেইড প্যাকেজেই এ লেখায় মূল প্রতিপাদ্য।

কেনো রবি প্রিপেইড

প্রিপেইডের রাজ্যে রবি সব প্রিপেইড গ্রাহককে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, যাতে সব প্রিপেইড গ্রাহক সন্তুষ্ট হন। হোক তার সিম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অথবা বর্তমানে চালু। একটি প্রিপেইড প্যাকেজে বাজারের সেরা রেটে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে। একটি মাত্র প্যাকেজে বিভিন্ন শুল্ক পরিকল্পনা বা ট্যারিফ প-্যান রয়েছে, তাই সব ধরনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। ট্যারিফ প-্যান পরিবর্তন করা যায় অতি সহজেই। যেকোনো রবি নম্বরকে রবি পার্টনারসহ ৫টি যেকোনো নম্বরে এফঅ্যান্ডএফ করার সুযোগ রয়েছে। বিটিসিএল ইনকামিং ফ্রিসহ পরিপূর্ণ বিটিসিএল কানেকটিভিটি। বিশ্বের ৫৫টি দেশে ইকোনমি আইএসডি সুবিধা রয়েছে। আছে খুব সহজে দ্রুত রিফিলের ও দেশব্যাপী ইজিলোডের সুযোগ। দেশব্যাপী উচ্চগতির ইন্টারনেট। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন রকমের ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস।

নতুন সংযোগ পেতে যা দরকার

বর্তমানে রবি প্রিপেইড প্যাকেজের দাম মাত্র ৯৮ টাকা। এছাড়াও রয়েছে নতুন সিম চালু করলেই ওয়েলকাম গিফট ২৫ টাকা, যেটা যেকোনো নম্বরেই ব্যবহার করা যায়। ৬০ দিন পর্যন্ত ভ্যালিডেশন থাকবে। ১০০ টাকা রিফিলেই ওই মাসেই ২৫ টাকা রিফিল বোনাস থাকবে, যার ভ্যালিডিটি হবে ৩ দিন। এক মাসের জন্য ফ্রি রবি রেডিও। প্রাথমিকভাবে সিম্পল ট্যারিফ প-্যান চালু করা হবে। তবে গ্রাহক পরে চাইলেই যেকোনো সময়ে যেকোনো ট্যারিফ প-্যানে মাইগ্রেশন করতে পারবেন। এছাড়াও দেশব্যাপী রবি কাস্টমার কেয়ার, রবি কেয়ার পয়েন্ট এবং সব মোবাইল আউটলেট তো রয়েছেই। এসব আউটলেটে কর্মরত কাস্টমার কেয়ার অফিসার দিনরাত ২৪ ঘন্টা প্রস্তুত রয়েছেন গ্রাহকের যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্য। এ জন্য গ্রাহককে যেকোনো রবি নম্বর থেকে ১২৩ নম্বরে ফোন করলেই হবে।

রবি প্রিপেইড ট্যারিফ প-্যান

প্রথমেই দেখা যাক নতুন ঘোষিত এক সেকেন্ড ট্যারিফ প-্যান। রাত ১২টা থেকে পরদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত যেকোনো রবি, রবি পার্টনার, রবি এফঅ্যান্ডএফ, অন্যান্য মোবাইল অপারেটর এফঅ্যান্ডএফ, অন্যান্য অপারেটরের নম্বর, বিটিসিএল নম্বরে কল করা যাবে প্রতি সেকেন্ড মাত্র ২ পয়সা এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কথা বলা যাবে প্রতি সেকেন্ড ৩ পয়সায়। এই প্যাকেজে পালস হবে মাত্র ১ সেকেন্ড। এরপর দেখা যাক সিম্পল ট্যারিফ প-্যান। যেকোনো রবি নম্বর, এফঅ্যান্ডএফ এবং পার্টনার নম্বরে কথা বলা যাবে মাত্র ৬৮ পয়সায় এবং অন্যান্য অপারেটরে এফঅ্যান্ডএফসহ কথা বলা যাবে মাত্র ৯৮ পয়সায়। যেকোনো বিটিসিএল নম্বরেও কল করা যাবে ৯৮ পয়সায় প্রতি মিনিট ২৪ ঘন্টায়। পালস হবে প্রথম মিনিট থেকে ৬০ সেকেন্ড।

এরপর নরমাল ট্যারিফ প-্যান। রাত ১২টা থেকে পরদিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত যেকোনো রবি নম্বরে ৯৮ পয়সা, একটি রবি পার্টনার নম্বরে কথা বলা যাবে ৪০ পয়সায়, সব রবি এফঅ্যান্ডএফ নম্বরে কথা বলা যাবে ৬৮ পয়সায়, অন্যান্য মোবাইল অপারেটরে এফঅ্যান্ডএফ নম্বরে কথা বলা যাবে ৬৮ পয়সায়, অন্যান্য অপারেটরে কথা বলা যাবে ১ টাকা ৪৮ পয়সায় এবং যেকোনো বিটিসিএলে কল করা যাবে ১ টাকা ৪৮ পয়সায়। আবার বিকেল ৪টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত রবি নম্বরে কথা বলা যাবে ১ টাকা ৪৮ পয়সায়, রবি পার্টনার নম্বরে কথা বলা যাবে ৪০ পয়সায়, রবি এফঅ্যান্ডএফ নম্বরে কথা বলা যাবে ৬৮ পয়সায়, অন্যান্য অপারেটরে এফঅ্যান্ডএফে কথা বলা যাবে ৬৮ পয়সায়, অন্যান্য অপারেটরে কল করা যাবে ১ টাকা ৪৮ পয়সায় এবং যেকোনো বিটিসিএল নম্বরে কথা বলা যাবে ১ টাকা ৪৮ পয়সায়। নরমাল ট্যারিফ প-্যানে পালস হবে প্রথম মিনিট থেকে ৬০ সেকেন্ড। এছাড়াও রবি পার্টনার নম্বরে ৪০ পয়সা প্রতি সেকেন্ড।

এরপর সুপার সিম্পল ট্যারিফ প-্যান। এফঅ্যান্ডএফ এবং পার্টনার নম্বরসহ যেকোনো রবি নম্বরে কল করা যাবে ৮৮ পয়সায়, এফঅ্যান্ডএফসহ অন্যান্য মোবাইল অপারেটরে কল করা যাবে ৮৮ পয়সায়, যেকোনো বিটিসিএল নম্বরে কল করা যাবে ৮৮ পয়সা ২৪ ঘন্টা। এই ট্যারিফ প-্যানের জন্য পালস হবে প্রথম মিনিট থেকেই ৬০ সেকেন্ড।

এরপর এক্সট্রা সিম্পল প-্যান। এফঅ্যান্ডএফ এবং পার্টনারসহ যেকোনো রবি নম্বরে কথা বলা যাবে ৯৮ পয়সায়, এফঅ্যান্ডএফসহ অন্যান্য অপারেটরে কথা বলা যাবে ৯৮ পয়সায়, যেকোনো বিটিসিএল নম্বরে কথা বলা যাবে ৯৮ পয়সা ২৪ ঘন্টা। এই প্যাকেজেও পালস হবে প্রথম মিনিট থেকে ৬০ সেকেন্ড। প্রত্যেক ট্যারিফ প-্যানের জন্য দেশে এবং বিদেশের যেকোনো নম্বরের ইনকামিং ফ্রি এবং প্রতি প্যাকেজের জন্য আইডিডি এবং ই-আইডিডি আউটগোয়িংয়ের ক্ষেত্রে পালস হবে ১৫ সেকেন্ড।

এছাড়াও আরো কিছু শর্তাবলী রয়েছে। যেমন সব চার্জের ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। পার্টনার রবি এফঅ্যান্ডএফ যেকোনো রবি নম্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ৫টি এফঅ্যান্ডএফ করা যাবে বাংলাদেশের যেকোনো মোবাইল অপারেটরের নম্বরে। আইডিডি এবং ই-আইডিডি কলের ক্ষেত্রে বিটিসিএল টাইম ব্যান্ড প্রযোজ্য। যখন কোনো গ্রাহক ট্যারিফ প-্যান মাইগ্রেট করবেন, তখন সাধারণ চার্জ হিসেবে ২ টাকা (১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য) চার্জ করা হবে। তবে সফলভাবে মাইগ্রেশন সম্পন্ন হলে চার্জ করা হবে। তবে মাইগ্রেশনের শর্ত হলো প্রতি ১৫ দিনে ২ বার এবং তৎক্ষণাৎ ট্যারিফ প-্যান পরিবর্তন হবে। সঠিকভাবে মাইগ্রেশন সম্পন্ন হলে একটি কনফারমেশন এসএমএস পাঠানো হবে।

যেভাবে প্যাকেজ পরিবর্তন করা যায়

বর্তমানে রবি প্রিপেইড প্যাকেজে যেসব ট্যারিফ প-্যানে কথা বলা যাবে, সেগুলো হলো সিম্পল প-্যান, নরমাল প-্যান, সুপার সিম্পল প-্যান এবং এক্সট্রা সিম্পল প-্যান। সিম্পল প-্যানে কেউ যদি মাইগ্রেট করতে চান, তাহলে গ্রাহককে *৮৯৯৯*১#, নরমাল প-্যানের ক্ষেত্রে *৮৯৯৯*২#, সুপার সিম্পল প-্যানের ক্ষেত্রে *৮৯৯৯*৩# এবং এক্সট্রা সিম্পল প-্যানের ক্ষেত্রে *৮৯৯৯*৪# প্রেস করতে হবে। এর ফলে একটি কনফারমেশন এসএমএস আসবে। ফলে গ্রাহক বুঝতে পারবে তার রবি প্রিপেইড প্যাকেজে নতুন ট্যারিফ প-্যান চালু হয়ে যাবে। তবে মজার ব্যাপার, সাম্প্রতিক সময়ে রবি প্রিপেইড প্যাকেজ গ্রাহকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আরো একটি নতুন ট্যারিফ প-্যান ঘোষণা করেছে। সেটি হলো 'এক সেকেন্ড ট্যারিফ প-্যান।' আর এই সুবিধা উপভোগ করতে গ্রাহককে ডায়াল করতে হবে *৮৯৯৯*৫# নম্বরে। তাহলে নতুন ট্যারিফ প-্যান চালু হয়ে যাবে।

ফিডব্যাক : minhaz777@gmail.com

কমপিউটার জগতের খবর

ভোটপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম চালুর পরিকল্পনা চলছে : প্রধানমন্ত্রী

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ দেশে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে সরকার ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম চালুর পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘের বিদায়ী আবাসিক সমন্বয়কারী ও ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি রেনাটা লক ডেসালিয়েন ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী এ পরিকল্পনার কথা জানান।

গত সাধারণ নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারের কথা উলে-খ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ করতে ভবিষ্যতে আধুনিক প্রযুক্তি চালুর বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ এম জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম এ করিম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল-া ওয়াহিদুজ্জামান ও প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গোলটেবিলে প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান

ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য চিন্তাধারার পরিবর্তন জরুরি

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে সবার আগে নিজেদের চিন্তাধারার পরিবর্তন প্রয়োজন। ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি লক্ষ্য, যা অর্জনে আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন জরুরি। তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এবং বিশেষ একটি লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ২৮ এপ্রিল ঢাকায় বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল তথা বিসিসি মিলনায়তনে আইসিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্স ফাউন্ডেশন তথা আইডিআরএফ আয়োজিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মিডিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এটিএন বাংলার উপদেষ্টা সাইফুল বারী, বিসিসির নির্বাহী পরিচালক মাহফুজুর রহমান, আইডিআরএফের চেয়ারম্যান এম এ রশিদ, আইবেল নেটওয়ার্কের প্রধান কৌশলগত কর্মকর্তা শাহাদাত খান, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক মুনির হাসান, কমপিউটার জগৎ-এর সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ, প্রথম আলোর উপ-ফিচার সম্পাদক পল-ব মোহাইমেন প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন বুয়েটের অধ্যাপক মো: কায়কোবাদ।

বক্তারা বলেন, সঠিক তথ্য আর সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তারা ডিওআইপি উন্মুক্ত করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আইসিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, এটিএন বাংলা ও কমপিউটার জগৎকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট দেয়া হয়।

দেশে তথ্যপ্রযুক্তি পল-ী স্থাপনে সহায়তা করতে চায় আইআইডিএফসি

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স কোম্পানি তথা আইআইডিএফসি দেশে প্রথমবারের মতো একটি তথ্যপ্রযুক্তি পল-ী স্থাপনে বেসরকারি খাতকে সহায়তা করতে চায়। এজন্য তারা সহায়তা নেবে ভারত সরকারের দ্য ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (এনএসআইসি)। সম্প্রতি তাদের সাথে এ ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে। চুক্তির আওতায় এনএসআইসি বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রকল্প সুনির্দিষ্ট করা, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পণ্যের বাজার তৈরিতে সহযোগিতা দেবে।

এনএসআইসির চেয়ারম্যান এইচপি কুমার এবং আইআইডিএফসির চেয়ারম্যান মতিউল ইসলাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান ও এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আফতাব উল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর জুলাই-আগস্টেই কমপিউটারাইজড হচ্ছে

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ চট্টগ্রাম বন্দর শিগগিরই সম্পূর্ণ কমপিউটারাইজড নেটওয়ার্কের আওতায় আসতে যাচ্ছে। এটি হলে বন্দরের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বেড়ে ঘরে ৫০ শতাংশ। আধুনিকায়ন প্রকল্প এখন শেষ পর্যায়ে। চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রেড ফেসিলিটেশন নামে এ গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নে ২২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ২০০৫ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্প আগামী জুলাই-আগস্টে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বন্দর কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পের আওতায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, অপারেটরদের প্রশিক্ষণ, বন্দরের ভেতরে নতুন সংযোগ সড়ক ও সেতু নির্মাণ, পুরনো সড়কের সংস্কার ও কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত বি-স্তরবিশিষ্ট গেট নির্মাণকাজ বাস্তবায়নাধীন। নতুন পদ্ধতি চালু হলে আমদানিকারকদের কর্মীদের কাগজপত্রে স্বাক্ষর নেয়ার জন্য বন্দরের ভেতরে যেতে হবে না এবং রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ থাকবে না।

বেসিস নির্বাচন ১৫ মে

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট

১৫ মে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিসের নির্বাচন। সংগঠনের ১৮৮ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, যদিও এর সদস্য ৩৩০ জন। নির্বাচনে সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে ৮ জন এবং অ্যাসোসিয়েট সদস্যদের মধ্য থেকে ১ জন হিসেবে মোট ৯ জন পরিচালক নির্বাচন করবেন বেসিস সদস্যরা। নির্বাচিত পরিচালকদের মধ্য থেকে পরে আলোচনার ভিত্তিতে সভাপতি এবং মহাসচিব নির্বাচন করা হবে।

বাংলাদেশের সফটওয়্যার রফতানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসিসের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা ভূমিকা রেখেছেন। সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধির পাশাপাশি অটোমেশন পদ্ধতির মাধ্যমে বেসিসের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এসেছে। নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বেসিসের সাবেক সভাপতি এসএম কামাল।

ই-বর্জ্য ডাম্পিংবিরোধী নতুন আইন করছে ভারত

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে নতুন আইন করছে ভারত। নতুন এ আইন চালু হলে দেশটিতে বেআইনীভাবে পুরনো কমপিউটার এবং ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর নামে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানি করা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ভারতে প্রতিবছর ৪ লাখ টন ই-বর্জ্য তৈরি হয় এবং এর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। টক্সিক লিংকের পরিচালক রবি আগারওয়াল এ তথ্য দিয়েছেন। ইলেক্ট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া এবং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর আইটির সাথে একযোগে কাজ করছে টক্সিক লিংক। রবি আগারওয়াল জানান, ইলেক্ট্রনিক পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ভারতে ই-বর্জ্যের পরিমাণও বেড়ে চলেছে। শুধু কমপিউটার, টিভি এবং মোবাইল ফোন থেকেই প্রতিবছর ৪ লাখ টন ই-বর্জ্য তৈরি হয়।

গুগল এখন সবচেয়ে দামী ব্র্যান্ড

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ বিশ্বের সবচেয়ে দামী ব্র্যান্ড এখন গুগল। গবেষণা সংস্থা মিলওয়ার্ড ব্রাউন অপটিমর-এর ২৮ এপ্রিল প্রকাশিত 'টপ ১০০ মোস্ট ভ্যালুয়েবল ব্র্যান্ডস' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিষ্ঠানটির হিসেবে গুগল ব্র্যান্ডের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১১ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার। সেরা ব্র্যান্ডের শীর্ষ দশে আরো রয়েছে– আইবিএম (৮ হাজার ৬৩৮ কোটি ডলার), অ্যাপল (৮ হাজার ৩১৫ কোটি ডলার), মাইক্রোসফট (৭ হাজার ৬৩৪ কোটি ডলার), কোকাকোলা (৬ হাজার ৭৯৮ কোটি ডলার), ম্যাকডোনাল্ডস (৬ হাজার ৬০০ কোটি ডলার), মার্লবোরো (৫ হাজার ৭০৪ কোটি ডলার), চায়না মোবাইল (৫ হাজার ২৬১ কোটি ডলার), জেনারেল ইলেকট্রিক (৪ হাজার ৫০৫ কোটি ডলার) এবং ভোডাফোন (৪ হাজার ৪৪০ কোটি ডলার)। এই ১০টি ব্র্যান্ডের মধ্যে ৭টিই প্রযুক্তি পণ্যের নির্মাতা বা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান।

ক্যানন ডিলার মিট অনুষ্ঠিত

সারাদেশের ক্যানন পণ্যের ডিলারদের নিয়ে ক্যানন ডিলার মিট সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকার একটি হোটেলে জেএএন অ্যাসোসিয়েটস আয়োজিত ডিলার মিট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যাননের সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার কক ইয়াং, কান্ট্রি ম্যানেজার রিজন অং, জেএএন অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের এমডি আবদুল্লাহ এইচ কাফি ও পরিচালক নজরুল ইসলাম চৌধুরী।

J.A.N. ASSOCIATES LTD.

অনুষ্ঠানে ক্যানন সিস্টেম পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে ডিলারদের অব্যাহত সাপোর্টের কথা উল্লেখ করে আবদুল্লাহ এইচ কাফি বলেন, বিভিন্ন সমস্যা বিরাজমান থাকলেও আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা উত্তরোত্তর ভালো করছি। তিনি বাংলাদেশে ক্যানন সিস্টেম পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েও আলোচনা করেন। কক ইয়াং ও রিজন অং ডিলারদের সাফল্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

ল্যাপটপ ঠাণ্ডা রাখবে ভিশনের ল্যাপটপ কুলার

ভিশন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ কুলার এনেছে কমপিউটার ভিলেজ। এটি ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে ল্যাপটপ হতে পাওয়ার সংগ্রহ করে এবং কুলিং ফ্যানের মাধ্যমে ভেতরের যন্ত্রাংশ ঠাণ্ডা রাখে। এনসি ১০ ও এনসি ১৬ এই দুই মডেলের ল্যাপটপ কুলার পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭৩২

ইউনিক বিজনেসের সিএসই কার্নিভাল ল্যাপটপ ফেয়ারে অংশগ্রহণ

গত ৮-১০ এপ্রিল সিলেটে অনুষ্ঠিত হয় 'সিএসই কার্নিভাল ল্যাপটপ ফেয়ার সিলেট ২০১০'। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় শহর সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপি-কেশন ও সার্ভিস প্রোভাইডিং ডিজিটাল টেকনোলজি, ডিজিটাল প্রসেস সিস্টেম ও ডিজিটাল লাইফস্টাইলভিত্তিক এ ধরনের মেলা প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়।

মেলার আয়োজন করে বিসিএস সিলেট শাখার কমিটি। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ মেলার উদ্বোধন করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক জাফর ইকবাল। মেলা উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ওপর জোর তাগিদ দেন।

মেলায় সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগসমূহ প্রদর্শন করা হয়। ইউনিক বিজনেস মেলায় উপস্থাপন করে হিটাচি ও অপটোমা মাল্টিমিডিয়া ডিএলপি প্রজেক্টর, এমএসআই ল্যাপটপ, পেপার শ্রেডার, লেমিনেটিং ও স্পাইরেল বাইন্ডিং মেশিন, ব্যাংক অটোমেশন এক্সেসরিজ। বিগত দেড় দশক ধরে এ প্রতিষ্ঠান এসব ক্ষেত্রে গ্রাহকচাহিদা মিটিয়ে আসছে। এর রয়েছে ওয়ারেন্টি সুবিধা ও কাস্টমার সার্ভিস সেবা।

কলকাতার রাজারহাটে হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি হাব

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার অদূরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে রাজারহাটে এক হাজার একর জমির ওপর তৈরি হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি শহর বা আইটি হাব। উইপ্রো ও ইনফোসিস প্রায় ১০ হাজার কোটি রুপি বিনিয়োগ করছে এই হাবে। প্রতিষ্ঠান দু'টিতে প্রায় ৫০ হাজার আইটি কর্মীর কর্মসংস্থান হবে। ওয়েবেল নামের একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানও ৫০ একর জমি চেয়েছে আইটি হাবে।

আবাসন ও ভূমিমন্ত্রী গৌতম দেব জানিয়েছেন, রাজারহাটের আইটি হাবকে ভারতের অন্যতম সেরা তথ্যপ্রযুক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

রাজ্য আইটিমন্ত্রী দেবেশ দাশ বলেছেন, দেশ-বিদেশের কাছে পশ্চিমবঙ্গ এখন আইটি সেক্টরের বিনিয়োগের অন্যতম ঠিকানা।

জেরক্সের নতুন ডিজিটাল মাল্টিফাংশন প্রিন্টার এনেছে আইওই

জেরক্স ব্র্যান্ডের নতুন একটি ডিজিটাল মাল্টিফাংশন প্রিন্টার এনেছে ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট তথা আইওই। ওয়ার্ক সেন্টার ৩২১০ মডেলের এই প্রিন্টারে বি-৫, লেটার এবং এ৪ সাইজে কাগজ ফটোকপি, প্রিন্ট, স্ক্যান এবং ফ্যাক্স করা যাবে। এটি মিনিটে ২৪ কপি প্রিন্ট করতে সক্ষম। একই সাথে অত্যন্ত সহজ ব্যবহার এবং সাশ্রয়ী। র‍্যাম ১২৮ মে.বা., রেজ্যুলেশন ৬০০ ডিপিআই, ২৫-৪০০% জুম করা যায়। পেনড্রাইভের মাধ্যমে প্রিন্ট এবং স্ক্যান করা যাবে। যোগাযোগ : ০১৯৩৭৬৯৪৬৩৬

স্যামসাং ইকো ম্যাজিক এলসিডি মনিটর এনেছে স্মার্ট

স্যামসাং 'ইকো ম্যাজিক' এলসিডি মনিটর এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লি.। স্যামসাংয়ের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজনে ইকো ম্যাজিক এলসিডি মনিটর একাধারে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এবং স্বল্পমাত্রার কার্বন ফুট প্রিন্ট ব্যবহৃত হওয়ায় সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। প্রযুক্তিগত কারণে এবং ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল ভালো হওয়ায় সাইড ভিউ আর ফ্রন্ট ভিউয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এছাড়া ম্যাজিক ইকো হট কী-এর মাধ্যমে অন স্ক্রিন ব্রাইটনেস সমন্বয় করে চারটি পাওয়ার সেভিং মোডে কাজ করে। এর পর্দা ১৮.৫ ইঞ্চি, রেজ্যুলেশন ১৩৬০ বাই ৭৬৮, কন্ট্রাস্ট রেশিও ৫০০০০:১। দাম ৯ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪১, ৮১১২৬১৩

সব ইউনিয়ন পরিষদে চালু হচ্ছে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশের সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য ও সেবাদান কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। কমপিউটারাইজড এসব সেবা কেন্দ্রে অন্তত উচ্চমাধ্যমিক পাস তরুণ-তরুণীরা কাজ করার সুযোগ পাবে। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি কেন্দ্রে ২ জন করে ৯ হাজার জনকে স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট তথা এনআইএলজি প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। এরই মধ্যে উত্তরাঞ্চলের ৬টি জেলার প্রায় ১০০ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার যৌথ সিলেকশনে পাওয়া ২০০ তরুণ-তরুণীকে ঢাকায় এনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি করে কমপিউটার দেয়া হয়। আগামী জুনে ১ হাজার, ডিসেম্বরে দেড় হাজার এবং ২০১১ সাল নাগাদ সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, মৎস্য ও পশু-পালন, ধান, চাল ও কৃষি পণ্যের বাজারদরসহ স্থানীয় জনগণ তাদের যাবতীয় তথ্যসেবা এসব কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে পাবেন। তবে ব্যক্তিগত কাজ করতে হলে সামান্য ফি দিতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ১০০ জনকে ১টি করে ল্যাপটপ দেয়া হয়েছে।

ব্রাদারের নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসসহ ডুপে-ক্স ফিচারের লেজার প্রিন্টার বাজারে

ব্রাদার ব্র্যান্ডের এইচএল-৫৩৫০ডিএন মডেলের মনো লেজার প্রিন্টার এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। এই মডেলের প্রিন্টারটিতে রয়েছে ইথারনেট নেটওয়ার্ক, ইউএসবি ২.০ এবং প্যারালাল পোর্ট, বিল্ট-ইন ডুপে-ক্স ফিচার প্রভৃতি। এটি প্রতি মিনিটে এ৪ সাইজের পেপারে ৩০টি উন্নতমানের সাদা-কালো প্রিন্ট করতে সক্ষম। প্রিন্ট রেজ্যুলেশন ১২০০ বাই ১২০০ ডিপিআই। আরো রয়েছে ৩২ মে.বা. মেমরি, ২৫০ পাতার ইনপুট ট্রে, ৫০ পাতার মাল্টি-পারপাস ট্রে, আলাদা টোনার, ড্রাম প্রভৃতি। দাম ২০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩৫০, ৮১২৩২৮১

তোশিবা পোর্টেজি সিরিজের নতুন ল্যাপটপ বাজারে

তোশিবা পোর্টেজি সিরিজের টি১৩০-পি৩৩১ মডেলের নতুন একটি ল্যাপটপ এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এর প্রসেসর ইন্টেল পেন্টিয়াম ডুয়াল কোর এবং গতি ১.৩ গিগাহার্টজ। রয়েছে ইন্টেল গ্রাফিক্স এস৪০, ১০৬৬ বাস স্পিডের ২ গি.বা. ডিডিআরথ্রি র‍্যাম, পর্দা ১৩.৩ ইঞ্চি এইচডি এলইডি সিএসভি টিএফটি, ৩২০ গি.বা. (সাটা-৫৪০০) হার্ডডিস্ক, তোশিবা এক্সটারনাল ওডিডি, ৬ সেল ব্যাটারি, ল্যান ও ডব্লি-উল্যান, ৫-ইন-ওয়ান কার্ড রিডার (থ্রিডি এইচডিভি সেন্সর), ওএস উইন্ডোজ-৭ বেসিক। দাম ৬৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৫

সেমিনারে তথ্য

বিশ্বে ৫৫ কোটিরও বেশি প্রিন্টার সরবরাহ করেছে এইচপি

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ হিউলেট প্যাকার্ড তথা এইচপি বিশ্বের ১৭০টি দেশে ৫৫ কোটিরও বেশি প্রিন্টার সরবরাহ করেছে। এর মধ্যে ১০ কোটিরও বেশি রয়েছে লেজার জেট প্রিন্টার। ইঙ্কজেট, অল ইন ওয়ান, মনো ও কালার লেজার প্রিন্টার, স্ক্যানার, লার্জ ফরমেট প্রিন্টার, প্রিন্ট সার্ভার, ইঙ্ক ও লেজার সরবরাহকারীদের মধ্যে এইচপি বর্তমানে শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। ১২ এপ্রিল হোটেল শেরাটনে এইচপির ইমেজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপের আয়োজনে এইচপি

বক্তব্য রাখছেন ওইং কিয়াং আরভিং, পাশে সাব্বির সাফিউল-হ

টেকনোলজি লিডারশিপ শীর্ষক এক সেমিনারে এসব তথ্য জানানো হয়। এইচপি আইপিজি এইসির ব্যবস্থাপক ওইং কিয়াং আরভিং এবং এইচপির কান্ট্রি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার সাব্বির সাফিউল-হ এতে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শতাধিক অতিথি অংশ নেন।

বিশ্বব্যাপী আধুনিক প্রযুক্তি বাজারে এইচপির আধিপত্য তুলে ধরেন আরভিং। সাব্বির সাফিউল-হ পরামর্শ দেন নকল কার্ট্রিজ পরিহার করে আসল কার্ট্রিজ ব্যবহার করার ◆

আসুসের ই-পণ্য নিয়ে গে-াবালের স্কুল ক্যাম্পেইন

ঢাকার ধানমন্ডিতে লরেটো স্কুলে সম্প্রতি 'আসুস ই-ফ্যামিলি স্কুল ক্যাম্পেইন-২০১০' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। ২ দিনব্যাপী এই কর্মশালায় তারা আসুসের ই-পিসি, ই-টপ, ই-বক্স পণ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা ও সুবিধাসমূহ প্রেজেন্টেশন, ভিডিওচিত্র এবং হাতে-কলমের মাধ্যমে স্কুলটির

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরে। আসুসের ই-পিসি হলো আল্ট্রা মোবাইল মিনি ল্যাপটপ বা নোটবুক, যা উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থী ও শিশুদের জন্য কম দামে আদর্শ পিসি। ই-বক্স হলো বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ডেস্কটপ পিসি, যা মাত্র ২০ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে এবং ই-টপ হলো আল্ট্রা-মোবাইল টাচ-স্ক্রিন ডেস্কটপ পিসি। মূলত বিনোদনের পাশাপাশি কিভাবে আসুসের ই-ফ্যামিলির পণ্যসমূহ পড়াশোনা ও কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তা পরিচয় করিয়ে দেয়াই ছিল এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ◆

সফটওয়্যার বাজারজাতকরণে থাকরাল-মিলেনিয়াম সমঝোতা

থাকরাল ইনফরমেশন সিস্টেমস প্রাইভেট লি. (টিআইএসএল) এবং মিলেনিয়াম ইনফরমেশন সলিউশন (মিলেনিয়াম)-এর মধ্যে মিলেনিয়ামের তৈরি 'ইসলামী ব্যাংক সুবিধা' দেয় এমন একটি সফটওয়্যার বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। 'আবাবিল' মিলেনিয়ামের তৈরি একটি ইসলামী ব্যাংকিং সফটওয়্যার।

ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে আবাবিল সফটওয়্যারটি পূর্ণ সহায়তা দেয়। এই সফটওয়্যারটির প্রথম ব্যবহার শুরু করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। বর্তমানে আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি., এবি ব্যাংক লি., দ্য সিটি ব্যাংক লি., স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লি. এবং অগ্রণী ব্যাংক লি. এই সফটওয়্যারটির সুবিধা নিচ্ছে। মিলেনিয়ামের আরো একটি সফটওয়্যার 'সিলভিয়া'। এটি এইচআরএমএস সুবিধা দেয় (পে-রোল, থ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রমোশন, ট্রান্সফার ইত্যাদি)। ইন্ডিপেন্ডেন্ট সফটওয়্যার

মাহমুদ হোসেইন ও শাহজামান মজুমদার সমঝোতা স্মারকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করছেন

ভেন্ডরের (আইএসভি) ক্ষেত্রে মিলেনিয়াম ওরাকলের গোল্ড পার্টনার।

টিআইএসএলের সিইও শাহজামান মজুমদার বীরপ্রতীক এবং মিলেনিয়ামের কো-ফাউন্ডার ও সিইও মাহমুদ হোসেইন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ◆

স্যামসাংয়ের ৩ মডেলের ল্যাপটপ এসেছে

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ স্যামসাংয়ের তিনটি মডেলের ল্যাপটপ বাজারে এসেছে। এগুলো হলো এন ২১০, এন ১৪৮ এবং আর ৪২৮। এগুলোতে রয়েছে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সুবিধাসম্বলিত মনিটর। ১৩ এপ্রিল রাজধানীর একটি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে স্যামসাংয়ের ল্যাপটপ বাজারজাত করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্যামসাংয়ের ঢাকা শাখা কার্যালয়ের এমডি লি। তিনি স্যামসাংয়ের নতুন পণ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন বিক্রি ও বিপণন ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান, ইনডেক্স আইটি লিমিটেডের এমডি আজিজ রহমান, স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লিমিটেডের এমডি মো. জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

এন ২১০ ও এন ১৪৮ মডেলের ল্যাপটপে

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন স্যামসাংয়ের এমডি লি

রয়েছে ১০ দশমিক ১ ইঞ্চির এলইডি অ্যান্টি রিফ্লেক্টর মনিটর, ইন্টেলের অ্যাটম প্রসেসর ইত্যাদি। আর ৪২৮-এ রয়েছে ইন্টেল পেন্টিয়াম প্রসেসর, ১৪ ইঞ্চি এলইডি মনিটর ইত্যাদি ◆

ভারতে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে সাড়ে ৭ কোটি

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া এবং সমীক্ষার সংস্থা আইএমআরবি জানিয়েছে, ভারতে ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা এখন সাড়ে ৭ কোটি। দেশটিতে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ৫ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। এই হার বছরে ১৯ শতাংশ হারে বাড়ছে। ব্যবহারকারীরা নিয়মিত সর্বোচ্চ ৯ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ইন্টারনেটে থাকছে। দু'বছর আগে এই ব্রাউজের হার ছিল ৪ থেকে ৯ ঘণ্টা।

আইএমআরবি জানিয়েছে, এখন মানুষ কেবল তার প্রয়োজনীয় কাজই ইন্টারনেটে করছে না, বিনোদনের জন্যও ব্যবহার করছে ইন্টারনেট ◆

৬৫০০ টাকায় পিএইচপি, মাইএসকিউএল শেখার সুযোগ

শুধু শুক্রবার প্রফেশনাল ওয়েব প্রোগ্রামারের কাছে ব্যক্তিপর্যায়ে প্রজেক্টভিত্তিক ক্লিমওয়েবার, এইচটিএমএল, সিএসএস, পিএইচপি, মাইএসকিউএল শেখার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে ৬৫০০ টাকায়। বেসিক জুমলা ৩৫০০ ও বেসিক ওয়ার্ডপ্রেস শিখুন ৩৫০০ টাকায়। যোগাযোগ : ০১১৯৫১১৮৯৪৯ ◆

অনলাইনে বাসা-অফিস ভাড়ার বিজ্ঞাপন ফ্রি

ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসা ভাড়ার তথ্য নিয়ে ঢাকাহাউজিং ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে। এ সাইটে প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য সংযোজন হয়। এ ছাড়া যারা বাসা-অফিস ভাড়া দিতে ইচ্ছুক তারা এ সাইটে বাসা ভাড়ার তথ্য সহজে প্রকাশ করতে পারবেন। ওয়েবসাইট : www.dhakahousing.com ◆

চলতি মাসেই আসছে এমএস অফিস ২০১০

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক : মে মাসেই বাজারে আসছে মাইক্রোসফটের এমএস অফিস ২০১০ সংস্করণ। অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ভিসতার পর এমএস অফিসের ২০০৭ সংস্করণও করে প্রতিষ্ঠানটি। ২০১০ সংস্করণে ফাইল দেখতে অতিরিক্ত কনভার্টার অ্যাপি-কেশন ব্যবহার করতে হবে না। ২০০৭ সংস্করণে এটি লাগতো।

নতুন এ সংস্করণে যুক্ত করা হয়েছে ভিডিও এবং ছবি সম্পাদনা টুল এবং সরাসরি ওয়েব ব্রাউজারে ডকুমেন্ট স্থানান্তর সুবিধাসহ নতুন নতুন ফিচার। এর দাম সংস্করণভেদে ১০৫ থেকে ৫০০ ডলার হলেও এমএস ২০০৭ সংস্করণ ব্যবহারকারীরা বিনামূল্যে নতুন সংস্করণ ব্যবহার করতে পারবেন।

আসুসের নতুন ২টি গ্রাফিক্স কার্ড এনেছে গে-বাল

আসুসের ২টি নতুন মডেলের গ্রাফিক্স কার্ড এনেছে গে-বাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। *ইএনজিটি২৪০/ডিআই/১জিডি৩/এ* : এতে রয়েছে এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি২৪০ গ্রাফিক্স ইঞ্জিন, ১ গি.বা. ডিডিআর৩ ভিডিও মেমরি, এনভিডিয়া ফিজিক্সএক্স, এনভিডিয়া কিউডা প্রভৃতি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যা মনিটরে জীবন্ত বা প্রাণবন্ত ইমেজ প্রদর্শন করে। দাম ৯ হাজার টাকা।

ইএন২১০/জি/ডিআই/৫১২এমডি২ : এই অত্যাধুনিক পিসিআই এক্সপ্রেস ২.০ বাসের গ্রাফিক্স কার্ডটির ভিডিও মেমরি ডিডিআর-২ ৫১২ মেগাবাইট, ডিভিআই সর্বোচ্চ রেজ্যুলেশন ২৫৬০ বাই ১৬০০, ইঞ্জিন ক্লক ৫৮৯ মেগাহার্টজ, মেমরি ক্লক ৮০০ মেগাহার্টজ। দাম ৪ হাজার ৩০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০, ৮১২৩২৮১

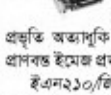

কমপিউটার ভিলেজে চলছে বৈশাখী প্যাকেজ

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কমপিউটার ভিলেজ বৈশাখী প্যাকেজ ১৪১৭ নামে বিশেষ বিক্রি উৎসব ঘোষণা করেছে। উৎসবে থাকছে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য কিনে ডিজিটাল ক্যামেরা, পাওয়ার টেক ইউপিএস ও ইয়ারসন স্পিকার জিতে নেয়ার সুযোগ। এছাড়া থাকছে ভিলেজের শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ভিলেজ স্কুল অব ইনফরমেশন টেকনোলজিসে সব ধরনের কোর্সে নগদ টাকায় ভর্তি হয়ে এবং কমপিউটার ভিলেজ সার্ভিস সেন্টারে মাত্র ৫০০ টাকা সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করে এই জফার জিতে নেয়ার সুযোগ। প্রতি দশ দিন পর পর তিনটি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ৬টি পাওয়ার টেক ইউপিএস ও ৯টি ইয়ারসন স্পিকার দেয়া হচ্ছে। উৎসব ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত চলবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭১৭

জেরক্সের দ্রুতগতির নেটওয়ার্ক কালার লেজার প্রিন্টার বাজারে

জেরক্স ব্র্যান্ডের ফেসার ৬২৮০ ভিএন মডেলের দ্রুতগতির কালার লেজার প্রিন্টার এনেছে ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট তথা আইওই। মিনিটে সর্বোচ্চ ২৫টি এ৪ সাইজ কালার অথবা ৩০টি এ৪ সাইজ মনো (সাদা-কালো) প্রিন্ট করা যায়। রয়েছে ২৫০ পৃষ্ঠা ধারণক্ষম পেপার ইনপুট ট্রে, ইউএসবি ২.০ ইন্টারফেস, ১০/১০০ বেস টিএক্স বিল্টইন নেটওয়ার্ক কার্ড। যোগাযোগ : ০১৯৩৭৬৯৪৩৬

ট্যাবলেট কমপিউটার বানাবে গুগল

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক : মোবাইল হ্যান্ডসেটের পর এবার ট্যাবলেট কমপিউটার তৈরি করতে যাচ্ছে গুগল। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী এরিক স্কিমিডিট ১৩ এপ্রিল এ ঘোষণা দেন। অ্যাপলের ট্যাবলেট কমপিউটার আইপ্যাড বাজারে আসার পর পরই নিজস্ব ট্যাবলেট কমপিউটার তৈরির ঘোষণা দিল গুগল। এটি মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম এনড্রয়েডের সমর্থনে চলবে বলে ধারণা করছেন সংশি-ষ্টরা। এইচপি, মাইক্রোসফট, ডেল এবং নোকিয়া ট্যাবলেট কমপিউটার তৈরির ঘোষণা দিয়েছে।

এসার এস্পায়ার ৪৭৩৬ জেডের দাম কমেছে

এসারের জনপ্রিয় নোটবুক এস্পায়ার ৪৭৩৬জেড এখন পাওয়া যাচ্ছে ৩৭ হাজার ৮০০ টাকায়। ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.১০ গি.হা. প্রসেসর দিয়ে আসা এ নোটবুকটি এবার এসেছে ১ গি.বা. র‍্যাম, ২৫০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ১৪ ইঞ্চি হাই ডেফিনেশন স্ক্রিন, ডলবি সাউন্ড ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার দিয়ে। এতে আরও রয়েছে ওয়াইফাই, ব্লু-টুথ, কার্ড রিডার, ওয়েবক্যাম, ল্যান ইত্যাদি। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২

স্মার্ট এনেছে তোশিবার নতুন কোর-টু-ডুয়ো ল্যাপটপ

তোশিবা স্যাটেলাইট সিরিজের এল৫১০-বি৪০২ মডেলের নতুন একটি ল্যাপটপ এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এর প্রসেসর ইন্টেল সেন্ট্রিনো কোর-টু-ডুয়ো এবং গতি ২.১ গিগাহার্টজ। রয়েছে ইন্টেল ৪৫০০এম গ্রাফিক্স মেমরি, ২ গি.বা. ডিডিআরথ্রি এসডি র‍্যাম, পর্দা ১৪ ইঞ্চি এইচডি এলইডি সিএসভি টিএফটি, ২৫০ গি.বা. (সাটা-৫৪০০) হার্ডডিস্ক, সুপার মাল্টি-ডিভিডি, ল্যান ও ডবি-উল্যান, ইন্টেল ওয়াইফাই, ২টি ইউএসবি ২.০ পোর্ট ও একটি কম্বো পোর্ট, ওয়েবক্যাম, ৪-ইন-ওয়ান কার্ড রিডার, ক্যারিং কেস, ওজন ২.৩০ কেজি এবং এক বছরের লিমিটেড ওয়ারেন্টি। দাম ৫০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৬৬৫

ওরাকলের এআইএ ফাউন্ডেশন প্যাক ১১জিআর১ বাজারে

বিশ্বের অন্যতম সফটওয়্যার কোম্পানি ওরাকল সম্প্রতি অ্যাপি-কেশন ইন্টিগ্রেশন আর্কিটেকচার (এআইএ) ফাউন্ডেশন প্যাক ১১জিআর১ সফটওয়্যার বাজারে ছেড়েছে। এই সফটওয়্যারের সাহায্যে ওরাকলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকরা তাদের বিদ্যমান অ্যাপি-কেশনগুলোকে ওরাকল ফিউশন মিডিলওয়্যার ১১জি নতুন অ্যাপি-কেশন ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্টে পরিবর্তন করতে পারবেন, যা তাদের ব্যবসার উন্নতি এবং গতিশীলতা বাড়াতে সহায়তা করবে।

বিজনেস অ্যানালিস্ট, আর্কিটেক্ট, ডেভেলপার এবং অ্যাপি-কেশন ওনাররা এই সফটওয়্যারের সাহায্যে সহজে এবং দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারবেন। উইজার্ড এবং টেম্পলেটের সাহায্যে সফটওয়্যার ডেভেলপারদের নতুন সেবার উদ্ভাবন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করবে এই সফটওয়্যার।

ওরাকলের এআইএ ১১জি সফটওয়্যারে ওরাকলের সহযোগী এবং গ্রাহকরা ১৩০টিরও বেশি থ্রি-বিল্ট এন্টারপ্রাইজ বিজনেস অবজেক্ট এবং ১২০০'র বেশি এন্টারপ্রাইজ বিজনেস সেবা উপভোগ করতে পারবেন।

বেশ কয়েকটি কোম্পানির পণ্য এনেছে ইউসিসি

ইউনাইটেড কমপিউটার সেন্টার তথা ইউসিসি সম্প্রতি বাজারে এনেছে বেশ কয়েকটি পণ্য। এর মধ্যে রয়েছে ট্রান্সসেন্ডের পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ স্টোরজেট ২৫এম, দাম ২৫০ গি.বা. ৪ হাজার ৯০০ টাকা। ইউএসবি ফ্ল্যাশড্রাইভ জেটফ্ল্যাশ ৬০০, দাম ৮ গি.বা. ১ হাজার ৪৫০ টাকা। সিলিকন পাওয়ারের ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ টাচ ৮৫০, দাম ৮ গি.বা. ১ হাজার ৯০০ টাকা। লেক্সমা কীবোর্ড এনকে ৭৫৫০, দাম পিএস২ ৪৫০ টাকা। সাফিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড এইচডি৫৫৫০ ১ গি.বা. ডিডিআর৩, দাম ৭ হাজার ৫০০ টাকা। এক্সএফএক্স গ্রাফিক্সকার্ড এইচডি৪৬২০ ১ গি.বা. ডিডিআর২, দাম ৫ হাজার টাকা। ভিউসনিক এলসিডি মনিটর ভিএক্স২২৩৩ ডবি-উএম, দাম ১৩ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ৯৬৬৪৯৩৩, ৯১১৮০৭৪

লো-ভোল্টেজেও কমপিউটার সুরক্ষিত থাকবে

পাওয়ারটেকের ইউপিএস এনেছে কমপিউটার ভিলেজ। এর ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ ১৪৫-২৮০ ভোল্ট। তাই ইলেক্ট্রিসিটির ভোল্টেজ কখনো ২২০ ভোল্ট হতে নেমে গেলেও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে। এছাড়াও এভিআর বিল্ট ইন থাকায় ভোল্টেজের তারতম্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এটি পিসিকে রক্ষা করবে। ৬৫০ ভিএ ও ৮০০ ভিএ এই দুইটি মডেলে পাওয়ারটেক ইউপিএস বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭৩২

তোশিবার নতুন ডুয়ালকোর প্রসেসরসহ নোটবুক এনেছে আইওএম

আধুনিক ইন্টেল পেন্টিয়াম ডুয়ালকোর প্রসেসর দিয়ে গ্রাহকদের জন্য আইওএম এনেছে তোশিবার স্যাটেলাইট এল৫১০-বি৪০০ মডেলের নতুন লাইট-ওয়েট ল্যাপটপ। আধুনিক প্রযুক্তির ২.২ গিগাহার্টজ গতিসম্পন্ন প্রসেসর, ইন্টেলের ৪৫০০এম গ্রাফিক্স মেমরি, অত্যাধুনিক ১৬বিট অডিও সিস্টেম, ১৪.০ ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রিন ডিসপে-, ১ গি.বা. (ডিডিআর ৩) র‌্যাম এবং ২৫০ গি.বা. হার্ডডিস্ক ল্যাপটপ ব্যবহারকারীকে বেসিক কমপিউটিংয়ে সাহায্য করবে। প্রতিটি স্যাটেলাইট এল৫১০-বি৪০০ নোটবুকের সাথে থাকছে ১ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। দাম ৩৯ হাজার ৯০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০০০৩৩৯৯

স্যামসাংয়ের ২৪এক্স ডিভিডি রাইটার এসেছে

স্যামসাংয়ের নতুন মডেলের ডিভিডি রাইটার এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এস২৪৩ মডেলের ডিভিডি রাইটারটি ২৪এক্স গতিতে ডিভিডি রাইট করতে পারে। ডিস্ক লেভেল প্রিন্টের জন্য এতে রয়েছে সর্বাধুনিক লাইটস্ক্রাইব প্রযুক্তি। তাছাড়া সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব এই ডিভিডি রাইটারটি একাধারে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এবং রাইট চলাকালীন শব্দ বা গরম হওয়ার বিড়ম্বনা নেই। দাম ১ হাজার ৯৫০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪৮

ফ্রান্সের আইটি ম্যাগাজিনের বেস্ট চয়েস পুরস্কার পেয়েছে ট্রান্সসেন্ডের হার্ডড্রাইভ

ট্রান্সসেন্ডের স্টোরজেট ২৫এম ২ দশমিক ৫ ইঞ্চি শকপ্রুফ পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ ফ্রান্সের সাপ্তাহিক আইটি ম্যাগাজিন মাইক্রো হেবডো'র 'বেস্ট চয়েস' পুরস্কার পেয়েছে। তাদের বিবেচনায় আনা ১০টি পণ্যের মধ্যে এটি ১ম হয়েছে। এর শকপ্রুফ বৈশিষ্ট্য প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাই এটি হাত থেকে পড়ে গেলেও ডাটা হারানোর ভয় নেই। এটি সহজে ব্যবহারযোগ্য। ডাটার সুরক্ষাও নিশ্চিত করা হয়েছে। রয়েছে ওয়ান টাচ অটো ব্যাকআপ বাটন। ইউসিসিতে জানা যাবে আরো তথ্য। যোগাযোগ : ৯৬৬৪৯৩৩

এসেছে এইচপির বর্ণিল মিনি ল্যাপটপ

এইচপির বর্ণিল ও মনোরম লাল-নীল রঙের দুটি মডেলের নতুন মিনি ল্যাপটপ এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। প্রযুক্তিপ্রেমীরা বৈশাখী অফারের সাশ্রয়ী দামে এইচপির নতুন এই মিনি ল্যাপটপগুলো কিনতে পারবেন মে মাসজুড়ে। দাম ৩০ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে। প্রতিটি ল্যাপটপ কিনলেই ক্রেতা পাচ্ছেন নন্দনের ৫০০ টাকার কুপন ভাউচার। যোগাযোগ : ০১৭৩০ ৩১৭৭৩১

ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য স্পেকট্রাম ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষরের পর করমর্দন করছেন ফোরকান বিন কাশেম ও সুলতান মাহমুদ চৌধুরী

ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য সম্প্রতি স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম লিমিটেড এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ সুলতান মাহমুদ চৌধুরী, এমডি কে. এম. আসাদুজ্জামান, সহকারী এমডি আবু সাদেক, এমডি সোহেল, নির্বাহী সহসভাপতি এএফএম শামসুদ্দোহা, হেড অব আইটি সুলতান বাদশা এবং স্পেকট্রামের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এমডি ফোরকান বিন কাশেম, ডেপুটি এমডি মুশফিকুর রহমান ও বাণিজ্য উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফ রহমান

মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার ফ্রি পাওয়া যাবে সামহোয়্যারইন ব-গে

মাইক্রোসফট ডেভেলপারস নেটওয়ার্ক একাডেমিক অ্যালায়েন্স এবং ড্রিমস্পার্ক নামের দুটি প্রোগ্রাম চালাচ্ছে মাইক্রোসফট ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে সফটওয়্যার বিতরণ করার জন্য। এ প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মাইক্রোসফটের প্রায় চার শ'র মতো সফটওয়্যার বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর মাইক্রোসফট ও সামহোয়্যারইনের কর্মকর্তারা

১৯ এপ্রিল মাইক্রোসফট বাংলাদেশ লি. এবং বাংলা ব-গিং পোর্টাল সামহোয়্যারইন লি.-এর মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে সামহোয়্যারইন ব-গ ব্যবহারকারী ছাত্রছাত্রীরা ড্রিমস্পার্ক প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার ফ্রি ব্যবহার করতে পারবে।

শিগগিরই সামহোয়্যারইন ব-গে একটি লিঙ্ক করা হবে, যেখানে ব-গ ব্যবহারকারীরা তাদের ছাত্রছাত্রী হবার প্রমাণ দিয়ে ড্রিমস্পার্ক ব্যবহারের জন্য আবেদন করবে। আবেদন গ্রহণ হলে আবেদনকারীর কাছে ড্রিমস্পার্কের ব্যবহারের নিয়মাবলী ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে এবং সেই সাথে ছাত্রছাত্রীরা ড্রিমস্পার্ক ওয়েবসাইট থেকে মাইক্রোসফটের সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবে

পাওয়ার ব্যাংকের নতুন ২টি ইউপিএস এনেছে সেফ আইটি

তাইওয়ানের পাওয়ার ব্যাংক ব্র্যান্ডের ৬৫০ভিএ এবং ১২০০ভিএ মডেলের নতুন ইউপিএস এনেছে সেফ আইটি সার্ভিসেস লি.। এতে আছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি লাইন ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রযুক্তি, যা দেবে সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি প্রবাহের নিশ্চয়তা। এছাড়াও এভিআর বিল্ট-ইন, ইন্টারনেট লাইন প্রটেকশন, সঠিক আরএস-২৩২/ইউএসবি ইন্টারফেস, সার্জ প্রটেকশন এবং পাওয়ার সার্জ গার্ডসহ আধুনিক ইউপিএসের সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। দাম ৬৫০ভিএ ২ হাজার ৮০০ টাকা এবং ১২০০ভিএ ৪ হাজার ৮০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৮১৭১৪৯৩০৫

এ-ডেটার পানি প্রতিরোধক পোর্টেবল হার্ডডিস্ক বাজারে

এ-ডেটা কোম্পানির এসএইচ৯৩ মডেলের স্পোর্টস গাড়ির ডিজাইনের নতুন পোর্টেবল হার্ডডিস্ক এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। হার্ডডিস্ক ড্রাইভটির বহিরাবরণ রাবার-প-াস্টিক মিশ্রণ এবং বিশেষ বালিশের উপাদান দিয়ে তৈরি। এটি সর্বপ্রথম পোর্টেবল হার্ডডিস্ক, যা পানি নিরোধক, শক প্রতিরোধক এবং ১.২২ মিটার উচ্চতা থেকে ড্রপ টেস্ট উত্তীর্ণ। এতে রয়েছে ২.৫ ইঞ্চির সাটা হার্ডডিস্ক ড্রাইভ ইন্টারফেস। ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্কের দাম ৬ হাজার এবং ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্কের দাম ৮ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯০৪

এসারের এস্পায়ার ৩৮১১টিজি নোটবুক বাজারে

এসারের এস্পায়ার ৩৮১১টিজি নোটবুক এনেছে এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস লিমিটেড তথা ইটিএল। এর সামনের অংশ ২৪.২৫ মি.মি. এবং পেছনের অংশ ২৮.৯ মি.মি.। ওজন ১.৬৫ কেজি। এর রয়েছে পরিবেশবান্ধব প্যানেল। সি-প মোডে ৬৬ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। ৭ ওয়াট প-াটফর্ম ব্যবহার হওয়ায় ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ কম লাগে ১২ ওয়াট প-াটফর্মের তুলনায়। এসার একে বলছে গ্রিন মেশিন। এতে রয়েছে ৮০ গি.বা. এসএসডি হার্ডড্রাইভ, ১৩.৩ ইঞ্চি এলইডি ব্যাকলাইট এলসিডি স্ক্রিন। সুইচেবল গ্রাফিক্স প্রযুক্তি, এইচডিএমআই পোর্ট, ১৬:৯ অ্যাসপেক্ট রেশিও, কোরটুডুয়ো প্রসেসর ইত্যাদি। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২

ভারতে মোবাইল ফোন গ্রাহক এখন সাড়ে ৫৮ কোটি

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ভারতে মোবাইল ফোনের গ্রাহকসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এখন দেশটিতে সব মিলিয়ে মোবাইল ফোন গ্রাহক ৫৮ কোটি ৪৩ লাখ ২০ হাজার। গত মার্চেই গ্রাহক হয়েছে প্রায় দুই কোটি। ভারতের টেলিফোন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া' এ তথ্য জানিয়েছে।

সংস্থা বলছে, ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে গ্রাহক বেড়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে গ্রাহক ছিল ৫৬ কোটি ৪০ লাখ ২০ হাজার। মোবাইল ও ল্যান্ডফোন মিলে দেশটিতে গ্রাহকসংখ্যা ৬২ কোটি ১২ লাখ ৮০ হাজার ■

রবি প্রিপেইডে ১ সেকেন্ড পালস সুবিধা

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ মোবাইল ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান রবি তার প্রিপেইড গ্রাহকদের দিচ্ছে ১ সেকেন্ড পালস সুবিধা। এখন থেকে রবি গ্রাহকরা যেকোনো অপারেটরে রাত ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২ পয়সায় এবং ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ৩ পয়সা মিনিটে কথা বলতে পারবেন। ২০ এপ্রিল রাজধানীর গুলশানে স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে এই অফার সম্পর্কে রবির প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা বিদ্যুৎ কুমার বসু এ কথা বলেন।

যেকোনো নতুন ও বর্তমান গ্রাহক *৮৯৯৯*৫# নম্বরে কল করে এই ট্যারিফ প-্যান উপভোগ করতে পারবেন। এজন্য অতিরিক্ত কোনো চার্জের প্রয়োজন হবে না। ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য। অনুষ্ঠানে বিপণন প্রধান সানিয়া মাহমুদ, করপোরেট যোগাযোগ কর্মকর্তা মহিউদ্দীন বাবরসহ রবির অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ■

নববর্ষে নোকিয়ার ৩টি নতুন হ্যান্ডসেট

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে নোকিয়া এনেছে তিনটি নতুন হ্যান্ডসেট। এগুলো হলো নোকিয়া ২৭০০ ক্লাসিক, ২৭৩০ ক্লাসিক এবং ৫১৩০ এক্সপ্রেস মিউজিক। এদের রয়েছে অভি মেইল এবং অভি চ্যাট, ২ মেগা পিক্সেল ক্যামেরা, ২ থেকে ৮ গিগা পর্যন্ত স্টোরেজ, মসৃণ উপরিভাগ, মেটাল বর্ডারের গোলাকৃতির ডিজাইন, এক্সপ্রেস মিউজিকে উন্নতমানের স্পিকার, ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত পে--ব্যাক টাইম, হেডফোন সংযোগের জন্য ৩-৫ এমএম স্ট্যান্ডার্ড এভি কানেক্টর। শর্ত প্রযোজ্য। ফ্রি অভি মেইল ও অভি চ্যাট অ্যাকাউন্টের জন্য লগ ইন করতে হবে www.ovi.com ওয়েবসাইটে ■

বিটিসিএল ও টেলিটকের সাথে অবকাঠামো সুবিধা বিনিময় করবে ওয়ারিদ

অবকাঠামোগত সুবিধা বিনিময়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড তথা বিটিসিএল ও টেলিটকের সাথে সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে পৃথক দুটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ওয়ারিদ টেলিকম। এ চুক্তির আওতায় অপারেটররা তাদের বেসট্রান্সিভার তথা বিটিএস ও সম্প্রচারের অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ব্যান্ডউইডথসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো সুবিধা বিনিময় করতে পারবে।

বিটিসিএলের এমডি এস এম খাবিরুজ্জামান, টেলিটকের এমডি মো. মজিবুর রহমান ও ওয়ারিদের সিইও ক্রিস টবিট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ■

গ্রামীণের পাবলিক ফোন ও পল-ীফোনে ৬৫ পয়সা মিনিট

গ্রামীণফোনের পাবলিক ফোন ও পল-ীফোনে এখন যেকোনো নম্বরে ২৪ ঘণ্টা ৬৫ পয়সা মিনিট। সাথে প্রতিবার ৫০ টাকা বা তার বেশি রিচার্জে ১০ শতাংশ তাৎক্ষণিক বোনাস। ৬৫ পয়সা মিনিট সুবিধা পেতে এসএমএস করতে হবে অন লিখে ৪৪৪৪ নম্বরে। অথবা কল করতে হবে *১১১*৪০# নম্বরে। নতুন সংযোগ ২০০ টাকা, সাথে ৫০ টাকার টকটাইম। ৬৫ পয়সা মিনিট সুবিধা পেতে হলে মাসে অন্তত ৫০০ টাকার এয়ারটাইম ব্যবহার করতে হবে। ৬০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য। এসএমএস চার্জ, ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য ■

বাংলালিংক দেশ সংযোগ ফ্রি!

বাংলালিংক সংযোগ এখন পাওয়া যাচ্ছে ১৪৯ টাকায়। সাথে রয়েছে ১৪৯ টাকার টকটাইম। সে হিসেবে সংযোগ ফ্রি। এই অফার বাংলালিংক দেশ একরেট ও বাংলালিংক পোস্টপেইড (কল অ্যান্ড কন্ট্রোল) সংযোগের জন্য প্রযোজ্য। সব নতুন প্রিপেইড প্যাকেজ দেশ একরেট হিসেবে পাওয়া যাবে। সুযোগ চালুর সাথেই পাওয়া যাবে ৫০ টাকার টকটাইম। মেয়াদ ১৫ দিন। যেকোনো অপারেটরে কথা বলা যাবে। বাকি ৯৯ টাকা পাওয়া যাবে দু'টি সমান কিস্তিতে। এজন্য অন্তত ৫০ টাকা করে কথা বলতে হবে। ৯৯ টাকার টকটাইম এফঅ্যান্ডএফ ছাড়া যেকোনো বাংলালিংক নম্বরে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। মেয়াদ ১০ দিন। বোনাসের ব্যালেন্স ও মেয়াদ জানা যাবে *১২৪*৩# নম্বরে। ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য। হেল্পলাইন : ১২১, ০১৯১১৩০৪১২১ ■

সিটিসেল সংযোগ ১০০ টাকায়, ফ্রি টকটাইম ৫০০ টাকা

সিটিসেল বাজারে এনেছে অনেক মডেলের সাশ্রয়ী হ্যান্ডসেট। প্রিপেইড সংযোগ ১০০ টাকা। আর ফ্রি টকটাইম রয়েছে ৫০০ টাকার। হ্যান্ডসেটগুলোর দাম ৯৯০ টাকা থেকে ১১ হাজার ৯৯০ টাকা। যেকোনো সিটিসেল নম্বরে ২৫ পয়সা মিনিট। সংযোগ চালুর সাথে সাথেই পাওয়া যাবে ৫০ টাকার টকটাইম, পরবর্তী মাসের ১ তারিখে ৫০ টাকা। বাকি ৪০০ টাকা পাওয়া যাবে সমান মাসিক কিস্তিতে। এজন্য মাসে অন্তত ১৫০ টাকা রিচার্জ করতে হবে। হেল্পলাইন : ১২১, ০১১৯৯১২১১২১ ■

ডিজুসের নতুন সংযোগ ২৯৯ টাকা, বোনাস ২০০ টাকা

ডিজুস সংযোগ এখন পাওয়া যাচ্ছে ২৯৯ টাকায়। সাথে থাকছে ২০০ টাকার বোনাস টকটাইম। ২০ টাকা সংযোগ চালুর সাথে সাথেই মেয়াদ ৩০ দিন। বাকি ১৮০ টাকা ৩টি সমান কিস্তিতে। মাসে অন্তত ১০০ টাকা রিচার্জ করতে হবে। মেয়াদ ৭ দিন। ডিজুস থেকে ডিজুস সবসময় ৪৯ পয়সা মিনিট। নতুন প্যাকেজে মাইগ্রেট করতে চাইলে ডি লিখে পাঠাতে হবে ৪৪৪৪ নম্বরে ■

টেলিটক সংযোগ ১৬৬ টাকা, ফ্রি টকটাইম ২৬৬ টাকা

টেলিটক সংযোগ এখন পাওয়া যাচ্ছে ১৬৬ টাকায়। সাথে থাকছে ২৬৬ টাকার টকটাইম। সংযোগ চালুর সাথেই পাওয়া যাবে ১২২ টাকার টকটাইম। ১ম মাসে ৫০ টাকা রিচার্জ সাপেক্ষে ৭২ টাকা, ২য় মাসে ৫০ টাকা রিচার্জ সাপেক্ষে ৭২ টাকা পাওয়া যাবে। বোনাস টকটাইম পেতে ৩০ জুনের মধ্যে সংযোগ চালু করতে হবে। শর্ত প্রযোজ্য ■

বৈশাখে সিটিসেল হ্যালো টিউনস সাবস্ক্রিপশন ফ্রি

বৈশাখ মাসজুড়ে সিটিসেল দিচ্ছে হ্যালো টিউনস সাবস্ক্রিপশন পুরো ফ্রি। গান ডাউনলোড করতে গানের নাম ও শিল্পীর নাম লিখে এসএমএস করতে হবে ৪৩৫৬ নম্বরে। অথবা কল করতে হবে *০০৭ নম্বরে। গানের টিউন আইডি জানা থাকলে জিইটি টিউন আইডি লিখে এসএমএস করতে হবে ৯৯৯৯ নম্বরে। প্রতিটি গান ডাউনলোড চার্জ ১৩ টাকা ও ভ্যাট। শর্ত প্রযোজ্য ■

গ্রামীণফোনের সাশ্রয়ী ৩টি ওয়েলকাম টিউন

গ্রামীণফোন দিচ্ছে হ্রাসকৃত দামে ৩টি ওয়েলকাম টিউন। মাত্র ১টি কোড দিয়ে ৩টি ওয়েলকাম টিউন ডাউনলোড করা যাবে। এজন্য ডবি-ডবি স্পেস কোড লিখে পাঠাতে হবে ৪০০০ নম্বরে। ডাউনলোড করা টিউনগুলো গ্যালারিতে যুক্ত হবে। বান্ডল চার্জ ৩০ টাকা। এসএমএস চার্জ ২ টাকা। ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য। বিস্তারিত জানা যাবে ১২১ নম্বরে ■

ট্রান্সসেন্ডের স্টোরজেট ২৫ডি৩ অবমুক্ত

ট্রান্সসেন্ডের স্টোরজেট ২৫ডি৩ ২.৫ ইঞ্চি শকপ্রুফ পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ সম্প্রতি অবমুক্ত হয়েছে। এটি বাজারে এনেছে ইউসিসি। ইউএসবি ২.০ এক্সটারনাল হার্ডড্রাইভের তুলনায় সুপার স্পিড ইউএসবি ৩.০ মডেলের পারফরমেন্স অনেক বেশি। ডাটা স্থানান্তর গতি সেকেন্ডে ৯০ মে.বা.। স্টোরজেট ২৫ডি৩ ইউএসবি ৩.০ মডেলের পাশাপাশি ইউএসবি ২.০ সমর্থিত স্টোরজেট ২৫ডি২ পোর্টেবল হার্ডড্রাইভও অবমুক্ত করা হয়েছে। স্টোরজেট ২৫ডি৩-এর স্টোরেজ ক্ষমতা ৫০০ গি.বা.। স্টোরজেট ২৫ডি২-এর স্টোরেজ ক্ষমতা ২৫০ গি.বা., ৩২০ গি.বা., ৫০০ গি.বা. এবং ৬৪০ গি.বা.। যোগাযোগ : ৯৬৭৪৭০৯

কমপিউটার কিনলে ওয়েবক্যাম ও প্রিন্টার ফ্রি

ইন্টেল ৪১ আরকিউ (বিল্ট ইন ১ গি.বা. এজিপি) মাদারবোর্ড, স্যামসাং ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ২ গি.বা. ডিডিআর-২ র‍্যাম (৮০০ বাস), স্যামসাং ডিভিডি রাইটার, মারকারি ১৭ ইঞ্চি স্কোয়ার এলসিডি মনিটর (বিল্ট ইন স্পিকার), উইন্ডোজ কীবোর্ড, অপটিক্যাল মাউস, ৪০০ ওয়াটের থারমাল কেসি এবং ৪ মে.বা. ক্যাশ মেমরিযুক্ত কোয়াড কোর ২.৩৩ গি.হা. প্রসেসরের কমপিউটার পাওয়া যাচ্ছে ৩৬ হাজার ৯০০ টাকায়। প্রতিটি কমপিউটারের সাথে একটি ওয়েবক্যাম এবং প্রিন্টার বিনামূল্যে দেয়ার পাশাপাশি এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা দেয়া হচ্ছে। যোগাযোগ : ০১৭১২০৮০৫০৮

এসেছে ইয়ারসন স্পিকার ইআর-১০০৯

ইয়ারসন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ স্পিকার ইআর-১০০৯ ব্যবহারকারীদের নজর কেড়েছে। স্পিকারটি আকারে ছোট, সহজে বহনযোগ্য এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের। মানসম্মত সাউন্ড কোয়ালিটি নিশ্চিত করার জন্য এতে ব্যবহার করা হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি। আছে উন্নত বেজ। ইয়ারসন স্পিকারের একমাত্র পরিবেশক কমপিউটার ভিলেজ। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭৩২

স্মার্ট এনেছে এইচপি টাচ স্মার্ট নোটবুক পিসি

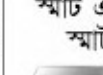

এইচপির নতুন টাচ স্মার্ট নোটবুক পিসি এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। এর স্পর্শকাতর ১২.১ ইঞ্চি পর্দা ৩৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরানো যায়। সংযোজিত হয়েছে ইন্টেল কোর-টু-ডুয়ো সলো প্রসেসর, গতি ১.৩ গি.হা.। আরও রয়েছে ২ গি.বা. ডিডিআরথ্রি র‍্যাম, ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ৫৬কে মডেম, ল্যান, সুপার মাল্টি-ডিভিডি, ৫১২ মে.বা. এটিআই রেডিয়ান প্রিমিয়াম গ্রাফিক্স, ব্লু-টুথ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ওয়েবক্যাম, উইন্ডোজ-৭ হোম বেসিক, কেরিং কেস, এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। দাম ৮৩ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০ ৩১৭৭৩১

তোশিবার হাই-কনফিগারড নোটবুক স্যাটেলাইট এম৫০০-ডি৪৩০ বাজারে

এবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ইন্টেল কোর টু ডুয়ো প্রসেসর দিয়ে গ্রাহকদের জন্য আইওএম এনেছে তোশিবার আধুনিক স্যাটেলাইট এম৫০০-ডি৪৩০ মডেলের নতুন হাই-কনফিগারড ল্যাপটপ। ইন্টেল সেন্ট্রিনো ২ প্রযুক্তির ২.৫৩ গিগাহার্টজ প্রসেসরসম্পন্ন গতি, ডেডিকেটেড এনভিডিআইএ গ্রাফিক্স কার্ড, অত্যাধুনিক হাইডেফিনেশন হারমান/কারডন অডিও সিস্টেম, ১৪.০ ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রিন ডিসপে-, ৪ গি.বা. র‍্যাম এবং ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্ক ল্যাপটপ ব্যবহারকারীকে মেকোনো ধরনের কাজের ক্ষেত্রে দেবে বাড়তি আনন্দ। এর প্রসেসরের ৩ মে.বা. ক্যাশ মেমরি এবং ৪ গি.বা. র‍্যামের কনফিগারেশন ডাটা প্রসেসিং ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবে কয়েকগুণ। ল্যাপটপটিতে রয়েছে জেনুইন উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেম। দাম ৯৮ হাজার ৯০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০০০৩৩৯৯

শেয়ার ব্যবসায়ীদের জন্য ডিজিটাল আইপিও ফরম পূরণ

শেয়ার ব্যবসায়ে যারা একাধিক বিও অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ করেন ও সঠিকভাবে আইপিও ফরম পূরণ করা নিয়ে বিব্রত থাকেন তাদের জন্য অটোমেটিক আইপিও ফরম পূরণ করার সুবিধা নিয়ে একটি সাইট প্রকাশিত হয়েছে। এ সাইটে রেজিস্ট্রেশন করে একবার বিও অ্যাকাউন্ট তথ্য জমা করলে এরপরে প্রতিটি আইপিও ফরম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে থাকবে, যা পিডিএফ ফাইল আকারে ডাউনলোড করে প্রিন্ট ও স্বাক্ষর করে জমা দেয়া যাবে। ফ্রি এ সার্ভিস ওয়েবসাইট : www.ipoforms.net

আসুসের ২টি মাদারবোর্ড এনেছে গে-বাল

আসুসের দুইটি নতুন মডেলের মাদারবোর্ড এনেছে গে-বাল। *পি৫পি৪৩টিই প্রো :* ইন্টেল পি৪৩ চিপসেটের এই মাদারবোর্ডটি এলজিএ৭৭৫ সকেটের ইন্টেল কোর২কোয়াড, কোর২একস্ট্রিম, কোর২ডুয়ো প্রভৃতি প্রসেসর এবং ডিডিআর৩ ১৬০০ (ও.সি.) মে.হা. বাসের মেমরি সাপোর্ট করে। দাম ৮ হাজার ৫০০ টাকা।

পি৫জি৪৩টি-এম প্রো : ইন্টেল জি৪৩ চিপসেটের এই মাদারবোর্ডটিতে রয়েছে আসুস ইপিইউ, টার্বো কী, অ্যান্টি-সার্জ প্রটেকশন, এক্সপ্রেস গেট প্রভৃতি প্রযুক্তি, যা বিদ্যুতের অপচয় রোধ করে, মাদারবোর্ডের সব কম্পোনেন্টে সঠিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিশ্চিত করে সময় ও খরচ বাঁচায়। দাম ৮ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০

এসারের থ্রিডি ভিশন টিএম মনিটর অবমুক্ত

এসারের এইচডি থ্রিডি ভিশন টিএম মনিটর অবমুক্ত হয়েছে। জিউ২৪৫এইচবিআইডি মডেলের এই মনিটরের ফুল এইচডি রেজ্যুলেশন ১৯২০ x ১০৮০। রয়েছে এইচডিএমআই কানেক্টিভিটি, ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট এবং ২ মিলিসেকেন্ড রেসপন্স টাইম। ভিডিও, ফটো, বিনোদন এবং থ্রিডি গেমের জন্য এটি উত্তম মনিটর। এনভিডিয়া থ্রিডি ভিশন প্রযুক্তি থাকায় পাওয়া যাবে থ্রিডি অনুভূতি। এর অ্যাডাপশন কন্ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট ৮০০০০১। ব্লু-রে ডিস্ক, কনসোল গেমিং এবং ওয়াইড স্ক্রিন সিনেম্যাটিক গে-ব্যাকের ক্ষেত্রে এই মনিটর দেবে চমৎকার ছবি। বাংলাদেশে এসারের প্রতিনিধি ইটিএল। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২

স্যামসাংয়ের নতুন ডিজিটাল ক্যামেরা বাজারে

স্যামসাং ডিজিটাল ক্যামেরার পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস এনেছে স্যামসাংয়ের নতুন মডেলের ডিজিটাল ক্যামেরা। ইএস-৭০ মডেলের আকর্ষণীয় স্লিম কম্পাক্ট এই ক্যামেরার রেজ্যুলেশন ১২.২ মেগাপিক্সেল, অপটিক্যাল জুম ৫.০ এক্স এবং ২.৭ ইঞ্চি এলসিডি পর্দা। রয়েছে স্মার্ট অটো অপশন ও ব্যাকলাইট সুবিধা। এছাড়া নাইট, চিলড্রেন ও ফেস ডিটেকশন মোড, স্মাইল শটসহ আরও আকর্ষণীয় ও সর্বাধুনিক বৈশিষ্ট্য। এই ক্যামেরায় প্রতি সেকেন্ডে ৩০ ফ্রেম (এফপিএস) হারে এম-জেপিইজি ফরমেটে ভিডিও করা যাবে। দাম ১২ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪৭

ইনটুবাংলা ওয়েবপোর্টালে বাংলাদেশের তথ্য

ইনটুবাংলা ডট কম নামের ওয়েবপোর্টালে বাংলাদেশের সব জেলা, উপজেলা ও থানার পরিচিতি তথ্য যোগ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় নির্বাচিত সদস্যের তালিকাও এ সাইটে পাওয়া যাবে। ৬৪টি জেলার দর্শনীয় স্থান, ঐতিহাসিক পরিচিতি, স্থানীয় পত্রিকাসমূহের নাম ৬৪টি আলাদা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ওয়েবসাইট : http://www.in2bangla.com

এসপি ব্র্যান্ডের অপটিক্যাল মাউস বাজারে

এসপি ব্র্যান্ডের নতুন মডেলের স্টাইলিশ অপটিক্যাল মাউস এনেছে সেফ আইটি সার্ভিসেস লি.। পিএস/২ এবং ইউএসবি দু'ধরনের পোর্টেরই পাওয়া যাচ্ছে। এসপি অপটিক্যাল মাউসে আছে ইজি স্ক্রল হুইল, আরামদায়ক বাটন। এটি হাতের মুঠোয় সহজেই এঁটে যাবে। মাউসগুলো নির্ভুল, নিখুঁত এবং বিঘ্নহীনভাবে ব্যবহার করা যায়। যোগাযোগ : ০১৮১৭১৪৯৩০৫

ফ্ল্যাট বার হ্যান্ডেলের কেসিং বাজারে

ফ্ল্যাট বার হ্যান্ডেলসমৃদ্ধ ভিশন ব্র্যান্ডের কেসিং এনেছে কমপিউটার ভিলেজ। এতে রয়েছে ইউএসবি ও অডিও পোর্ট। কেসিংয়ের উপরিভাগে ইউএসবি পোর্ট থাকায় আলাদা ইউএসবি ক্যাবলের প্রয়োজন হয় না। একই সাথে দৃষ্টিনন্দন ও বিশেষ সুবিধাসম্বলিত হওয়ায় এই কেসিং বিশেষভাবে ক্রেতাসাধারণের নজর কেড়েছে। ডবল সাটা, কুলিং ফ্যান ও উচ্চমানের পাওয়ার ইউনিটসমৃদ্ধ এই কেসিংয়ের বেশ কয়েকটি মডেল রয়েছে। যোগাযোগ : ৮১১৩০৫৬, ০১৭১৩২৪০৭৩২

অনলাইনে শেয়ারবাজারবিষয়ক ট্রেনিং

শেয়ার ব্যবসায়বিষয়ক গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকার অ্যানালাইসিস নিয়ে তথ্যবহুল একটি ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে। যারা শেয়ারবাজারের বিভিন্ন অ্যানালাইসিস ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চান এ সাইট তাদের জন্য উপকারী হবে। উদাহরণসহকারে এ সাইটে বিভিন্ন ধরনের স্টকচার্ট বিশে-ষণ করার পদ্ধতি প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েবসাইট : http:www.readcharts.com

অল্প খরচে ডায়নামিক ওয়েবসাইট

প্রফেশনাল ওয়েব প্রোগ্রামার দিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরির সুযোগ। খুবই অল্প খরচে নানারকম ডিজাইনে স্ট্যাটিক ও ডায়নামিক বা কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ওয়েবসাইট কম সময়ে তৈরি করা হয়। যোগাযোগ : ০১১৯৫১১৮৯৪৯

অনলাইনে ব্যাংক, লোন ও ইন্স্যুরেন্স তথ্য

দেশের সব ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির তথ্য নিয়ে একটি সাইট প্রকাশ করা হয়েছে। banksloansinsurance.com নামের এ সাইটে আরো পাওয়া যাবে সব ব্যাংক ব্রাঞ্চের ঠিকানা, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড নেয়ার নিয়মাবলী, ব্যাংক লোন পাওয়ার নিয়মাবলী ইত্যাদি

অনলাইনে আয় ও মার্কেটিং টিপসের সাইট

বাসায় বসে অনলাইনে আয় করা ও মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন টিপস নিয়ে একটি সাইট প্রকাশ করা হয়েছে। এ সাইটে বিনামূল্যে সব টিপ পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইট : tips.com.bd

অনলাইনে এনিমেটেড টেক্সট তৈরি

এনিমেটেড লেখা তৈরি করার জন্য একটি ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে। fancytext.net নামের এ ওয়েবসাইটে বিভিন্ন রং ও ফন্ট বাছাই করে চকমকে এনিমেটেড লেখা তৈরি করা যাবে। এখানে তৈরি এনিমেটেড লেখা যেকোনো ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা যাবে

আসুসের ২টি নতুন মডেলের ল্যাপটপ বাজারে

আসুসের ২টি নতুন মডেলের ল্যাপটপ এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। পি৮১আইজে : পি৮১আইজে মডেলের ল্যাপটপটিতে রয়েছে ২.২ গিগাহার্টজ গতির ইন্টেল ডুয়াল কোর প্রসেসর, ইন্টেল জিএল৪০এক্সপ্রেস চিপসেট, ২ গি.বা. র‌্যাম, ২৫০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ইন্টেল জিএমএ এক্স৪৫০০এম ভিডিও মেমরি প্রভৃতি। ২.৩৫ কেজি ওজনের ল্যাপটপটির দাম ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা।

এ৪২এফ : ১৪ ইঞ্চির প্রশস্ত পর্দার আসুসের এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে ২.১৩ গিগাহার্টজ গতির ইন্টেল কোর আই-৩ প্রসেসর, মোবাইল ইন্টেল এইচএম৫৫ এক্সপ্রেস চিপসেট, ২ গি.বা. ডিডিআর-৩ র‌্যাম, ইন্টেল চিপসেটের ভিডিও মেমরি, ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, হাইডেফিনেশন অডিও প্রভৃতি। ২.২ কেজি ওজনের ল্যাপটপটির দাম ৪৯ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০

ট্রান্সসেন্ডের এসডিএইচসি কার্ড এনেছে ইউসিসি

ট্রান্সসেন্ডের সিকিউর ডিজিটাল হাই ক্যাপাসিটি তথা এসডিএইচসি কার্ড এনেছে ইউসিসি। এই কার্ড শৌখিন বা পেশাজীবী যে কারো জন্যই ছবি তোলা, তা সংরক্ষণ ও দ্রুত ভিডিও করার জন্য বিশ্বস্ত। আলটিমেট, প্রিমিয়াম এবং স্ট্যান্ডার্ড এই তিন ধরনের এসডিএইচসি কার্ড পাওয়া যাচ্ছে। এরা ক্লাস ২, ক্লাস ৬ এবং ক্লাস ১০ নামেও পরিচিত।

পেশাজীবীদের জন্য আলটিমেট ক্লাস ১০। এতে ডাটা স্থানান্তর গতি ২০ মে.বা. সেকেন্ড এবং স্টোরেজ ক্ষমতা ১৬ গি.বা. পর্যন্ত। দ্রুতগতিতে ছবি তোলা এবং ভিডিও'র জন্য এটি উত্তম। প্রিমিয়াম ক্লাস ৬-এ স্টোরেজ ক্ষমতা ৩২ গি.বা. পর্যন্ত, দ্রুতগতিতে ডাটা স্থানান্তর হয়। স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস ২ ব্যয়সাশ্রয়ী এবং নতুনদের জন্য। এর লেখন গতি ২ মে.বা. সেকেন্ড। স্টোরেজ ক্ষমতা ৪ গি.বা. থেকে ৩২ গি.বা. পর্যন্ত। যোগাযোগ : ৯৬৬৪৯৩৩

টুইনমস ও টিম ব্র্যান্ডের এসডি-মাইক্রো এসডি মেমরি কার্ড বাজারে

টুইনমস ও টিম ব্র্যান্ডের নতুন এসডি ও মাইক্রো এসডি মেমরি কার্ড এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। তাইওয়ানের অরিজিন এই মেমরি কার্ডগুলো মোবাইল ও ডিজিটাল ক্যামেরায় ব্যবহারের উপযোগী। বর্তমানে ২ গি.বা., ৪ গি.বা. ও ৮ গি.বা. ডাটা ধারণক্ষমতার মেমরি কার্ড পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো সম্পূর্ণ বিদ্যুৎসাশ্রয়ী। এই এসডি ও মাইক্রো এসডি কার্ডগুলোর ক্ষেত্রে যথাযথ বিক্রয়োত্তর সেবা পেতে অবশ্যই স্মার্ট ওয়ারেন্টি স্টিকার দেখে নিতে হবে। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৮৭

তোশিবার কোরটুডুয়ো নোটবুক বাজারে

আধুনিক ইন্টেল কোরটুডুয়ো প্রসেসর দিয়ে গ্রাহকদের জন্য আইওএম এনেছে তোশিবার স্যাটেলাইট-প্রো এল৫১০-বি৪০২ মডেলের নতুন হাই-কনফিগারড ল্যাপটপ। ইন্টেল সেন্ট্রিনো প্রযুক্তির ২.১ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ডেডিকেটেড এটিআই গ্রাফিক্স কার্ড, অত্যাধুনিক ১৬বিট অডিও সিস্টেম, ১৪.০ ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রিন ডিসপে-, ২ গি.বা. (ডিডিআর ৩) র‌্যাম এবং ২৫০ গি.বা. হার্ডডিস্ক ল্যাপটপ ব্যবহারকারীকে যেকোনো ধরনের কমপিউটিংয়ে সাহায্য করবে। প্রতিটি স্যাটেলাইট-প্রো এল৫১০-বি৪০২ নোটবুকের সাথে থাকছে ১ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। দাম ৪৯ হাজার ৯০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০০০৩৩৯৯

এসার এস্পায়ার ওয়ানের বিশেষ অফার

এসার এস্পায়ার সিরিজের নেটবুক এস্পায়ার ওয়ান এখন ২৬ হাজার ৮০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। সাথে ফ্রি থাকছে একটি ক্যারিংব্যাগ। এই অফার ১৫ মে পর্যন্ত চলবে। এস্পায়ার ওয়ান নেটবুক এসেছে আটম এন ৪৫০ প্রসেসর দিয়ে। রয়েছে ১ গি.বা. র‌্যাম, ১৬০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ওয়েবক্যাম, ওয়াইফাই, মাল্টি কার্ড রিডার, ল্যান ও জেনুইন উইন্ডোজ এক্সপি হোম এডিশন। ১০.১ ইঞ্চি স্ক্রিন দিয়ে আসা এ নেটবুকটি ব্লু ও ব্ল্যাক এই দুটি কালারে সব এসার মল ও রিসেলারদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২

স্যামসাং জি-সিরিজের বহনযোগ্য হার্ডডিস্ক এনেছে স্মার্ট

স্যামসাংয়ের নতুন মডেলের বহনযোগ্য হার্ডডিস্ক ড্রাইভ এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। 'প-াগ এন্ড সেভ' এবং 'প-াগ এন্ড বি ফ্রি' স্লোগানকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব এই হার্ডডিস্কগুলো পূর্ণ বিদ্যুৎসাশ্রয়ী, হ্যালোজেনমুক্ত এবং শব্দহীনভাবে চলে। স্যামসাং জি-সিরিজের বহনযোগ্য নতুন এই হার্ডডিস্ক ড্রাইভগুলো জি-টু এবং জি-থ্রি মডেলে পাওয়া যাচ্ছে। ২.৫ ইঞ্চি আকৃতির জি-টু মডেলের ডাটা ধারণক্ষমতা ২৫০ গি.বা., ৩২০ গি.বা. ও ৫০০ গি.বা.। ৩.৫ ইঞ্চি আকৃতির জি-থ্রি মডেলের ডাটা ধারণক্ষমতা এক টেরাবাইট। মনোরম কালো ও নীল রঙের বহনযোগ্য এই হার্ডডিস্কগুলোর দাম ৪ হাজার ৮৫০ টাকা থেকে ৯ হাজার ২০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৪৮

পিসিআই নতুন মডেলের ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড রাউটার বাজারে

পিসিআই ব্র্যান্ডের এমজেডকে-ডব্লিউ৩০০এনএইচ মডেলের ৩০০এমবিপিএস ডাটা রেটের ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড রাউটার এনেছে সেফ আইটি সার্ভিসেস লি.। দাম ৭ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৮১৭১৪৯৩০৫

অ্যাসাসিন'স ক্রিড ২

নতুন বছরে সবার প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বহুল আলোচিত থার্ড পারসন অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেম অ্যাসাসিন'স ক্রিডের দ্বিতীয় পর্ব বাজারে এসেছে। ২০০৭ সালে বের হওয়া প্রথম গেমটির কাহিনীর ধারাবাহিকতায় নতুন গেমটি কনসোলে গত বছর মুক্তি পেয়েছিল এবং তা এ বছরে পিসির জন্য অবমুক্ত করেছে ইউবিসফট। গেমটি ডেভেলপ করেছে ইউবিসফট মন্ট্রেয়াল। গেমটি বানানো হয়েছে এনভিল গেম ইঞ্জিনের সাহায্যে।

প্লট

প্রথম গেমের কাহিনীতে প্রধান চরিত্র ডেসমন্ড মাইলস অ্যাবস্টারগো ইন্ডাস্ট্রির ল্যাবে বন্দী ছিল। অ্যানিমাস নামের মেশিনে তার স্মৃতি থেকে তার গুপ্ত আততায়ী পূর্বপুরুষদের কাজের ধারা জানার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। তার জেনেটিক মেমরি থেকে আগের গেমে তুলে ধরা হয়েছে জেরুজালেমের এক আততায়ী ও ডেসমন্ডের পূর্বপুরুষ আলতেয়ার ইবনে লাহাবের অভিযান। লুসি স্টিলম্যান নামের এক কর্মীর সহায়তায় ডেসমন্ড সেই ল্যাব থেকে পালাতে সক্ষম হবে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে সন্ধান পাবে অ্যানিমাসের চেয়ে আরো উন্নত এক মেশিনের। সে মেশিনের মাধ্যমে তার জেনেটিক মেমরির সাহায্যে তার আরেক পূর্বপুরুষের কথা মনে করতে পারবে। নতুন এ গেমে ডেসমন্ড পঞ্চদশ শতাব্দীর রেনেসাঁ যুগের ইতালির উচ্চবংশীয় ইজিও ওদিতোরে দ্য ফিরেন্জে নামের এক আততায়ীকে তার মেমরির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করবে। এক বিশ্বাসঘাতক শত্রুর চক্রান্তে বাবা ও ভাইকে হারানোর পর ইজিও প্রতিশোধের নেশায় বেছে নেয় এ পথ। তাকে নিয়ে গেমারকে বিচরণ করতে হবে ইতালির বিভিন্ন স্থান ও নানান মিশন সম্পন্ন করতে হবে।

গেমপে-

গেমটির খেলার ধরন হচ্ছে ওপেন ওয়ার্ল্ড ও ননলিনিয়ারভিত্তিক। এতে বাধাধরা কোনো নিয়ম ও নির্দিষ্ট সময় নেই মিশন শেষ করার। তাই পে-য়ারকে নিয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা যাবে ইতালির ভেনিস, ফ্লোরেন্স, টুসকানসহ বেশ কিছু স্থানে। গেমে বেশি আহত হলে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা সেবা নিতে হবে এবং ওষুধ কিনে খেতে হবে। ইজিওকে নিয়ে পালিতে সাঁতরানো, নৌকা চালানো, ঘোড়ার গাড়ি চালানো এবং কিশোর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বানানো ফ্লাইং মেশিনের সাহায্যে আকাশে ওড়াও যাবে। ইজিওর দুই হাতে লুকানো বে-ড, বিষাক্ত ছুরি ও ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পাশাপাশি সাধারণ তলোয়ার, কাটল্যাস (ছোট আকারের তলোয়ার), গদা, বর্শা, ড্যাগার (ধারালো ছোরা) ইত্যাদি কিনে তা ব্যবহার করা যাবে। পরিচয় গোপন করতে পোশাকের রঙের পরিবর্তন করা যাবে। মারামারির বেলায় আনা হয়েছে অভাবনীয় কিছু কৌশল। প্রাণবন্ত ও চোখ ধাঁধানো কিছু দৃশ্যের পটভূমি ও পরিবেশের সাথে মানানসই গানের সুর গেমারকে মোহিত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

নতুন ফিচারসমূহ

পুরনো গেমের চেয়ে এতে আনা হয়েছে বেশ নতুনত্ব। ইজিওকে দেয়া হয়েছে আরো বেশি অস্ত্র ও বর্ম। গেমের খোলা পরিবেশে মুক্তভাবে বিচরণ ও লোকজনের সাথে তার ইন্টার-অ্যাকশনের ওপরে বেশ জোর দেয়া হয়েছে এবং তা আগের চেয়ে অনেক উন্নত। অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, অস্ত্র ও বর্ম কেনার ব্যবস্থা নতুন সংযোজিত হয়েছে।

দুর্বলতা

কিছু কিছু স্থানে ক্যামেরা মুভমেন্টে সমস্যা ও কিছু ক্ষেত্রে পে-য়ারকে কন্ট্রোল করার সামান্য সমস্যা ছাড়া গেমটিতে তেমন কোনো ত্রুটি নেই।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

গেমটি খেলার জন্য লাগবে ইন্টেলের কোর টু ডুয়ো ১.৮ গিগাহার্টজ মানের প্রসেসর, এক্সপিতে খেলার জন্য ১.৫ গিগাবাইট র‍্যাম ও ভিসতা/সেভেনের জন্য ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ৮ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস এবং পিক্সেল শ্রেডার ৩.০ সমর্থিত ২৫৬ মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড। অনলাইন গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১২৮ কিলোবিট/সেকেন্ড (১৬ কিলোবাইট/সেকেন্ড) গতির নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে।

এলিয়েন'স ভার্সেস প্রিডেটর

জেমস ক্যামেরনের সৃষ্ট অবিস্মরণীয় চরিত্র এলিয়েন ও প্রিডেটরের ওপরে বানানো হয়েছে অনেক গেম। এ দুই চরিত্রের মাঝে দ্বন্দ্ব নিয়ে এবছর বের হয়েছে একটি গেম– যার নাম এলিয়েনস ভার্সেস প্রিডেটর। সায়েন্স ফিকশনভিত্তিক ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমটি ডেভেলপ করেছে রেবেলিয়ন ডেভেলপমেন্টস এবং পাবলিশ করেছে সেগা। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে আসুরা নামের গেম ইঞ্জিন। এলিয়েন নামের এক বিশাল মাথা ও লম্বা লেজবিশিষ্ট ডাইনোসরের মতো প্রাণী, প্রিডেটর নামের কুৎসিত চেহারার মানবসদৃশ শিকারি প্রাণী এবং কলোনিয়াল মেরিনস নামের মানবজাতির মাঝে যুদ্ধ নিয়ে গেমের কাহিনী গড়ে উঠছে।

প্লট

গেমটিতে তিনটি জাতি– এলিয়েন, প্রিডেটর ও কলোনিয়াল মেরিন নিয়ে আলাদা ক্যাম্পেইন রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কাহিনীকে ঘিরে প্রত্যেক জাতির গেম শুরুর কাহিনীর অভিন্নতা ভিন্ন হবে। প্রত্যেক জাতির আলাদা গেমপে- ও প-ট রয়েছে যা গেমের মূল আকর্ষণ। মেরিন ক্যাম্পেইনে প্রিডেটরদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মহাকাশযানের এক সৈন্যের ভূমিকায় খেলতে হবে। রাফি নামের সেই সৈন্যকে নিয়ে লড়তে হবে প্রিডেটর ও এলিয়েনদের বিরুদ্ধে। এলিয়েন ক্যাম্পেইনে প্রথমে মানুষের হাতে ল্যাবরেটরিতে বন্দী অবস্থায় থাকবে এলিয়েন। গেমারকে কৌশলে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে সেখান থেকে পালানো ও মানুষের হাতে বন্দী এলিয়েন রানীকে উদ্ধার করার কাজ করতে হবে। প্রিডেটর ক্যাম্পেইনে গেমারকে নবীন এক প্রিডেটরের ভূমিকায় শিকার ও আত্মরক্ষার ট্রেনিং করার জন্য অজানা এক গ্রহে অভিযান চালাতে হবে।

গেমপে-

এলিয়েন নিয়ে খেলার সময় সামনাসামনি লড়াই করতে হবে ধারালো নখযুক্ত থাবা ও কাঁটাযুক্ত লেজের সাহায্যে। এলিয়েনেরা দেয়াল বেয়ে চলতে পারে অনায়াসে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে শত্রুর অবস্থান ও প্রিডেটরের অদৃশ্য বা ক্লোকড অবস্থায় থাকার পরও তাদের শনাক্ত করতে পারে, খুব দ্রুত চলাফেরা ও কিছুটা দূর থেকে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং অন্ধকারে মিশে গিয়ে নিজেকে আড়াল করতে পারে। সামনাসামনি লড়াইয়ের জন্য প্রিডেটরদের হাতে রয়েছে ২টি করে ৪টি ধারালো বে-ড এবং দূর থেকে আক্রমণ করার জন্য রয়েছে প-াজমা ক্যানন, চাকতি ও ছোট আকারের বর্শা। তারা থার্মাল ভিশনের মাধ্যমে অনেক দূর থেকে লুকানো শত্রু শনাক্ত করতে পারে এবং ক্লোকাস জাম্পিংয়ের মাধ্যমে গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডাল বা নির্দিষ্ট কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। কলোনিয়াল মেরিনদের নিয়ে খেলার ব্যাপারটা সাধারণ ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমের মতোই। অস্ত্রের তালিকায় তাদের রয়েছে পালস রাইফেল, ফ্লেমথ্রোয়ার ও অটো-ট্র্যাকিং স্মার্টগান। আঁধারে বিচরণের জন্য তাদের কাঁধে সংযুক্ত থাকবে বাতি, কোনো স্থান আলোকিত করার জন্য পে-য়ার ও লুকানো শত্রুর গতিবিধি বোঝার জন্য মোশন ট্র্যাকার ব্যবহার করতে পারবে।

নতুন ফিচারসমূহ

গেমের নতুন ফিচারের মধ্যে রয়েছে ক্লোজ-আপ কিল বা শত্রুকে টেনে স্ক্রিনের সামনে এনে আঘাত করা, তিনটি ভিন্নধর্মী ক্যাম্পেইনের উপস্থিতি, শ্বাসরুদ্ধকর মাল্টিপে-য়ার মোড ইত্যাদি।

দুর্বলতা

গেমে পে-য়ারকে কন্ট্রোল করার ব্যাপারটা খুব একটা সাবলীল নয়। গেমের লেভেল ডিজাইন আহামরি কিছু নয়। গেমের গ্রাফিক্স কোয়ালিটি মোটামুটি মানসম্পন্ন। এছাড়াও গেম খেলার সময় বেশ কিছু সমস্যায় পড়তে হবে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

গেমটি চালাতে ন্যূনতম ৩.২ গিগাহার্টজের পেন্টিয়াম ৪ মানের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ১৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও ডিরেক্টএক্স ৯.০ সাপোর্টেড ১২৮ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম জিফোর্স ৬৬০০/এটিআই এক্স১৬০০) লাগবে।

মেট্রো ২০৩৩

মেট্রো ২০৩৩ নামের গেমটি মূলত ফার্স্ট পারসন শূটিং ও সারভাইভাল গেম। গেমটি বানানো হয়েছে রাশিয়ান ঔপন্যাসিক দিমিত্রি গ্লুখোভস্কির লেখা উপন্যাস মেট্রো ২০৩৩-এর কাহিনীর প্রেক্ষাপটে। গেমটি ডেভেলপ করেছে ইউক্রেনের ফোরএ গেমস এবং পাবলিশ করেছে টিএইচকিউ নামের প্রতিষ্ঠান। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ফোরএ গেম ইঞ্জিন। গেমটির নাম হবার কথা ছিল দ্য লাস্ট রিফুজি, কিন্তু তাতে কিছু বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হওয়ায় উপন্যাসের নামেই অবমুক্ত করা হয়।

প্লট

গেমের কাল্পনিক কাহিনী গড়ে উঠেছে ভবিষ্যতের এক ভয়ানক যুদ্ধে তছনছ হয়ে যাওয়া রাশিয়ার রাজধানী মস্কোকে ঘিরে। গেমের নায়কের নাম হচ্ছে আর্টিয়োম। যার জন্ম হয়েছে যুদ্ধের আগেই, কিন্তু সে যুদ্ধের বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পায় পাতাল রেলওয়ে টানেলে আশ্রয় নিয়ে। সেই পাতাল রেলের রাস্তা বা মেট্রোতেই সে বেড়ে ওঠে। একসময় সে অনুভব করে সেই অন্ধকার ঘুঁটুরি থেকে বের হয়ে মুক্ত আকাশ দেখার সময় হয়ে এসেছে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া শহরের বিপজ্জনক রাস্তায় সে বের হয়ে আসে। তাকে যুঝতে হয় প্যারানরমাল কিছু শত্রুপক্ষের সাথে, যারা দ্য ডার্ক ওয়ানস নামে পরিচিত। নানারকমের বিপজ্জনক প্রাণীর পাশাপাশি তাকে দুর্বল করে দিতে থাকবে বৈরী পরিবেশ। তার বেঁচে থাকার সংগ্রামই হচ্ছে গেমের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গেমপ্লে

অন্যান্য সারভাইভাল শূটিং গেমের মতোই এ গেমের খেলার ধরন। তবে এ গেমের ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বিষয়ের মধ্যে রয়েছে গেমের বৈরী পরিবেশ, প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা, শক্তিশালী ও ধূর্ত শত্রুপক্ষ, গোলাবারুদ ও অস্ত্রের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। গেমে বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে মুক্তি পেতে প্লেয়ারকে গ্যাস মাস্ক পরে থাকতে হবে এবং কিছুক্ষণ পর পর তা বদল করতে হবে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ খুব হিসেব করে খরচ করতে হবে। কারণ সামান্য একটু ভুলের কারণে আসতে পারে ভয়ানক বিপর্যয়।

নতুন ফিচারসমূহ

গেমের নতুন কিছু বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অর্থ বা বিনিময়ের প্রথা হিসেবে কোনো নোট বা মুদ্রার পরিবর্তে মিলিটারি গ্রেড বুলেটের ব্যবহার। এ বুলেটের বিনিময়ে কিনতে হবে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। গেমে আলাদা কোনো লাইফ মিটার বা ইন্ডিকেটর দেয়া হয়নি, তার বদলে ব্যবহার করা হয়েছে হার্টবিট কমানো বাড়ানো ও স্ক্রিনে রক্তের দাগের পরিমাণ দেখে লাইফ কতটুকু আছে তা দেখার ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময় পর পর গ্যাস মাস্ক বদলাতে হবে এবং সেই সময় নির্ণয় করার জন্য ব্যবহার করতে হবে স্টপওয়াচ। গেমের মাঝে মাঝে কাট-সিনের মাধ্যমে গেমের কাহিনীর ধারাবাহিকতা দেখানো হবে, যা গেমারকে গেমের মিশন সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

দুর্বলতা

গেমে লাইফ ইন্ডিকেটর বা মিটার না থাকায় বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। গ্যাস মাস্ক বদল করার সময় নির্ণয় করা ও স্টপওয়াচের দিকে নজর রাখার ব্যাপারটি বেশ ঝামেলার। তেমন একটা নতুনত্বের ছোঁয়া না থাকায় গেমটি একই ধাঁচের অন্যান্য গেমের চেয়ে খুব একটা ভালোমানের হয়নি।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজ মানের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ১২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত গ্রাফিক্স কার্ড (জিফোর্স ৮৮০০/রাডেওন ৩৮৫০ সিরিজ)।

ব্যাটলফিল্ড- ব্যাড কোম্পানি ২

ফার্স্ট পারসন শূটিং গেমগুলোর মাঝে ব্যাটলফিল্ড সিরিজের গেমগুলো বেশ নামকরা। ঐতিহাসিক যুদ্ধের ওপরে নির্মিত এ সিরিজের গেমগুলো হচ্ছে- ব্যাটলফিল্ড ১৯৪২, দ্য রোড টু রোম, সিক্রেট ওয়েপন অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার ২, ব্যাটলফিল্ড ভিয়েতনাম ও ব্যাটলফিল্ড ১৯৪৩। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার সম্পর্কিত গেমগুলো হচ্ছে- ব্যাটলফিল্ড ২, স্পেশ্যাল ফোর্স, ইউরো ফোর্স, আরমোরেড ফুরি, মডার্ন কমব্যাট ও ব্যাড কোম্পানি। নতুন বছরে বের হয়েছে ব্যাড কোম্পানি গেমটির সিকুয়্যাল ব্যাটলফিল্ড- ব্যাড কোম্পানি ২। গেমটি ডেভেলপ করেছে ইএ ডিজিটাল ইলুশনস ও পাবলিশ করেছে ইলেক্ট্রনিক আর্ট (ইএ)। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ফ্রস্টবাইট নামের গেম ইঞ্জিন। এ সিরিজের আরো কয়েকটি গেম হচ্ছে- ব্যাটলফিল্ড ২১৪২, নর্দার্ন স্ট্রাইক, হিরোস ও অনলাইন।

প্লট

১৯৪৪ সালের প্রেক্ষাপটে একদল কমান্ডো বাহিনী অনুপ্রবেশ করবে ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভি কর্তৃক পরিচালিত জাপান সাগরের ছোট একটি দ্বীপে। সেই দ্বীপে একজন জাপানি বিজ্ঞানী গোপন এক শক্তিশালী অস্ত্রের ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, যার কোডনেম অরোরা। কমান্ডোরা সেখানে পৌঁছে বিজ্ঞানীকে বন্দী করার আগেই সে সাবমেরিনের সাহায্যে পালিয়ে যায় দ্বীপ থেকে। সেই মহাশক্তিশালী অস্ত্রের ব্যাপারে খোঁজ লাগানোর জন্য ইউএস আর্মি অভিযান চালাবে, যার নাম হবে অপারেশন অরোরা।

গেমপ্লে

খেলা শুরুর আগে গেমারকে ক্যারেক্টারের জন্য অ্যাসল্ট, ইঞ্জিনিয়ার, রেকন ও মেডিক- এ চারটি ক্লাস থেকে একটি ক্লাস নির্বাচন করতে হবে। একেক ক্লাসের ক্ষমতার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যেমন- ইঞ্জিনিয়ার ক্লাসে প্লেয়ার কোনো কিছু রিপেয়ার করতে পারবে ও টেকনিক্যাল বিষয়গুলো ভালো জানবে এবং মেডিক ক্লাস তার স্কোয়াডের প্রাণশক্তি দিতে পারবে ও আহত সঙ্গীর ক্ষত সারাতে পারবে দ্রুত। মাল্টিপ্লেয়ার মোডে চারটি খেলার ধরন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- রাশ, কনকোয়েস্ট, স্কোয়াড ডেথম্যাচ ও স্কোয়াডরাশ।

নতুন ফিচারসমূহ

গেমের ম্যাপগুলো অনেক বড় ও মিশনগুলো বেশ সময়সাপেক্ষ। গেমে প্রায় ১৫টির মতো যানবাহন রয়েছে। তার মধ্যে নতুন কয়েকটি হচ্ছে- ইউএইচ সিক্সটি ব্ল্যাক হাউক, চার চাকার বাইক, ৩ জন ধারণক্ষমতার পেট্রোল বোট, পার্সোনাল ওয়াটার ক্রাফট, ইউএভি হেলিকপ্টারসহ আরো অনেক কিছু। অস্ত্রের তালিকায় রয়েছে ৪০ মিমি গ্রেনেড লঞ্চার, স্মোক গ্রেনেড, ম্যাগনাম বুলেট, ১২ গজ স্লাগ, সিরামিক বডি আর্মোর ইত্যাদি। গেমের পরিবেশের বৈচিত্র্যতা ও প্রাণবন্ততা বেশ লক্ষণীয়। দক্ষিণ আমেরিকা ও রাশিয়ার সীমান্তবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলের পটভূমিতে বানানো হয়েছে গেমের পরিবেশ। অনলাইন মাল্টিপ্লেয়ার মোড দারুণ প্রতিযোগিতামূলক ও রোমাঞ্চকর করে বানানো হয়েছে। গেমের সাউন্ড সিস্টেমেও আনা হয়েছে বেশ পরিবর্তন, যা আগের তুলনায় বেশ ভালোমানের।

দুর্বলতা

গেমটি মোটামুটি নিখুঁত করে বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তাই গেমটির দুর্বলতার তালিকাটি শূন্যই বলা চলে। অন্যান্য শূটিং গেমের মতো একই ধাঁচে বানানো ও তাতে কোনো নতুনত্বের ছোঁয়া নেই, এ ব্যাপারটিকেই শুধু এ গেমের দুর্বলতার তালিকায় ফেলা যায়।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

গেমটি খেলার জন্য দরকার হবে ইন্টেলের কোর টু ডুয়ো মানের প্রসেসর (ডুয়েল কোরেও চলবে, তবে ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে না), ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ১০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, ডিরেক্টএক্স ৯ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (জিফোর্স ৭৮০০ জিটি/এটিআই এক্স১৯০০) এবং মাল্টিপ্লেয়ার মোডে খেলার জন্য ১২৮ কিলোবাইট/সেকেন্ড গতির ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে।

পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান–অ্যাট ওয়ার্ল্ডস ইন্ড

পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান নাম শুনলেই ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারোর নাম মনে আসে। এই মুভির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও মূল চরিত্রও হচ্ছে এই জ্যাক স্প্যারো। এই মজার চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন হলিউডের অন্যতম বিখ্যাত অভিনেতা জনি ডেপ। এই মুভির তৃতীয় সিক্যুয়াল অ্যাট ওয়ার্ল্ডস ইন্ড নিয়ে তৈরি করা একটি গেম নিয়েই আজ আলোচনা করা হবে। তবে এর আগে এই সিরিজের আরো কিছু গেমের মধ্যে পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান, দ্য লিজেন্ড অব জ্যাক স্প্যারো, পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান– ডেড ম্যানস চেস্ট অন্যতম।

প্লট

গেমের নাম এই সিরিজের তৃতীয় মুভি পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান–অ্যাট ওয়ার্ল্ডস ইন্ড হলেও গেমের কাহিনী শুধু এই মুভির কাহিনীর ওপর নির্ভর করে বানানো হয়নি, বরং এখানে আগের মুভি ডেড ম্যানস চেস্ট-এর কিছু ঘটনাও রাখা হয়েছে। কাহিনীর শুরুতে দেখানো হয়েছে জ্যাক স্প্যারো জেলে বন্দী, গেমারকে নানান বুদ্ধি খাটিয়ে জ্যাক স্প্যারোকে জেল থেকে মুক্ত করতে হবে এবং সেই দ্বীপ থেকে পালাতে হবে। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা নামকরা জলদস্যু বা পাইরেট লর্ডদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের সিপরেক কোড নামের একস্থানে জমায়েত হওয়ার ব্যাপারে জানাতে হবে। কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লর্ড কাটলার ব্রেকেট দায়িত্বে আসার পর সে জলদস্যুদের সমূল থেকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য খুবই জটিল একটি চাল চালে। সে কৌশলে ডেভি জোনসের বান্ধবন্দী হার্ট বা হৃৎপি দখল করে ফেলে, যার ফলে ডেভি জোনস নামের সবচেয়ে ভয়ানক ও মহাপরাক্রমশালী জলদস্যুকে নিজের দলে টেনে নিতে সক্ষম হয়, কেননা যার কাছে ওই বান্ধবন্দী হৃৎপি টি রয়েছে ডেভি জোনস তার হুকুম পালন করতে বাধ্য থাকবে। তাই লর্ড কাটলার তাকে দিয়ে বাকি জলদস্যুদের মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে। কারণ ডেভি জোনস হচ্ছে সমুদ্রের ত্রাস ফ্লাইং ডাচম্যান নামের জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং এই জাহাজের মোকাবেলা করতে পারে এমন কোনো জলদস্যু জাহাজ–সমুদ্রে নেই। এছাড়া এই জাহাজ দিয়ে ডেভি জোনস সমুদ্রের গভীর থেকে ক্রাকেন বা বহু শুঁড়বিশিষ্ট অনেকটা অক্টোপাসের আকারের বিশাল সামুদ্রিক প্রাণীকে জাগাতে পারে এবং সেটিকে শত্রুপক্ষের ওপর লেলিয়ে দিতে পারে। গেমে লর্ড কাটলারের এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত হওয়ার পথ বন্ধ করার জন্য গেমারকে বিভিন্ন মিশন খেলতে হবে।

গেমপে-

গেমটিতে প্রথমে গেমারকে জ্যাক স্প্যারোর ভূমিকায় খেলতে হবে এবং পরবর্তীতে অন্য ক্যারেক্টারগুলো নিয়েও খেলা যাবে। গেমটি মূলত থার্ড পারসন অ্যাকশন ধাঁচের গেম। গেমটি হার্ড ও ইজি মোডে খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। গেমে প্রধান অস্ত্র হিসেবে রয়েছে তলোয়ার এবং পাশাপাশি পুরনো আমলের পিস্তল ও অন্যান্য বিস্ফোরক জাতীয় হাতিয়ার ব্যবহার করার সুবিধা রয়েছে। তবে সব ক্যারেক্টারকে নিয়েই মারপিট করার ধরন একই এবং মারামারি করে যুদ্ধে জেতাও বেশ সহজ।

গেমের ফিচার

গেমটি মুভির সাথে মিল রেখে বানানো হয়েছে, তাই গেমটি খেলতে বেশ ভালো লাগবে। এছাড়া ক্যারেক্টারগুলোর গ্রাফিক্সও খুবই চমৎকার হয়েছে। গেমে লুকানো কিছু আইটেম সংগ্রহ ও মিনি গেমগুলো হচ্ছে গেমটির অন্যতম আকর্ষণ।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

গেমটি চালানোর জন্য ন্যূনতম কমপিউটার কনফিগারেশন হচ্ছে ইন্টেল পেন্টিয়াম ১.৫ গিগাহার্টজ বা সমমানের এএমডি অথলন প্রসেসর, ২৫৬ মেগাবাইট র‍্যাম, ১.৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, ডিরেক্টএক্স ৯.০ সি সাপোর্টেড ১২৮ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড এবং ডিরেক্টএক্স ৯.০ সি কম্প্যাটিবল সাউন্ডকার্ড।

দ্য রোড টু এল ডোরাডো

বর্তমানে অ্যাডভেঞ্চার ধাঁচের গেমের সংখ্যা বেশ কম, কিন্তু আগে অ্যাডভেঞ্চার গেমগুলো বেশ জনপ্রিয় ছিলো, তাদের মধ্যে সাইবেরিয়া, জার্নি, রিটার্ন টু মিস্টেরিয়াস আইল্যান্ড, সিংকিং আইল্যান্ড, ব্রোকেন সোর্ড ইত্যাদি ছিল অন্যতম। এ ধরনেরই আরেকটি গেম হচ্ছে দ্য রোড টু এল ডোরাডো। গেমটি মূলত ২০০০ সালে মুক্তি পাওয়া The Road to El Dorado অ্যানিমেশন মুভির ওপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে।

প্লট

গেমের কাহিনীর পটভূমি হচ্ছে ১৫১৯ সালের স্পেনের একটি শহর। গেমের প্রথমেই দেখানো হবে টুলিও ও মিগুয়েল নামের দুই বন্ধু পরস্পরের সাথে বাক্যালাপ করছে এবং তারা দুইজনে মিলে গেমারকে তাদের একটি অভিযানের কথা শোনাবে। তাদের এই অভিযান শুরু হবে স্পেনের একটি শহরের বাজার থেকে। সেখানে দেখা যাবে দুই বন্ধুই পলাতক আসামি হিসেবে শহরে অবস্থান করছে, যার ফলে শহরের মূল ফটকের প্রহরীদের সামনে দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে পারছে না, আবার টাকার অভাবে টোল দিয়ে বন্দরে জাহাজেও যেতে পারছে না, কারণ টাকা বলতে তাদের কাছে আছে মাত্র এক পেসেটা (স্পেনের মুদ্রা)। ফলে তাদের নিয়ে গেমারকে এক জুয়াড়ির সাথে জুয়া খেলতে হবে, খেলায় জুয়াড়ির কাছ থেকে তারা আরো কিছু পেসেটা ও রহস্যাবৃত ও কাল্পনিক স্বর্ণনগরী এল ডোরাডোর একটি ম্যাপ পাবে এবং তারপর তাদের নিয়ে গেমারকে নানা বুদ্ধি খাটিয়ে শহর থেকে বের করে জাহাজে উঠাতে হবে। টুলিও ও মিগুয়েলের সাথে গেমারকেও এই কাল্পনিক রহস্যাবৃত স্বর্ণনগরীর সন্ধান করতে হবে। ম্যাপ দেখে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন পাজল সমাধান করার মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে একসময় গেমার স্বর্ণনগরীর সন্ধান পেয়ে যাবে এবং তারা এটি বুঝতে পারবে যে শহরটি কাল্পনিক নয়, এর অস্তিত্ব সত্যি সত্যিই রয়েছে। সেখানে তারা ইউটোপিয়ান নামের নতুন একটি সভ্যতার সাথে পরিচিত হবে, যারা পুরনো অন্যান্য সভ্যতা যেমন– মায়ান, এজটেক, আটলান্টিস, ইনকা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশ্র সভ্যতা। সেখানকার মানুষ টুলিও ও মিগুয়েলকে দেখে দেবতা ভেবে বসে এবং তাদের দেবতা বানিয়ে পুজো করা শুরু করে, সেই সাথে তাদের আর নিজের দেশে ফিরতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের এই দেবত্ব নিয়ে সেখানকার ওঝা বা পুরোহিতের সাথে তাদের মনোমালিন্য হয় এবং তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। গেমারকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের হাত থেকে টুলিও ও মিগুয়েলকে বাঁচাতে হবে এবং তাদের সেখান থেকে পালাতে সহায়তা করতে হবে।

গেমপে-

গেমটিতে প্রথমে টুলিও ও মিগুয়েলকে নিয়ে খেলা যাবে এবং পরে আরমাডিলো নামের ইঁদুর আকৃতির একটি প্রাণীকে নিয়েও খেলা যাবে। গেমের কন্ট্রোলিং একটু কঠিন হলেও কিছুক্ষণ খেলার পর আর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। গেমটি মূলত ডায়ালগনির্ভর, কারণ দুই বন্ধুর আলাপচারিতা শুনে গেমারকে তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া গেমের মূল আকর্ষণই হচ্ছে গেমের বাক্যালাপ, কারণ তাদের দুইজনের কথা বলার ধরন বেশ হাস্যকর এবং মজার যা গেমারকে অনাবিল আনন্দ দেবে। এছাড়া গেমটির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে এর বিভিন্ন পাজল, কারণ প্রতিটি পাজলই খুব মজার ও বুদ্ধিদীপ্ত।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

গেমটি চালানোর জন্য ন্যূনতম কমপিউটার কনফিগারেশন হচ্ছে ইন্টেল পেন্টিয়াম ৪, ১.৫ গিগাহার্টজ বা সমমানের এএমডি অথলন প্রসেসর, ১২৮ মেগাবাইট র‍্যাম, ৮০০ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, ডিরেক্টএক্স ৯.০ সি সাপোর্টেড ৬৪ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড এবং ডিরেক্টএক্স ৯.০ সি কম্প্যাটিবল সাউন্ডকার্ড।

ফিডব্যাক : shmt_@yahoo.com